পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 162 Wednesday, 14 May, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৬২ সংখ্যা ❋ ৩০ বৈশাখ ১৪৩২, বুধবার, ১৪ মে ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘ঘরে ঢুকে মারব, বাঁচার কোনও সুযোগও দেব না’

জঙ্গিদের উদ্দেশে ফের হুঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর

আদমপুর, ১৩ মেঃ মঙ্গলবার পঞ্জাবের আদমপুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেখা করলেন দেশের আকাশ রক্ষকদের সঙ্গে। জোগালেন সাহস। সাধুবাদ জানালেন ‘অপারেশন সিঁদুরের’ জন্য। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভারতে যে যে সেনাঘাঁটিগুলিতে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। তাদের মধ্যে অন্যতম আদমপুরের বায়ুসেনা ঘাঁটি। পাকিস্তান সীমানা লাগোয়া হওয়ায় জঙ্গি হোক বা পড়শি দেশের সেনা সবার নজরেই রয়েছে ভারতের এই বায়ুসেনা ঘাঁটি। কিন্তু হাজার চেষ্টা চালিয়েও আদমপুরের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি পাকিস্তান। তাদেরকে রুখে দিয়েছে দেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০। মঙ্গলবার, শুধু সফরই নয়, কোথা কোথা দিয়ে হামলা চালানো চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান, তাও খতিয়ে দেখেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি, জওয়ানদের সাহসিকতার জন্যও প্রশংসা করেন তিনি। অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথমবার কোনও সেনাছাউনিতে

গেলেন প্রধানমন্ত্রী। গতকালই তিনি ভাষণ দিয়েছেন জাতির উদ্দেশে। এই সংঘর্ষে পাকিস্তানের যে হার হয়েছে, তাও নিজের ভাষণ থেকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘‘অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে খতম হয়েছে শতাধিক জঙ্গি। তিন দিনেই শেষ হয়েছে পাকিস্তান। শেষ হয়েছে তাদের জঙ্গি ঘাঁটিগুলি।’’ পাশাপাশি, তাঁর আরও দাবি, ‘‘ভারত আধুনিক যুদ্ধকৌশলে এগিয়ে। দেশ এখন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জবাব দিতে জানে। আর এটাই ভারতের নিউ নর্ম্যাল। এই নিউ নর্ম্যালে তিন নীতি মেনেই ভারত চলবে। প্রথমত, সন্ত্রাসবাদীরা হামলা করলে ভারত তার নিজের শর্তে, নিজের মতো করে জবাব দেবে। জঙ্গি ঘাঁটি পর্যন্ত পৌঁছবে। দ্বিতীয়ত, কোনও ‘পরমাণু হুঁশিয়ারি’ ভারত সহ্য করবে না। তৃতীয়ত, সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া সরকার ও জঙ্গি সংগঠনকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখবে না।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি আজ এখানে এসেছি আশীর্বাদ নিতে। আপনারা শুধু দেশের গর্ব নন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও অনুপ্রেরণা। আপনারা ইতিহাস লিখেছেন-এই ভূমিতে, এই আকাশে।’’ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ চলাকালীন বারবার ‘ভারত মাতা কি জয়’ স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পুরো ঘাঁটি। তিনি সেনাদের উদ্দেশে বলেন, ‘‘সন্ত্রাসবাদীরা সাহস করে আমাদের দিকে আসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আপনারা তাঁদের মুখোমুখি হয়ে আঘাত হেনেছেন। ১০০ জন সন্ত্রাসবাদীকে নির্মূল করা হয়েছে। আজ তারা বুঝেছে, ভারতের সীমান্তে আগুন নিয়ে খেলতে গেলে পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর ধ্বংস।’’

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না অবসর নিলেন, বুধে দায়িত্ব নেবেন গাভাই

নয়াদিল্লি, ১৩ মেঃ দেশের প্রধান বিচারপতি পদে কর্মজীবনের শেষদিনে প্রাপ্ত প্রশংসাপত্র পড়ে অভিভূত সঞ্জীব খান্না। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য নিয়ে দেশ যেদিন উচ্ছ্বসিত, খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পাঞ্জাবের আদমপুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে দেশাত্মবোধক, পাকিস্তান ও জঙ্গি বিরোধী উদ্দীপক ভাষণ দিচ্ছেন, সেদিনই অত্যন্ত সাদামাঠাভাবে অবসর নিলেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি খান্না। তাঁরই মনোনীত বিচারপতি বিআর গাভাই পরবর্তী প্রধান বিচারপতি পদে বসতে চলেছেন। কর্মজীবনের কথা স্মরণ করে মঙ্গলবার বিদায়ী প্রধান বিচারপতি খান্না বলেন, যিনি আসছেন তিনি সুপ্রিম কোর্ট, মৌলিক অধিকার ও সংবিধানের মূল্যবোধকে আরও উচ্চে তুলে ধরবেন। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী প্রধান বিচারপতি খান্না, ভাবী প্রধান বিচারপতি গাভাই ও

বিচারপতি সঞ্জয় কুমার। তাঁরা অতীত দিনের কথা, সুন্দর স্মৃতির কথা বলেন। বিশেষত আলোচনায় উঠে আসে প্রধান বিচারপতি খান্নার পরিবারের পূর্বজ প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এইচ আর খান্নার কথাও। ভাষণে ভাবীর প্রতি বন্ধুত্ব ও নির্ভরশীলতার কথা জানিয়ে বিদায়ী বলেন, ‘‘মনোনীত প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই সম্পর্কে বলতে পারি, আমরা একই বছরে বিচারপতি হয়েছিলাম। এখানে আমরা একসঙ্গে কলেজিয়ামে ছিলাম। এরপরেও আমরা বহু বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমি অবশ্যই বলব, উনি আমার একটা বড় বলভরসা ছিলেন।’’ বিদায়কালে আরও বলেন, ‘‘এখান থেকে আমি অনেক সুখস্মৃতি নিয়ে ফিরছি। এই স্মৃতি আমৃত্যু আমার চোখের সামনে ভাসবে।’’ বার ও বেঞ্চের গুরত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘‘বিচার ব্যবস্থা শুধুমাত্র বিচারক-বিচারপতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন আইনজীবীরাও। আপনারাও এই ব্যবস্থার একজন সচেতন রক্ষক।’’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভাবী প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই বলেন, ‘‘বিচারপতি খান্না নিজেই নিজের পরম্পরা গড়ে তুলেছেন।’’ উল্লেখ্য, আগামিকাল, বুধবার, ১৪ মে থেকে সর্বোচ্চ আদালতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে চলেছেন বিআর গাভাই।

যোগ্য শিক্ষকদের সম্মানের সঙ্গে স্কুলে ফেরানো হবে কবে? বিকাশ ভবন অভিযানে এআইডিএসও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মেঃ যোগ্য শিক্ষকদের সম্মানের সঙ্গে স্কুলে ফেরানো এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তির দাবিতে ফের আন্দোলনে নামল এআইডিএসও। মঙ্গলবার সংগঠনের তরফে দুটি মিছিল বিকাশ ভবনের সামনে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখায়। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, অযোগ্যদের বাঁচাতে গিয়ে যোগ্যদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে ঠেলে দিচ্ছে রাজ্য। অবিলম্বে যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করে তাঁদের চাকরি সুনিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে অযোগ্যদের তালিকাও সামনে আনতে হবে। এদিন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে চেয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। তবে শিক্ষামন্ত্রী না থাকায় দফতরের আধিকারিকদের কাছে

নিজেদের দাবিপত্র তুলে দেন তাঁরা। ‘দুধ কা দুধ, পানি কা পানি’, না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে বলেও জানানো হয়। দুর্নীতির অভিযোগে এসএসসির ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল হওয়ায় ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি গেছে। এঁদের মধ্যে ‘চিহ্নিত অযোগ্য’ রয়েছেন প্রায় হাজার আটেক শিক্ষক। চাকরি বাতিলের পাশাপাশি তাঁদের বেতনও ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই জায়গা থেকেই পর্ষদ আদালতে আর্জি করে যে, ‘চিহ্নিত অযোগ্য’ ছাড়া বাকিদের চাকরি যাতে বহাল রাখা যায়। তাঁদের যুক্তি, এমনটা না হলে অনেক স্কুলে পড়ানোর মতো শিক্ষক থাকবেন না। এই আর্জির প্রেক্ষিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত, অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিতরা বাদ দিয়ে বাকিরা চাকরি করবেন পরবর্তী নিয়োগের আগে পর্যন্ত। সেই তারিখটা ৩১ ডিসেম্বর বলেই জানিয়ে দিয়েছে আদালত। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর চাকরিহারারা কার্যত পথে নেমে আন্দোলন শুরু করেন। ‘যোগ্য’রা বলেন, তাঁরা আদতে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন কিছু না করেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, চাকরিহারাদের পাশে থাকবে রাজ্য সরকার। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে যা করার তা করা হবে। চাকরি ফেরানোর দাবিতে সম্প্রতি চাকরিহারাদের একাংশ দিল্লিতে গিয়ে ধর্নাও করেছেন।

ভারতে ১৫ লক্ষবার সাইবার হামলা পাক-মদতপুষ্ট হ্যাকারদের! সফল মাত্র ১৫০টি

নয়াদিল্লি, ১৩ মেঃ গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাপক সাইবার হামলা চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে মহারাষ্ট্র সাইবার সেল। তাদের এক তদন্তমূলক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই ঘটনার পর থেকেই পাকিস্তানের মদতপুষ্ট হ্যাকাররা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটগুলিতে অন্তত ১৫ লক্ষ বার সাইবার হানা চালায়। তবে আশার কথা, এতগুলি চেষ্টার মধ্যে মাত্র ১৫০টি ক্ষেত্রে আক্রমণকারীরা আংশিকভাবে সফল হয়েছে। অর্থাৎ, প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেশের সাইবার নিরাপত্তা কাঠামো সফলভাবে সেই হামলা প্রতিহত করতে পেরেছে। তদন্তে আরও জানা গেছে, শুধু পাকিস্তান নয় - বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো এবং পশ্চিম এশিয়ার কিছু দেশ থেকেও এই সাইবার আক্রমণে অংশ নেওয়া হয়েছিল। হ্যাকাররা মূলত ভারত সরকারের বিভিন্ন ওয়েবসাইট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সংক্রান্ত ওয়েবসাইটকে নিশানা করেছিল। এই গোটা ঘটনার উপর ভিত্তি করে তৈরি তদন্তমূলক রিপোর্টটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘রোড অফ সিঁদুর’। সেখানে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, হ্যাকারদের দাবি ছিল যে তারা মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সার্ভার হ্যাক করে গোপন তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে। আবার তাদের আরও একটি দাবি ছিল, ভারতের একাধিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে সাইবার হানার ফলে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটেছে। এই দুই দাবিকেই ‘ভুয়ো’ এবং ‘অসত্য’ বলে উল্লেখ করেছে মহারাষ্ট্র সাইবার সেল। তদন্তে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এমন কোনও তথ্য হানার প্রমাণ মেলেনি, এবং ভারতের বিদ্যুৎ পরিকাঠামোও স্বাভাবিকভাবেই কাজ করছে। হ্যাকারদের আক্রমণে যে ১৫০টি ওয়েবসাইট কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে একটি পুরসভার ওয়েবসাইট এবং একটি নার্সিং ট্রেনিং কলেজের ওয়েবসাইট। এই দুটি সাইট হ্যাক করে তাতে বিকৃত ছবি ও বার্তা বসানো হয়েছিল। তবে এই ধরনের হামলার বেশিরভাগই ছিল প্রাথমিক স্তরের এবং সেগুলি দ্রুততার সঙ্গে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মহারাষ্ট্র সাইবার সেল ইতিমধ্যেই এই গোটা ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত রিপোর্ট বিভিন্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ও সাইবার নিরাপত্তা সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছে। ভবিষ্যতে এমন আক্রমণের মোকাবিলায় প্রযুক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করার দিকেই জোর দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

কাশ্মীরে এনকাউন্টার

সোপিয়ানে নিহত লস্কর জঙ্গি, অভিযুক্তদের ধরতে পুরস্কার ঘোষণা

শ্রীনগর, ১৩ মেঃ সোপিয়ানে ‘অপারেশন কেল্লার’। খতম তিন জঙ্গি। তাদের মধ্যে দুই জঙ্গির পরিচয় এবার সামনে এল। সোপিয়ানে নিহত ৩ জঙ্গির মধ্যে ২জনের পরিচয় প্রকাশ্যে। ১জনের পরিচয় এখনও মেলেনি। এক জঙ্গির নাম শাহিদ কুট্রে। বাড়ি চটিপোড়া হিরপোড়া। ২০২৩ সালে ৮ মার্চ লস্কর ই তৈবায় ক্যাটাগরি এ-তে যোগদান করে। পরের বছর অর্থাৎ ২০২৪-এই তাকে অপারেশনে পাঠানো হয়। সে বছর ৮ এপ্রিল দানিশ রিসর্টে গুলি চালনার ঘটনায় জড়িত শাহিদ। যেখানে ২ জন জার্মান পর্যটক ও একজন চালক আহত হন। ২০২৪ সালে ১৮ মে হিরপোড়ায় বিজেপির গ্রাম প্রধানকে খুনের ঘটনায় জড়িত। ২০২৫ সালে ৩ ফেব্রুয়ারি বেহিবাগ কুলগামে টেরিটোরিয়াল আর্মির এক কর্তাকে মারার ঘটনায় জড়িত ছিল বলে সূত্রের খবর। দ্বিতীয় জঙ্গির নাম আদনান সফি দার। বাড়ি ওয়ান্দুনা মেলহোরা। ২০২৪ সালে লস্কর ই তৈবায় ১৮ অক্টোবর ক্যাটাগরি সি-তে যোগদান করে। ২০২৪ সালেই সোপিয়ানের ওয়াচিতে ভিনরাজ্যের এক শ্রমিককে খুনের ঘটনায় জড়িত বলে সূত্র মারফত খবর। তৃতীয় আরেক জঙ্গির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, তাদের প্রত্যেকের হাতে একে ৪৭ ছিল। বিপুল পরিমাণ কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এত অত্যাধুনিক মানের অস্ত্র, বিস্ফোরক তাদের জোগান দেয় কে? জানা গিয়েছে, তিন জঙ্গির নামে আগে থেকেই পোস্টার ফেলেছিল জম্মু কাশ্মীর পুলিশ। সোমবার রাতে জম্মু কাশ্মীর পুলিশের কাছে একটি ইন্টেলিজেন্স ইনপুট আসে। খবর আসে. গভীর জঙ্গলের মধ্যে কয়েকজন সশস্ত্র জঙ্গি গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। খবর আসার পরই অভিযানে নামে সিআরপিএফ, সেনাবাহিনী। তাঁদের কার্যত পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় জম্মু কাশ্মীর পুলিশের অ্যান্টি মিলিট্যান্ট বাহিনী। ভোর রাত থেকে লাগাতর গুলিযুদ্ধ শুরু হয়। নিরাপত্তবাহিনী এলাকা ঘিরে ফেলেছে, এটা আঁচ করা মাত্রই গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। ঘন আপেলের বনে চলে গুলির লড়াই। যার পরিচয় এখনও জানা যায়নি, তার সঙ্গে পহেলগাঁও হামলার কোনও কানেকশন রয়েছে কিনা, সেটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যাদের নিকেশ করা হয়েছে, তারা একই মডিউলের কিনা, সেটাও জানা খুবই জরুরি। এই সংঘর্ষ এমন সময় শুরু হয়, যখন সোপিয়ানের একাধিক স্থানে

সন্ত্রাসমুক্ত কাশ্মীর লেখা পোস্টারে ছয়লাপ। তিন পাকিস্তানি জঙ্গির ছবি সাঁটা ওই পোস্টারে রয়েছে-আদিল হুসেন থোকার, আলি ভাই এবং হাশিম মুসা। যারা ২২ এপ্রিলের পাহেলগাঁও হামলার মূল অভিযুক্ত। এই তিনজনের তথ্যদাতার জন্য প্রশাসন ২০ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। পোস্টার জুড়ে দেওয়া হয়েছে সোপিয়ানের বিভিন্ন এলাকায়, যাতে জনসাধারণ কোনও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য দিতে এগিয়ে আসে।

সুরক্ষায় ছাড় নয়, ফের সাত বিমানবন্দরে উড়ান বাতিল

নয়াদিল্লি, ১৩ মেঃ ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত উত্তেজনার আবহে যাত্রী নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ফের বড় সিদ্ধান্ত নিল দুই বড় এয়ারলাইন সংস্থা-এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিগো। মঙ্গলবার, ১৩ মে’র জন্য দেশের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর থেকে সমস্ত উড়ান পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ থাকলেও, সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, ‘যাত্রীদের নিরাপত্তার মাথায় রেখে এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মঙ্গলবার জম্মু, লেহ, যোধপুর, অমৃতসর, ভুজ, জামনগর, চণ্ডীগড় এবং রাজকোট বিমানবন্দর থেকে সমস্ত উড়ান বাতিল করা হচ্ছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। যাত্রীদের আমরা পরবর্তী আপডেট জানাবো।’ একইসঙ্গে ইন্ডিগো তাদের এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে জানিয়েছে, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জম্মু, অমৃতসর, চণ্ডীগড়, লেহ, শ্রীনগর এবং রাজকোট থেকে কোনও উড়ান ওঠানামা করবে না মঙ্গলবার।’ এই সিদ্ধান্ত এসেছে এমন এক সময়ে, যখন সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে সন্ত্রাস এবং নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ চরমে। গত ৭ মে পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার পর থেকে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছায়। তার জবাবে ভারত চালায় ‘অপারেশন সিঁদুর’, যা একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান আকাশপথে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে। এই ক্রমাগত উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার গত ৯ মে একটি জরুরি নির্দেশিকা জারি করে জানায়, উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মোট ৩২টি বিমানবন্দর থেকে ১৪ মে পর্যন্ত সব ধরনের অসামরিক বিমান চলাচল বন্ধ থাকবে। সেই তালিকাতেই ছিল মঙ্গলবার বাতিল হওয়া এই সাতটি বিমানবন্দরও। তবে শনিবার সন্ধ্যায় পাকিস্তানের তরফ থেকে সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাব আসে এবং ভারত তা গ্রহণ করে। ওইদিন বিকেল ৫টা থেকে কার্যকর হয় সংঘর্ষবিরতি। পরিস্থিতি শান্ত হওয়ায় সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ৩২টি বিমানবন্দর পুনরায় চালু করার নির্দেশিকা জারি করা হয়, যা তখনই কার্যকর হয়।

জম্মু-কাশ্মীর বুঝে নেব, ব্যবসা নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি

বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৩ মেঃ সকালে উধমপুর এয়ারবেসে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদি। মঙ্গলবার বিকেলবেলা ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হলেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। এদিনও নয়াদিল্লি থেকে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দেন তিনি। রণধীরবাবু পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেন, কাশ্মীরের বিষয়ে আমেরিকার নাক গলানো পছন্দ করছে না ভারত। তিনি বলেন, ‘‘জম্মু-কাশ্মীর অন্দরের বিষয়। ভারত এবং পাকিস্তান এই সমন্ধে যে কোনও বিষয় নিজেরা বুঝে নেবে। এই নীতিতে কোনও বদল হচ্ছে না। পাকিস্তান অন্যায় ভাবে ভারতের যে জায়গা দখল করে রেখেছে তা খালি করতে হবে।’’ সংঘর্ষ বিরতির বিষয়ে তিনি বলেন, ‘‘দুই ডিজিএমও-এর মধ্যে ১০ তারিখে কথা হয়। পাকিস্তানি হাই কমিশন ভারতের ডিজিএমও-কে ফোন করে। প্রথমে ফোন না পেলেও পরে দুপুর ৩টে ৩৫ মিনিটে দুই দেশের ডিজিএমও-র মধ্যে কথা হয়। পাকিস্তান হামলা চালালে ভারত চালাবে। পাকিস্তান বন্ধ করলে ভারত করবে।’’

দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদারের ছেলের অস্বাভাবিক মৃত্যু, আবাসন থেকে উদ্ধার নিথর দেহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মেঃ মঙ্গলবার দুপুরে আচমকা খবর আসে, অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদারের ছেলে সৃঞ্জয় দাশগুপ্তর! সল্টলেকের একটি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার কর্মী ছিলেন বছর সাতাশের সৃঞ্জয়। তাঁর ডাকনাম প্রীতম। জানা গেছে, মা রিঙ্কু বিয়ে করে দিলীপ ঘোষের বাড়িতে যাওয়ার পর থেকে সৃঞ্জয় নিউটাউনের সাপুরজি আবাসনে একাই থাকতেন। সেখানেই মঙ্গলবার সকালে দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁর। ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, নানারকম নেশার কবলে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। এই নিয়ে নাকি মা রিঙ্কু মজুমদারের সঙ্গে অশান্তিও ছিল তাঁর। ছেলেকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করতেন রিঙ্কু, তবে কোনও পরিবর্তন হয়নি বলেই দাবি সূত্রের। এসবের মধ্যেই রিঙ্কু মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় ও সখ্য হয় বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের। বিয়ের কথাও এগোয় তাঁদের। তবে মায়ের এই বিয়ে নিয়েও সৃঞ্জয়ের তেমন কোনও আপত্তি ছিল না বলেই জানা যায়। এমনকি বিয়ের পরে সংবাদমাধ্যমকেও সৃঞ্জয় নিজে জানিয়েছিলেন, মা রিঙ্কু ও দিলীপের বিয়েতে তিনি খুব খুশি। সে সময়ে তিনি আরও জানিয়েছিলেন, পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ছুটি নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা তাঁর। হোটেল ও আনুষঙ্গিক সব বুকিং হয়ে গেছে। সেই কারণে বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারছেন না। কিন্তু সেই সঙ্গেই জানিয়েছিলেন, এই বিয়ে নিয়ে তিনি আনন্দিত। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যাচ্ছে,

বিয়ের পর থেকেই সৃঞ্জয়ের নেশার ব্যাপারটি নাকি আরও বাড়তে থাকে। কারও বারণই শোনেননি তিনি। আবার এমনও শোনা যাচ্ছে, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়েও মারা গিয়ে থাকতে পারেন সৃঞ্জয়। যদিও এই বিষয় নিয়ে অফিসিয়ালি এখনও কেউ মুখ খোলেননি। মা রিঙ্কু বা দিলীপ ঘোষের কোনও প্রতিক্রিয়াও মেলেনি এই শোকার্ত সময়ে। ফলে ঠিক কী কারণে মৃত্যু, কীভাবে মৃত্যু, তা এখনও পরিষ্কার নয়। ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, নিউটাউনের সাপুরজি আবাসন থেকে দেহ উদ্ধার হয় তাঁর। তারপরেই খবর দেওয়া হয় রিঙ্কু ও দিলীপকে। জানা যাচ্ছে, প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বিধাননগরের বেসরকারি হাসপাতাল ‘ওহায়ো’-তে। সেখান থেকেই তাঁকে ফিরিয়ে দেন চিকিৎসকরা। বলেন, সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সূত্রের দাবি, সে সময়ে জ্ঞান ছিল না সৃঞ্জয়ের। সম্ভবত তার আগেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। এর পরেই তাঁকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে ছিলেন মা রিঙ্কুও। ওই হাসপাতালেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেন। এরপরে ময়নাতদন্তের জন্য সৃঞ্জয়ের দেহ পাঠানো হয় আরজি কর হাসপাতালে। এখন এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর পিছনে কী কারণ রয়েছে, সত্যিই নেশার প্রকোপে শরীরে কোনও ক্ষতি হয়ে গেছিল, নাকি অন্য কোনও কারণ আছে নেপথ্যে, তা জানার চেষ্টা চলছে। পুলিশ সূত্রের খবর, যে ঘরে তিনি থাকতেন সেই ঘরে খাটের উপর থেকে তাঁর শায়িত দেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ বলছে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃত্যু পিছনে আসল কারণ সম্পর্কে ধোঁয়াশা অনেকটাই কাটবে। স্থানীয় সূত্রে খবর, গতকাল একটি পার্টি চলছিল। তারপরেই এ ঘটনায় স্বভাবতই চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়। সোজা কথায় মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়ছেই। আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে তা নিয়ে চলছে চাপানউতোর। ঘটনার পরেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে রিঙ্কু মজুমদার। তবে সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

চারদিনে এক মঞ্চে দু’বার শরদ-অজিত, দুই এনসিপি’র মিশে যাওয়ার জল্পনা মহারাষ্ট্রে

মুম্বই, ১৩ মেঃ ফের আলোচনায় মহারাষ্ট্রের রাজনীতির কাকা-ভাইপো। গত চারদিনে দু’বার এক মঞ্চে দেখা গেল কাকা শরদ ও ভাইপো অজিতকে। বিগত কয়েকমাস ধরেই দুই এনসিপি-র মিশে যাওয়া নিয়ে আলোচনা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। জানা যাচ্ছে দুই দলের নীচুতলায় বোঝাপড়া গড়ে তুলতেই শরদ ও অজিত এক মঞ্চে হাজির হচ্ছেন। মহারাষ্ট্রে সামনেই পুরসভার ভোট। সেই ভোটের লড়াই শুরুর আগে এনসিপির দুই দল মিলে গেলে রাজ্য রাজনীতির অনেক অঙ্ক উল্টে যাবে। কংগ্রেসের একাংশ ফের এনসিপি মুখী হতে পারে। এছাড়া চাপে পড়বে সরকারের বড় শরিক বিজেপি ও মেজো শরিক শিবসেনা। দুই এনসিপি মিশে গেলে বিধানসভায় তাদের আসন সংখ্যা শিবসেনাকে ছাপিয়ে যাবে। সেটা বিজেপির জন্য ভাল নয়। আবার একনাথ শিন্ডের শিবসেনার কথায় কথায় বিরোধিতায় লাগাম পড়বে, মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দু বছর আগে কাকা ভাইপোর বিচ্ছেদ ছিল মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে বড় ঘটনা। এনসিপির একাংশকে নিয়ে বেরিয়ে যান অজিত। নির্বাচন কমিশন তাঁর শিবিরকেই মূল এনসিপি হিসাবে মেনে নেয়। শরদের দলের নাম হয় এনসিপি (শরদ)। গত বছর বিধানসভা ভোটে বিজেপি জোটের শরিক অজিতের এনসিপি ভাল ফল করার পর থেকেই দুই শিবিরে মিশে যাওয়ার প্রস্তাব সামনে আসে। অল্পদিনের মধ্যে দুই দল মিশে যাবে বলে খবর।

দুই জেলা ছাড়া কাশ্মীরের সর্বত্র খুলল স্কুল ও কলেজ, খুশি পড়ুয়ারা

শ্রীনগর, ১৩ মে ঃ বারামুল্লা ও কুপওয়ারা জেলা ছাড়া জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই মঙ্গলবার থেকে খুলে গেল স্কুল ও কলেজ। তবে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী বারামুল্লা ও কুপওয়ারা জেলায় আপাতত স্কুল ও কলেজ খুলছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠা খোলেনি গুরেজেও। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় এবং শিক্ষাঙ্গনে আসতে পারায় পড়ুয়ারাও খুশি। মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরে রিয়েসি-সহ বিভিন্ন জেলায় স্কুল ও কলেজ খুলে গিয়েছে।কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন শুরু হবে বুধবার থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার থেকে বিশ্ববিদ্যালযের সমস্ত ক্যাম্পাসে নিযমিত ক্লাস শুরু হবে। তবে, জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী এলাকায. বসবাসকারী এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাইরের শিক্ষার্থীদের সোমবার থেকে ক্লাসে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কাবেরী নদী থেকে উদ্ধার কৃষি বিজ্ঞানী সুবন্না আয়াপান্নের দেহ, তদন্তে পুলিশ

শ্রীরঙ্গপত্তন, ১৩ মে ঃকাবেরী নদী থেকে উদ্ধার হল পদ্মশ্রী প্রাপক কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ সুবন্না আয়াপান্নের মৃতদেহ। ৭০ বছর বয়সী এই কৃষি বিজ্ঞানী নিখোঁজ ছিলেন, শ্রীরঙ্গপত্তনের সাই আশ্রমের কাছে কাবেরী নদীতে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার মান্ড্য পুলিশ জানিয়েছে, ডঃ সুবন্না আয়াপান্ন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মহীশূরের বিশ্বেশ্বর নগর শিল্পাঞ্চল এলাকায় থাকতেন এবং ৭ মে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান।তিনি নিজের স্ত্রী এবং দুই মেয়েকে রেখে গিয়েছেন। শ্রীরঙ্গপত্তন পুলিশ একটি মামলা দাযের করেছে এবং মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান শুরু করেছে। শনিবার সন্ধ্যায় নদীতে একটি অজ্ঞাত মৃতদেহ ভেসে ওঠার খবর পায় পুলিশ। তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নদী থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করলে বিজ্ঞানীর পরিচয় জানা যায়। নদীর তীরে আয়াপ্পনের স্কুটারটি পাওয়া যায়।

‘‘ইউনুসকে থামাবার আর কোনও উপায় নেই, তোপ তসলিমার

কলকাতা, ১৩ মে ঃ ইউনুসকে থামাবার আর কোনও উপায় নেই। মনে হচ্ছে ওর মাথার ওপর একটা বোমা না ফেলা পর্যন্ত ও দেশ ধ্বংসের কার্যকলাপ বন্ধ করবে না। মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে এই মন্তব্য করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তসলিমা লিখেছেন, ইউনুস আজ আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করে দিয়েছে, কাল বিএনপিকে করবে, পরশু জাতীয় পার্টিকে করবে। বামদলের কোনও চরিত্র নেই বলে একে খড়কুটোর মতো রাখবে। টিকে থাকবে শুধু উন্মত্ত দেশদ্রোহী ইসলামী জিহাদি দল ইনক্লুডিং জামায়াতে ইসলামী।

ওল্ড দীঘায় একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পর্যটকদের

দীঘা, ১৩ মেঃ ওল্ড দীঘায় একটি হোটেলের চারতলায় লিফটের উপরের অংশে আগুন লাগার ঘটনায় পর্যটকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়ায়। সোমবার রাত ১২টা নাগাদ ওই হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন লাগার খবর পেয়েই পুলিশ এবং দমকলের দু'টি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে পর্যটকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে যায়। অনেকে ছোটাছুটি করে হোটেলের ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। যাঁরা বেরতে পারেননি, সেরকম ৩০ জন পর্যটককে পুলিশ ও দমকল বাহিনী, স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় উদ্ধার করে। তবে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের চেষ্টার পর আগুন নিযন্ত্রণে আসে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক অনুমান দমকল ও পুলিশের।

হাঁসফাঁস গরমেও খুচরো বাজারে স্বস্তি, খুশি মধ্যবিত্তরা, ৬ বছরে সর্বনিম্ন মূল্যবৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১৩ মেঃ খুচরো বাজারে খানিকটা স্বস্তি। খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা কমে এপ্রিল মাসে ৩.১৬ শতাংশে এসে ঠেকেছে। গত মার্চ মাসে তা ছিল ৩.৩৪ শতাংশ। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি খুব ধীরগতিতে হওয়ায় প্রায় ৬ বছর পর খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধি ৩.১৬ শতাংশে আটকে গিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দেশের খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধি ৪ শতাংশ হতে পারে অনুমান দিয়েছিল। কিন্তু, জিনিসপত্রের দাম খুব একটা না বাড়ায় এবং ফলন ভাল হওয়ায় খুব ধীরগতিতে দাম বৃদ্ধি ঘটায় টানা তিন মাস ধরে খুচরো বাজারে তেমন প্রভাব পড়েনি। মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে রয়ে গিয়েছে দাম। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছাড়াও অর্থনীতিবিদদের ধারণা ছিল খুচরো বাজারে দাম বৃদ্ধির হার ৩.২৭ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে। কিন্তু, তাকেও মিথ্যা প্রমাণ করে দাম কমেছে। এর মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের দাম, যা খুচরো বাজারের অর্ধেকটা নিয়ন্ত্রণ করে, তা দাম অত্যন্ত ধীরগতিতে চড়েছে। মাত্র ১.৭৮ শতাংশ, গত মার্চে যা ছিল ২.৬৯ শতাংশ। ২০২১ সালের অক্টোবরের পর থেকে যা সর্বনিম্ন। একইভাবে সবজিপাতির দামেও স্বস্তিতে রয়েছেন মধ্যবিত্তরা।

দিল্লির আদালতে জামিন মঞ্জুর ডেরেক-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার, পরবর্তী শুনানি ২১ মে

নয়াদিল্লি, ১৩ মে ঃ দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত মঙ্গলবার ২০২৪ সালে নির্বাচন কমিশনের দফতরের (ইসিআই) বাইরে বিক্ষোভের ঘটনায় ডেরেক ও'ব্রায়ান, সাগরিকা ঘোষ এবং সাকেত গোখলে-সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতাকে জামিন দিয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে ৯ জন এদিন আদালতে সশরীরে উপস্থিত থাকলেও, বিবেক গুপ্তা নামে একজন নেতা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আদালত পাঁচজন বর্তমান সাংসদকে ১০,০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দিয়েছে, বাকিরা ১০,০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়েছেন এবং একই পরিমাণের একটি জামিনদার রয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য ২১ মে তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।গত বছরের এপ্রিলে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) অফিসের বাইরে বিক্ষোভের সাথে সম্পর্কিত একটি মামলায. ডেরেক ও'ব্রায়ান, সাকেত গোখলে, শান্তনু সেন-সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা এদিন দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে হাজির হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের সেই সময় নিষেধাজ্ঞা জারি থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের বাইরে বিক্ষোভ হয়েছিল বলে অভিযোগ। বিক্ষোভের বিষয়ে দিল্লি পুলিশের দাযের করা চার্জশিটের প্রেক্ষিতে আদালত সম্প্রতি তাঁদের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছিল। সেই সমনে সাড়া দিয়ে এদিন আদালতে হাজির হন তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা।

অমৃতসরে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু ১৭ জনের, হাসপাতালে ভর্তি ৬ জন

অমৃতসর, ১৩ মেঃ পঞ্জাবের অমৃতসরে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হল ১৭ জনের। এছাড়াও অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও ৬ জন। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে অমৃতসরের মাজিথায়। মঙ্গলবার সকালে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অমৃতসরের মাজিথা এলাকার তিনটি গ্রামে বিষাক্ত মদ খেয়ে ১৭জন পুরুষের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ভাঙ্গালি এবং মারারি কালান গ্রামের তিনজন এবং থারিভাল গ্রামের কয়েকজন যুবক রয়েছেন।অমৃতসরের এসএসপি মন্দির সিং বলেছেন, সোমবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ আমরা খবর পাই, বিষাক্ত মদ খাওয়ার পর মানুষ মারা যাচ্ছে। আমরা তাক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিয়ে ৪ জনকে আটক করেছি। আমরা প্রধান সরবরাহকারী পরবজি সিংকে গ্রেফতার করেছি। আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি এবং মূল সরবরাহকারী সাহাব সিং সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমরা তাকেও আটক করেছি। এসএসপি আরও জানিয়েছেন, পঞ্জাব সরকার থেকে আমাদের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিষাক্ত মদের সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। অভিযান চলছে। শীঘ্রই প্রস্তুতকারকদের গ্রেফতার করা হবে। কঠোর ব্যবস্থার অধীনে ২টি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। সিভিল প্রশাসন, এবং আমরা আরও হতাহত এড়াতে এবং মানুষকে বাঁচাতে এই মদ পানকারী আরও লোকজনকে খুঁজে বের করার জন্য ঘরে ঘরে যাচ্ছি। ১৭ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ৬ জন বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি। এই ঘটনাটি ৫টি গ্রামে ঘটেছে।

ছত্তিশগড়ের জনগণকে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়েছে, দাবি শিবরাজের

রায়পুর, ১৩ মে ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ছত্তিশগড়ের জনগণকে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান মঙ্গলবার বলেছেন, আমি সন্তুষ্টির অনুভূতি অনুভব করছি। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা ছত্তিশগড়ের জনগণকে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। আমাদের সরকার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। তৃতীয়বার সরকার গঠনের পর যখন আমরা প্রথমবারের মতো ঘর বরাদ্দের সুযোগ পেয়েছি, তখন আমরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ছত্তিশগড়ে ৮.৪৭ লক্ষ ঘর বরাদ্দ করেছি।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান মঙ্গলবার নিউ রায়পুরের মহানদী ভবনে একটি বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই, উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যোগ দেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইয়ের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে, বিশেষ করে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী আমাকে যে দাযিত্ব দিয়েছেন তা চমকারভাবে পালন করা হচ্ছে, অন্যরা সবাই প্রশংসীয় কাজ করছেন, আপনারা 'মোর আবাস, মোর অধিকার' নামক আন্দোলনের কথা মনে করতে পারেন, যা পূর্ববর্তী সরকারের আমলে শুরু হয়েছিল। খবর সূত্র থেকে জানা গেছে বলে মনে হয়।

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে অত্যধিক গরমের পূর্বাভাস, তাপের দাপট বাড়বে ঝাড়খণ্ডেও

নয়াদিল্লি, ১৩ মে ঃ বিগত বেশ কিছু দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে গরমের দাপট বেশ ভালোই, তাপমাত্রাও অনেক বেশি। এরইমধ্যে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং বিহারের কিছু লাকে গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়া বিরাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব উত্তর প্রদেশে রাতের আবহাওযা. উষ্ণ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে, কেরল, কর্ণাটক, রায়লসীমা, পূর্ব রাজস্থান, কোঙ্কন ও গোয়া, গুজরাট, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং মারাঠওয়াড়ায় হালকা থেকে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সঙ্গে বজ্রপাত এবং ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা রয়েছে। মেঘালয়ে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়াবিদ্ জানিযেছেন, আন্দামান সাগর, দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কিছু অংশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাযু.র অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

ভারতীয় সেনাকে কুর্নিশ, সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে ধ্বনিত ভারত মাতা কি জয়

নয়াদিল্লি, ১৩ মে ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিশোধে ভারতীয় সেনার 'অপারেশন সিঁদুর'-কে কুর্নিশ জানালেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা। মঙ্গলবার 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল সুপ্রিম কোর্ট চত্বর। একযোগে 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান দেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসিকতা, বীরত্বকে কুর্নিশ জানিয়েছেন তাঁরা।সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী দীক্ষা রাই বলেছেন, আমরা আমাদের সেনাবাহিনী এবং আমাদের দেশের জয় উদযাপন করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে জড়ো হয়েছি। আমাদের রক্ষার জন্য তাঁরা যে রক্ত এবং ঘাম ঝরাচ্ছেন, তার জন্য তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য।

তুরস্কের আপেল বর্জনের ডাক, পাকিস্তান প্রীতির প্রতিবাদে পুণের ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ

পুনে, ১৩ মে ঃ পাকিস্তানের প্রতি তুরস্কের প্রকাশ্য সমর্থনের প্রতিবাদে তুরস্ক থেকে আমদানি করা আপেল বিক্রি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন পুনের এপিএমসি বাজারের ব্যবসায়ীরা। এক আপেল ব্যবসায়ী জানান, তুরস্ক পাকিস্তানকে ড্রোন সরবরাহ করেছে, যা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে। যখন তুরস্কে ভূমিকম্প হয়েছিল, তখন ভারতই প্রথম তাদের সাহায্য করেছি। ভারতের সন্ত্রাস-বিরোধী পদক্ষেপের সময় তুরস্ক উল্টে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থান মেনে নিতে পারি না। তাই তুরস্কের আপেল বিক্রি বন্ধ করেছি। হিমাচল ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আপেলই আমরা বিক্রি করব। তিনি আরও জানান, তুরস্কের আপেল বছরে তিন মাস বিক্রি হয় এবং এই ব্যবসার আর্থিক মূল্য প্রায় ১২০০-১৫০০ কোটি টাকা। এখন ক্রেতারাও তুরস্কের আপেল কিনতে আগ্রহ হারাচ্ছেন বলেজানান।

নেপালদেব ভট্টাচার্যকে চোখের জলে বিদায়, শ্রদ্ধা জানালেন দলীয় নেতৃবৃন্দ

কলকাতা, ১৩ মে ঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রবীণ সিপিআই (এম) নেতা নেপালদেব ভট্টাচার্য। সোমবার গভীর রাতে কলকাতায় বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে প্রয়াত হন তিনি। গত কয়েক দিন ধরে ওই হাসপাতালেই চিকিসাধীন ছিলেন প্রবীণ এই বাম নেতা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। সিপিআই (এম) উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির দফতরে নেপালদেব ভট্টাচার্যকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি-সহ পার্টি নেতৃত্ব। শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিমান বসু, মহম্মদ সেলিম-সহ অনেকেই।ছাত্রাবস্থা থেকেই বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন নেপালদেব। এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন তিনি। ১৯৮১-৮৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার সাংসদও ছিলেন নেপালদেব। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৭ সালে দলবিরোধী কাজের অভিযোগে নেপালদেবকে সংগঠন থেকে বহিস্কার করেছিল সিপিএম। তবে নেপালদেব অন্য কোনও দলে যাননি। ২০০৩ সালে ফের তাঁকে সদস্যপদ দেয় সিপিএম। পরবর্তী সময়ে দলের রাজ্য কমিটির সদস্যও হয়েছিলেন তিনি।

নিয়োগ ছাড়া টেট, ভরবে না তো খালি পেট, বাঁকুড়ায় সরব প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীরা

বাঁকুড়া, ১৩ মে ঃ নিয়োগ ছাড়া টেট, ভরবে না তো খালি পেট, নিযোগে যদি করবে না, বাজাও কেন টেট ঢেঁড়া-এই স্লোগানে সরব হয়ে মঙ্গলবার বাঁকুড়ায় বিক্ষোভ দেখালেন ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও আইজি মোড়ে পথ অবরোধ করে ও জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন তারা। তাদের অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৭ সালের টেট পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগ হলেও ২০২২ সালের স্বচ্ছ টেট পরীক্ষার ৩ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনও নিয়োগ পত্র হাতে পাননি উত্তীর্ণ প্রার্থীরা। বিক্ষোভকারীরা জানান, ২০২২ সালের টেট নিয়ে.কোনো দুর্নীতি বা মামলা নেই। তা সত্ত্বেও অজানা কারণে রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ নিযোগে প্রক্রিয়া. বন্ধ রেখেছে। এতে ক্ষোভ ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে। তাদের হুঁশিয়ারি, অবিলম্বে নিয়োগপত্র না দিলে আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন টেট উত্তীর্ণরা।

কিশতওয়ারে হজযাত্রার শুভ সূচনা, নিরাপদ যাত্রার কামনা প্রশাসনের

কিশতওয়ার , ১৩ মে ঃ জম্মু-কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলায় ইসলামিয়া ফারিদিয়া ইনস্টিটিউট থেকে ৩১ জন হজযাত্রীর একটি দলকে বিদায় জানালেন জেলা প্রশাসক রাজেশ কুমার শাভন। যাত্রীদের মধ্যে ১০ জন মহিলা রয়েছেন।সোমবার সকালে এই অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক তাঁদের নিরাপদ যাত্রার কামনা করে বলেন, আপনাদের এই পবিত্র সফর যেন শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবতার বার্তা বয়ে আনে। কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের প্রার্থনা খুবই মূল্যবান। এই হজযাত্রীরা মঙ্গলবার শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে সৌদি আরবের উদ্দেশে রওনা দেবেন।

পহেলগামের হামলাকারীরা এখনও অধরা, খোঁজ দিলেই মিলবে ২০ লক্ষ টাকা

শ্রীনগর, ১৩ মে ঃ দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগামে পর্যটকদের উপর যে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছিল, এখনও তাদের ধরতে পারেনি সুরক্ষা বাহিনী। গত ২২ এপ্রিলের সেই সন্ত্রাসী হামলার পর থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনী, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ যৌথ অভিযান চালাচ্ছে। এবার শোপিয়ান ও পুলওয়ামা জেলার বিভিন্ন এলাকায় হামলাকারী জঙ্গিদের সন্ধানে পোস্টার পড়ল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জঙ্গিদের খোঁজ দিতে পারলেই মিলবে ২০ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি তথ্য প্রদানকারীর পরিচয়ও গোপন রাখা হবে।জঙ্গিদের খোঁজে কাশ্মীরের দুর্গম এলাকাগুলিতে চলছে চিরুনি তল্লাশি। হামলাকারী জঙ্গিদের ছবি প্রকাশ করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। সন্ত্রাসীদের খোঁজ দিতে পারলেই ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু, ১৩ মে হয়ে গেল এখনও জঙ্গিরা অধরা। সন্ত্রাসবাদীরা সম্ভবত দক্ষিণ কাশ্মীরের দুর্গম এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ সন্ত্রাসীদের খোঁজই পাচ্ছে না সুরক্ষা বাহিনী। জঙ্গিদের মদতদাতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তবুও সন্ত্রাসীদের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না।

দিঘার জগন্নাথ ধামে অনুদান দিলে আয়করে ছাড়? দায়ের জনস্বার্থ মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মেঃ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় উদ্বোধন হয়েছে জগন্নাথ ধামের। উদ্বোধনের পর থেকে প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমাগম হচ্ছে সেখানে। এবার মন্দিরের অনুদান নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। শীঘ্রই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। আদালতে আবেদনকারী জানতে চেয়েছেন, জগন্নাথ ধামে অনুদান দিলে কি আয়করে ছাড় পাওয়া যাবে? কারণ, সরকার কখনও মন্দির তৈরি করতে পারেনা। তাহলে যদি এটা মন্দির না হয় তাহলে কী করে আয় করে ছাড় দেওয়া হচ্ছে এই নিয়ে তদন্ত হোক। একই সঙ্গে আদালতে আবেদনকারী এও জানতে চান, জগন্নাথ ধাম ট্রাস্টের নামে ওই মন্দির পরিচালিত হচ্ছে, একটা ট্রাস্ট কি করে হিডকোর অফিস ব্যবহার করতে পারে? একই সঙ্গে জগন্নাথ ধামে সিভিক ভলেন্টিয়ার্স নিয়োগ করা নিয়েও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মামলাকারী।

সিবিএসই-এর দ্বাদশ শ্রেণির রেজাল্ট প্রকাশিত, পাশের হার ৮৮.৩৯ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৩ মে ঃ দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার ফল প্রকাশ করল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। সিবিএসই-এর দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় মোট পাশের হার ৮৮.৩৯ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় এবার পাশের হার বেড়েছে ০.৪১ শতাংশ।সিবিএসই-এর দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় ছেলেদের তুলনায় ভালো ফল করেছে মেয়েরা। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ৫.৯৪ শতাংশ পয়েন্ট বেশি পেয়েছে। ৯১ শতাংশের বেশি মেয়েরা দ্বাদশের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।পাশের নিরিখে সর্বাগ্রে রয়েছে বিজয়ওয়াড়া, তারপর তিরুবনন্তপুরম, তৃতীয় চেন্নাই, চতুর্থ বেঙ্গালুরু। প্রথম ১৭-তে নাম নেই কলকাতার।

সিবিএসই পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৩ মে ঃ এই বছর সিবিএসই দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আমার সকল প্রিয় শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন। মঙ্গলবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি লিখেছেন, তোমাদের ভবিষ্য প্রচেষ্টা আরও বৃহত্তর সাফল্যে পরিপূর্ণ হোক। তোমাদের সাফল্যের পেছনে যেসব অভিভাবক এবং শিক্ষক অবদান রেখেছেন, তাঁদের প্রতি রইল বিশেষ ধন্যবাদ এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা।যারা ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে, দয়া করে হতাশ হয়েও না। আমি তোমাদের ভবিষ্য সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত এবং আত্মবিশ্বাসী। তোমাদের সকলের জন্য আমার আশীর্বাদ এবং শুভকামনা সর্বদা রইল।প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার প্রথমে প্রকাশিত হয় সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-র দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল। এর পর ঘোষণা করা হয় এ বছরের দশম শ্রেণির পরীক্ষার ফল। পরীক্ষা শেষের ৫৬ দিনের মাথায় ফল ঘোষণা করল বোর্ড।

সিবিএসই-এর দশম শ্রেণির ফল প্রকাশিত, পাশের হার ৯৩.৬৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৩ মে ঃ দশম শ্রেণীর পরীক্ষার ফল প্রকাশ করল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। সিবিএসই-এর দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় মোট পাশের হার ৯৩.৬৬ শতাংশ। গত বছর পাশে হার ছিল ৯৩.৬০ শতাংশ, গত বছরের তুলনায় এবার পাশের হার বেড়েছে ০.০৬ শতাংশ। সিবিএসই-এর দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় ছেলেদের তুলনায় ভালো ফল করেছে মেয়েরা। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ২.৩৭ শতাংশ পয়েন্ট বেশি পেয়েছে। ৯৫ শতাংশের বেশি মেয়েরা দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে তিরুবনন্তপুরম, বিজয়ওযাড়া এবং বেঙ্গালুরু। যেখানে দিল্লি সপ্তম স্থানে রয়েছে এবং গুয়াহাটি সর্বশেষে।

মধ্যরাতে গ্রেফতার লোকশিল্পী ও বাংলাদেশের প্রাক্তন সাংসদ মমতাজ বেগম

ঢাকা, ১৩ মে ঃমধ্যরাতে গ্রেফতার লোকশিল্পী মমতাজ বেগম। কেবল সঙ্গীতশিল্পী নন, দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের সাংসদ পদে ছিলেন তিনি। একাধিকবার আওয়ামি লীগের টিকিটে সাংসদ হয়েছিলেন মমতাজ। সোমবার রাতে তাঁকে আচমকা গ্রেফতার করা হয়।বাংলাদেশের পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত পৌনে ১২ টায় ধানমন্ডির স্টার কাবাবের পিছনে একটি বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ গ্রেফতার করে মমতাজকে। কয়েকদিন আগেই সব রাজনৈতিক কর্মসূচীতে আওয়ামি লীগকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। তারপরই মমতাজের এই গ্রেফতারি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

গরু পাচারকারীদের সঙ্গে পুলিশের গুলি বিনিময়, আহত ১

হরিদ্বার, ১৩ মে ঃ উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার জেলাতে মঙ্গলবার গুলিবিদ্ধ হয় এক গরু পাচারকারী। অভিযানে তিনটি গরুর মাথা, শিং, চামড়া ইত্যাদি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানায, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযানে গেলে পাচারকারীরা গুলি ছোড়ে। পাল্টা জবাবে গুলির বিনিমিয়ে সময়ে এক পাচারকারী নওশাদ (৪২) আহত হয়, বাকিরা পলাতক। আহতকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের আজকের দিনটি শক্তি এবং উৎসাহে পূর্ণ হবে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য নতুন সুযোগ পেতে পারেন, তাই আপনার ধারণাগুলি খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করুন।

বৃষঃবৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চায় লেগে থাকুন। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে।

মিথুনঃকর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে সুফল পেতে পারেন। পারিবারিক খরচ বৃদ্ধি পাবে। কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তির অধীনে কর্মরত থাকলে লাভবান হতে পারেন। ব্যবসায় অর্থে বকেযা. থাকায় সমস্যায় পড়তে পারেন। ঠান্ডা লাগার প্রবণতায় কষ্ট পেতে পারেন মিথুন রাশির জাতকরা।।

কর্কটঃ আজকের দিনে আপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার প্রিয়জনের চাহিদা উপলব্ধি করে তাদের অগ্রাধিকার দিন।

সিংহঃআপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা আপনার মানসিক এবং স্নায়বিক চাপের সৃষ্টি করবে। আপনি আজ ব্যবসায় প্রচুর লাভ অর্জন করতে পারেন। আপনি আজ আপনার ব্যবসায় নতুন উচ্চতা দিতে পারেন।

কন্যাঃআজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দিতে পারে। আপনি মানসিক ভাবে হালকা এবং উত্তেজিত বোধ করবেন। কর্মজীবনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন এবং বুদ্ধিমানের মতো সিদ্ধান্ত নিন।।

তুলাঃগত কয়েক দিনের অর্থচিন্তা আজ কমতে পারে। নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগ নিলে শুভ ফল পেতে পারেন। গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা নতুন কর্মপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে। ভাই-বোনের দ্বারা উপকার পেতে পারেন।

বৃশ্চিকঃআপনার মুগ্ধকারী আচরণ অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। যারা ক্ষুদ্রতর ব্যবসায় পরিচালনা করছেন তারা আজ তাদের বন্ধ হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনও পরামর্শ নিতে পারেন, যা তাদের আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে।।

ধনুঃকাজের ক্ষেত্রে আপনার ধারণাগুলির প্রশংসা করা হবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। একই সময়ে, আপনি যদি কোনও নতুন প্রকল্পের কথা ভেবে থাকেন, তবে এটি তা শুরু করার জন্য সঠিক সময়। আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকেও পরিস্থিতি লাভজনক।।

মকরঃঅন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্হ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। সন্দেহজনক আর্থিক কারবারে জড়িয়ে পড়া থেকে সতর্ক থাকুন।

কুম্ভঃনতুন কোনও কাজের সুযোগ পেতে পারেন। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির কারণে জ্ঞাতি শত্রুতা বাড়তে পারে।

মীনঃএই দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দিন হবে। আপনার সৃজনশীল শক্তি উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় পূর্ণ হবে। আপনি যদি কোনও নতুন প্রকল্পে কাজ করেন।,

আবহাওয়া

ফের গরমের দাপট শুরু হল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, গরমে পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিও। আবার দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলায় ১৫-১৯ মে তাপপ্রবাহেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার থেকে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। চলবে সোমবার পর্যন্ত। ওই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে। আগামী চার দিনের জন্য ওই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।গরমে পিছিয়ে থাকবে না উত্তরবঙ্গও। আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। শনি ও রবিবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। ওই দুই জেলার কোনও কোনও জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির বেশি থাকতে পারে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুস্ক। মঙ্গল বার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৯ ডিগ্রি লসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ০৬ টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল১১টা ৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৪মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মনিটে।

সিবিএসই পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মে ঃ এই বছর সিবিএসই দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আমার সকল প্রিয় শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন। মঙ্গলবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, তোমাদের ভবিষ্য প্রচেষ্টা আরও বৃহত্তর সাফল্যে পরিপূর্ণ হোক। তোমাদের সাফল্যের পেছনে যেসব অভিভাবক এবং শিক্ষক অবদান রেখেছেন, তাঁদের প্রতি রইল বিশেষ ধন্যবাদ এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা। যারা ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছ, দয়া করে হতাশ হয়েও না। আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত এবং আত্মবিশ্বাসী। তোমাদের সকলের জন্য আমার আশীর্বাদ এবং শুভকামনা সর্বদা রইল। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার প্রথমে প্রকাশিত হয় সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-র দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল। এর পর ঘোষণা করা হয় এ বছরের দশম শ্রেণির পরীক্ষার ফল। পরীক্ষা শেষের ৫৬ দিনের মাথায় ফল ঘোষণা করল বোর্ড।

মমতার মনোভাবেই শুভেন্দু, সিপিএম-বিরোধিতায় তোপ সুজনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মে ঃ সিপিএম-এর বিরোধিতা করায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক সূত্রেই পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে গাঁথলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। সোমবার রাতে সুজনবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, বিরোধী নেত্রী হুমকি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় এসেই নাকি আলিমুদ্দিন স্ট্রীট ভেঙে দিয়ে হাসপাতাল বানাবেন!! এখনকার বিরোধী বিজেপি নেতা, তখনকার তৃণ-নেতা শুভেন্দু এবার হুমকি দিচ্ছেন বিশেষ ব্লিচিং দিয়ে আলিমুদ্দিন সাফাই করার। হাতি ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল!

রাজ্য শক্তি নীতি তৈরি করতে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ মে ঃ রাজ্যের বিদ্যুতের বিপুল চাহিদা বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার নতুন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শক্তি নীতি তৈরি করতে চলেছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ভবিষ্য পরিকল্পনার রূপরেখা স্থির করতে বিদ্যুৎ দফতরের অধীনে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা ইউনিট গঠন করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই ইউনিট গত পাঁচ বছরে রাজ্যের বিদ্যুৎ খাতে গৃহীত প্রকল্পগুলির মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার কাজও করবে। বিদ্যুৎ দফতর সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ CEA, ২০৩১-৩২ অর্থ বছরে রাজ্যে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ২০,৭৭০ মেগাওয়াট এবং ২০৩৪-৩৫ সালের মধ্যে তা আরও বেড়ে ২৪,৭৫৭ মেগাওয়াট হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। এই পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী দশকে রাজ্যে উৎপাদন ক্ষমতা বিস্তারের পাশাপাশি পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রেও বিপুল প্রসার প্রয়োজন হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্য

মলয় সুর, হুগলি,১৩মেঃশারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে এ বছরে উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্য লাভ করেছে বালির শিশু বঙ্গ বিদ্যালয় এর ছাত্রী সঞ্চিতা চক্রবর্তী। পাঁচ বছর বয়সেই চোখের পাওয়ার যেখানে মাইনাস ১৯ এবং বর্তমানে রেটিনা ডিটাচমেন্টে হয়ে দুচোখেই কার্যত দৃষ্টি শক্তি হারিয়েছে, এই অবস্থাতেও অদম্য মনের জোরকে সম্বল করে এবারে উচ্চমাধ্যমিকে ৮৬ শতাংশ(৪২৯) নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সে। তার মা পিউ চক্রবর্তী বলেন ,কানে শুনে শুনেই এতদিন পড়া মুখস্থ করেছেএবং রাইটার নিয়ে পরীক্ষা দিয়েই তার এই সাফল্য। তারবাবা সুরজি চক্রবর্তী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। তার প্রাপ্ত নম্বর বিষয়ভিত্তিক ছিল বাংলায় ৮২ ইংরেজিতে ৭৬ শিক্ষাবিজ্ঞানে ৯৪ সমাজতত্ত্বে ৯১ ইতিহাসে ৮৬। সঞ্চিতা জানাই ভবিষ্যতে সে এডুকেশন অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় তার এই সাফল্য কামনা করেছেন স্থানীয় বিধায়ক ডাক্তার রানা চ্যাটার্জি। চোখে কম দেখায় পড়াশোনা চালাতে তাকে নানান কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে পরীক্ষার সময় তার হয়ে লেখিকার দায়িত্ব পালন করেছিল তার স্কুলের ছাত্রী সুলগ্না ঘোষাল। মাধ্যমিকের সময়ও একই ভাবে তাকে সাহায্য করেছিল কুহু মিতা সাউ ।বালির বঙ্গ শিশু বালিকা বিদ্যালয় এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সোনালী দত্ত বলেন ওকে আমরা প্রথম থেকেই আলাদা ভাবে দেখাশোনা করেছি, সমস্ত দিদিমনিরাই তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। তার চোখের সমস্যার জন্য বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আমরা ওকে বড় হরফের প্রশ্ন লিখে দিতাম। এপ্রসঙ্গে তিনি আরো জানান এই স্কুলটি কবিগুরু রবীন্দনাথ ঠাকুরের স্মৃতিধন্য এবং আর কয়েক মাস বাদেই স্কুলটি শতবর্ষ পদার্পণ করবে।

মোবাইল ফোন ও টাকা উদ্ধার করল নব বারাকপুর থানার সাইবার টিম

নব বারাকপুর কম্পিউটার ও সাইবার জগ আমাদের যেমন আধুনিকতাকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনি অপরাধীদের অপরাধ জগকে বিলীন করেছে। সাধারণত চুরি ডাকাতির ক্ষেত্রে থানায.চোরকে দেখা যায.কিন্তু সাইবার জালিয়াতির ক্ষেত্রে পর্দার আড়ালে থেকে টাকা আত্মসা করে সাইবার অপরাধীরা। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে সমস্ত থানা জুড়ে চলছে সাইবার সচেতনতা । প্রায.এক বছর ধরে। নববারাকপুর থানায.গত বছর ই আলাদা একটি সাইবার বন্ধু শাখা উন্মোচিত হয। সেই সাইবার কর্মীরা গত এক বছরে প্রায.কয়েকশো মোবাইল ফোন এবং বেশ কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারকদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিউ বারাকপুরবাসীকে ফেরত দিতে সক্ষম হয়েছে জানান থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য ।সোমবার সন্ধ্যায.নববারাকপুর থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্যের উপস্থিতিতে থানার সাইবার বন্ধুরা দুজন কোবিদ পাল, অসিত পাল ব্যক্তির ১০,০০০ এবং ১২,৯৯৯ টাকা প্রতারিত টাকা পুনরুদ্ধার করে দেবার পর স্মারক প্রতীকি চেক তুলে দেন এবং চারজনের নিখোঁজ বা খোযা যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওযা হয.এদিন। নিজ মোবাইল ফোন এবং টাকা পেযে.উপভোক্তারা নববারাকপুর থানার পুলিশের তপরতায.উদ্ধার কাজে প্রশংসা করেন ।

রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত মুড়িগঙ্গা নদীর উপর 'গঙ্গাসাগর সেতু' নির্মাণ তার প্রথম ধাপে আজ কাকদ্বীপ বিধানসভার ভূমি দাতাদের হাতে চেক তুলে দিলেন কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক তথা প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্ট রাম পাখিরা।

জালিয়াতের ফাঁদে প্রাক্তন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, হাতানো হল সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা গ্রেপ্তার অ্যাপ বাইকচালক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মে ঃ ক্রেডিট কার্ড চেয়ে সাইবার জালিয়াতের খপ্পরে পড়লেন প্রাক্তন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে হাতানো হল সাড়ে চার লক্ষ টাকা। যদিও পুলিশের দাবি, এই জালিয়াতির পিছনে জামতাড়া গ্যাং থাকলেও তাদের সহযোগীরা রয়েছে কলকাতাতেই। এই জালিয়াতিতে দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণীতে হানা দিয়ে এক অ্যাপ বাইকচালককে গ্রেপ্তার করলেন উত্তর কলকাতার কাশীপুর থানার আধিকারিকেরা। ধৃত ব্যক্তির নাম আশিস সাউ। জানা গিয়েছে, সহজে টাকা রোজগারের ছক কষে জালিয়াতদের অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেয় সে। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ওই ব্যাঙ্ক ম্যানেজার অবসর গ্রহণ করার পর ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড পেতে চেয়ে ছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর সঙ্গে এক নেটিজেনের যোগাযোগ হয়েছিল। তাঁকে ফোন করেন এক ব্যক্তি। নিজেকে একটি ব্যাঙ্কের কর্মী পরিচয় দিয়ে তিনি জানান, খুব সহজেই ক্রেডিট কার্ড পাওয়া যাবে। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের একসময় ব্যাঙ্ক জালিয়াতি ও সাইবার জালিয়াতি রোখার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব ছিল। তিনিই শেষপর্যন্ত জালিয়াতদের পাতা ফাঁদে পা দিলেন। যে জালিয়াত তাঁর ক্রেডিট কার্ড করিয়ে দেবে বলে ফোন করে, তাকে ওই প্রৌঢ় তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত পুরো তথ্য জানিয়ে দেন। ওই যুবকের সন্ধান মেলে। গ্রেপ্তারির পর আশিস পুলিশকে জানায়, এক পরিচিত তাকে সহজে রোজগারের টোপ দেয়। শুধু তার ব্যাঙ্ক

এমনকী, তাঁর এটিএম কার্ডের নম্বরও পেয়ে যায় জালিয়াতরা। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই প্রাক্তন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে মেসেজ আসে। কয়েক দফায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা তুলে নেওয়া হয় তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে। তিনি কাশীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শুরুর পর যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট গুলিতে তাঁর টাকা লেনদেন হয়েছিল, তার সন্ধান পান। সেই সূত্র ধরেই আশিস সাউ নামে অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা এলে কমিশন রেখে সেই টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিতে হবে বলে জানানো হয়। সে দেখে, সারাদিন অ্যাপ বাইক চালিয়ে যত রোজগার করছে, তার অনেক বেশি টাকা রোজগার ওই কমিশনে। তাই জালিয়াতদের হয়ে সে কাজ করেছে। এই গ্যাংয়ের মাথাদের সন্ধান চলছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পুলিস কড়া নজরদারি রেখে চলেছে সবর্দা। এই ভাবে আর যাতে না ঠকেন।

সমগ্র বিশ্বে আর্ন্তজাতিক নার্স দিবস পালন করা হয়

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ মে ঃ আর্ন্তজাতিক নার্স দিবস সমগ্র বিশ্বে প্রতিবছর ১২ মে তারিখে পালন করা হয়। ১৮২০ সালের এই তারিখে আধুনিক নার্সিং পরিষেবার

মাগ'দর্শক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্ম হয়েছিল। এই দিবস পালনের মাধ্যমে সম্মান জানানো হয় সেই নারীকে যিনি তার কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন - নার্সিং একটি পেশা নয় সেবা। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার সাথে বিশ্বের ধাত্রীদের রোগীদের প্রতি দেওয়া স্বাস্থ্যসেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ নার্সেস (আইসিএন) ১৯৬৫ সাল থেকে এই দিনটি উদযাপন করে আসছে। ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কল্যাণ বিভাগের একজন কর্মকর্তা ডরোথি সাদারল্যান্ড প্রস্তাব করেন যে প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট ডি আইজেন হাওয়ার ধাত্রী দিবস ঘোষণা করবেন তবে তিনি তা অনুমোদন করেননি। ১৯৭৪ সালের জানয়ারি মাসে,১২ মে দিনটি উদযাপনের জন্য নির্বাচিত হয.কারণ এটি আধুনিক নার্সিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মবার্ষিকী।প্রতি বছর, আইসিএন আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের কিট প্রস্তুত এবং বিতরণ করে।

সর্বত্র নার্সদের ব্যবহারের জন্য শিক্ষাগত এবং উন্মুক্ত তথ্য উপকরণ রয়েছে।

সেরকমই সারা দেশের পাশাপাশি নদীয়ার শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালেও আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উদযাপন করা হলো। এদিন ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং তার সঙ্গে মোমবাতি জ্বালিয়ে তাকে স্মরণ করে আজকের বিশেষ দিনটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুর এই জেনারেল হাসপাতালের একাধিক স্বাস্থ্যকর্মী নার্স এবং ডাক্তাররাও। এদিন এই অনুষ্ঠানের পর হাসপাতালে নার্সদের সম্পর্কে একাধিক করণীয় কর্তব্য যেভাবে তারা করে চলেছেন তার বিষয়ে যথেষ্টই মন্তব্য রাখেন শান্তিপুর হাসপাতালে অন্যতম একজন ডাক্তার পবিত্র বেপারী। জানান বর্তমানে ডাক্তারের সঙ্গে সমতুল্য ভাবে কাজ করছে হাসপাতালে নার্সরা। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় তাদের এই কর্মকান্ড এবং তাদের যে রেজাল্ট তার সামনে এসেছে এবং তার থেকে একজন সফল স্বাস্থ্য কর্মী হিসেবে তাদের অবদান রীতিমতো সমাজে প্রশংসনীয় হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। সারা দেশের পাশাপাশি শান্তিপুরও আজকের এই দিনটি পালন করা হলো এবং সমস্ত নার্সদেরকে আজকের দিনে বিশেষভাবে সম্মান এবং তাদেরকে সংবর্ধিত করা তার সঙ্গে বিভিন্ন হাসপাতালে এই দিনটিকে সাড়ম্বরে পালন করা স্বাস্থ্য কর্মীদের নৈতিক কর্তব্য আর সেই কর্তব্যতেই আজকে সকলে একত্রিত হয়েছেন।

নববারাকপুরে শান্তির বার্তা দিযে. বুদ্ধদেবের জন্মজয়ন্তী শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

নববারাকপুর .সোমবার সন্ধ্যায.বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে নববারাকপুর পুরসভার ১নং ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে বুদ্ধদেবের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে স্থানীয়. সরোজ শিশু উদ্যানে বুদ্ধ মূর্তির পাদদেশে হল শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান।উপস্থিত ছিলেন স্থানীয়.পুর প্রতিনিধি হৃষিকেশ রায়, প্রাক্তন পুর প্রতিনিধি পূর্ণিমা রায়, ওয়ার্ড কমিটি সহ লেডিস ক্লাবের মহিলা সদস্যারা ও গুনীজনেরা।গৌতম বুদ্ধের মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান স্থানীয়. পুর প্রতিনিধি সহ বিশিষ্ট জনেরা।পুর প্রতিনিধি ঋষিকেষ রায়. বলেন বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব প্রতি বছরের মতো এবছর ও বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বুদ্ধদেবের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয. ১ নং ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে। পুরসভার উদ্যোগে সরোজ শিশু উদ্যানে নবরূপে বুদ্ধদেবের মূর্তি স্থাপন করা হযেছে। উদ্যনের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর বুকে দাড়িযে. শান্তির কথা বলেছেন গৌতম বুদ্ধ। আজ গৌতম বুদ্ধের ২৫৬৯ তম বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে তার জন্মজয়ন্তী পালন করছে পুরসভা।

তার ধর্ম সারা বিশ্বের মানুষের কাছে সমাদৃত এবং সম্মানিত। সত্য ধর্ম ভালোবাসা শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার্থে তার ভূমিকা অপরিসীম। ওয়ার্ডের লেডিস ক্লাবের শিল্পী কলাকুশলিরা গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দুটি সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন।ব্রহ্ম সংগীত বরিষ ধারার মাঝে শান্তির ও বানী... আজি শুভদিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে চলো যাই. .. সকাতরেই কাদিছে সকলে... ওয়ার্ডের লেডিস শিল্পী দের কন্ঠে পরিবেশন ছিল বেশ সাবলীল ।সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন পুর প্রতিনিধি হৃষিকেশ রায.।উল্লেখ্য বুদ্ধ পূর্ণিমা পুরাণ অনুসারে নবম অবতার হলেন বুদ্ধ। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি বুদ্ধ পূর্ণিমা নামে পরিচিত। এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। এটি গৌতম বুদ্ধের ২৫৬৯ তম পবিত্র বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে জন্মজয়ন্তী।

রুমেনোটমী করে ৩৫ কেজি জাল ও দড়ি বের হলো গরুর পেট থেকে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৩ মে ঃ এ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। ফ্রেজারগঞ্জ অঞ্চলের লক্ষ্ণীপুরে কার্গিলবিচের নিকটে লক্ষ্ণী বিশ্বাসের একটি গাইয়ের ২১ দিন আগে বাচ্চা হয়। তারপর থেকেই সেটি খাওয়া বন্ধ করে দেয়। প্রায় তিন সপ্তাহ অনেক হাতুরের চিকিসার পর সুরাহা না পেয়ে বাড়ির লোক নামখানা প্রাণী সম্পদ দপ্তরে যোগাযোগ করেন। তাদের নামখানার পশু হাসপাতালে গাইটিকে আনতে বলা হয়। হাসপাতালে গাইটিকে পরীক্ষা করে পেটে শক্ত একটা কিছু অনুভব করে ভ্রাম্যমাণ প্রাণী চিকিসা কেন্দ্রের ডাঃ ইনজামুল হক অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন। সাথে যোগ্য সঙ্গত করেন রাজকিশোর মিদ্যা, এল.ডি.এ. ও প্রকাশ হাজরা, প্যারাভেট। অপারেশনটির নাম রুমেনোটমি ওস্তাডঙ্ক্ষনাভাতাডডত্র । সবাইকে অবাক করে দিয়ে পাকস্থলী

থেকে পচা গলা প্রায় ৩৫ কেজি ফিশিং নেট বের করা হয় । প্রায় ২ ঘঃটা ব্যাপী এই দুরুহ অপারেশন দেখতে পশু হাসপাতালে ভীড় জমে যায় । উপস্থিত মস্য ও প্রাণী কর্মাধ্যক্ষা শ্রীমতি গঙ্গা মাইতি এই কঠিন অপারেশনের সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
May 15, 2025	04:00 P.M.	Regency I & II, 1 and 2, Little Russel St, Kankaria Estates, Park Street Area, Kolkata, West Bengal - 700 071.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com 🌐 www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে গোটা বিশ্ব ঃ দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মে ঃ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে রয়েছে বিশ্বের সমস্ত দেশ। জোর দিয়ে বললেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, ভারতীয় .সেনাবাহিনী শক্তিশালী এবং জোরালো আক্রমণ চালিযে. ১১টি বিমান ঘাঁটি ধ্বংস করেছে। এর আগে, একটি বড় সন্ত্রাসী ঘাঁটিও ধ্বংস করা হযেছিল। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, ১০০ জনেরও বেশি সন্ত্রাসী নিহত হযেছে। প্রতিশোধ নেওযার লক্ষ্য অর্জিত হযেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইযে .সমগ্র বিশ্বের সমর্থন রযেছে। এই ল।াইয়ে সমস্ত দেশ ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। দিলীপ ঘোষ আরও বলেছেন, সংঘাতের সাময়িক বিরতির ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন মন্তব্য এবং মতামত এসেছে, যার ফলে জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে এসে বিষয়টি সকলের কাছে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, এর পরে জনগণের মধ্যে বা দেশের অভ্যন্তরে আর কোনও বিভ্রান্তি থাকা উচিত নয়।

জাহাজে করে কুমোরটুলি থেকে মস্কোর পথে সপরিবার উমা

১৩ মে ঃ গত বছরও পুজোয় রাশিয়া থেকে দুর্গাপ্রতিমা তৈরীর কথা জানতে পারা গিয়েইছল। কিন্তু যুদ্ধের জন্য তা পরে যায়নি। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের আবহ তৈরি হয়েছিল। তাতে উমার মস্কো পাড়ি দেওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু এখন সংশয় কেটেছে। আগামী সপ্তাহের শেষদিকে পটুয়াপাড়া থেকে সপরিবার পুতিনের দেশে পাড়ি দিতে চলেছেন মা উমা। গত বছর যুদ্ধের মধ্যেও রাশিয়ায় ভারতীয় দূতাবাস থেকে একচালার দুর্গাপ্রতিমার বরাত দেওয়া হয় কুমোরটুলিতে। ছয় ফুট লম্বা ও ছয় ফুট চওড়া ফাইবারের একচালার প্রতিমা। সেই মতো শিল্পী কৌশিক ঘোষ প্রতিমা তৈরির কাজও শুরু করে দেন। নির্ধারিত সময়েরআগে প্রতিমা তৈরির কাজও শেষ হয়ে যায়। উমা মায়ের সঙ্গে সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক সকলেই সেজেগুজে প্রস্তুত ছিল রাশিয়া পাড়ি দিতে। কিন্তু সেবার আর রাশিয়ায় যাওয়া হয়নি তাদের। যুদ্ধ চলায় উমাদের মস্কো নিয়ে যেতে চায়নি এদেশের দূতাবাস। অগত্যা গত পুজোয় উমাকে সপরিবার বাক্সবন্দি করে রাখা হয়েছিল। চলতি বছর গত মাসেই রাশিয়া থেকে ফোন আসে শিল্পীর কাছে। গত বছরের বরাত দেওয়া প্রতিমা চেয়ে পাঠায় এদেশের দূতাবাস। পুজো এখনওঅনেক দেরি। কিন্তু আরফেলে রাখতে চায় না প্রতিমা। দ্রুত প্রতিমা যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণার পর সেই আশঙ্কা দূর হয়েছে। এবারপুজোয় তাদের আর বাক্সবন্দি হয়ে থাকতে হবে না। প্রায়এক বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটছে। অবশেষে সন্তানদের নিয়ে রাশিয়া যাওয়া ঠিক হয়েছে উমার। শিল্পী বললেন, গত বছর পুজোয় রাশিয়ায় ভারতীয় দূতাবাস থেকে প্রতিমার তৈরীর কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেদেশে যুদ্ধ চলায় ভারতীয় দূতাবাস আর প্রতিমা নিয়ে যায়নি। এবারে সেই প্রতিমা চেয়ে পাঠায় দূতাবাস। আগামী শনিবারের মধ্যে কলকাতা থেকে মস্কোর উদ্দেশে রওনা দেবে প্রতিমা বলে জানতে পারা গিয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/১৫, তারিখ ঃ ১৩.০৫.২০২৫। "ই" প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির জন্য টেন্ডার। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি **দুপুর ২টায়** বন্ধ হবে। **ক্রমিক নং; টেন্ডার নং; নির্ধারিত তারিখ; সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পরিমাণ ও ইএমডি-এর পরিমান** নিম্নরূপ ঃ **১; জিইএম বিড নংঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬১৮৩৪৭২;** ২৯.০৫.২০২৫; ২x১৫০ বর্গ মিমি. এক্সএলপিই কেবল ইত্যাদি; ৯৫০০ মিটার ও ১,৬৬,৩৬০ টাকা। **২; ৩৩২৫৩০৯০;** ২৯.০৭.২০২৫; হুইল সেটের জন্য ব্রেক ডিস্ক; ৩১৭টি ও ২,৭৫,৯৯০ টাকা। **৩; ৩৩২৫৫০০৪;** ২৮.০৭.২০২৫; সম্পূর্ণ অ্যাসেম্বল করা এলএইচবি ফিয়াট বগি; ০৪টি ও ৪,৮০,০০০ টাকা। **৪; ৩৩২৫৩০৯৩;** ২৫.০৭.২০২৫; গ্যাংওয়ে ব্রিজ মাউন্টিং; ২০৩৬টি ও ২,০১,৫৬০ টাকা। **৫; ৩৩২৫৩০৮৬;** ২২.০৭.২০২৫; ফিয়াটের জন্য সেকেন্ডারি ভার্টিক্যাল ড্যাম্পার; ২৬৩৮টি ও ৩,২৯,৪৬০ টাকা। **৬; ৩৩২৫৩০৮১;** ২১.০৭.২০২৫; সেকেন্ডারি সাসপেনশন ফিয়াটের জন্য প্যাড; ৩৪৬৭টি ও ৬,৬৮,৮৯০ টাকা। **৭; ৩৩২৫৩২৫২;** ০৮.০৭.২০২৫; ইলাস্টোমেরিক প্যাড (টিপিই স্প্রিং প্যাড) কমপ্লীট; ৩৯৪ সেট ও ৫,৩০,০১০ টাকা। **৮; ৩৩২৫৩২৯১;** ২৭.০৬.২০২৫; লাগেজ রুমের স্লাইডিং ডোর আরএইচ ও এলএইচ; ৭৯ সেট ও ২,৩৬,৯৩০ টাকা। **৯; ৩৩২৫৩৪৩৪;** ২৯.০৫.২০২৫; এয়ার স্প্রিং আসেম্বলি ক্যাপাসিটি ১৬০ কেএন; ৪৮৬টি ও ১৫,২৫,৩৬০ টাকা। **১০; ২৯২৫০০৪৭;** ২৮.০৫.২০২৫; এলইডি ভিত্তিক টুইন বীম হেড লাইট; ১৭৪ সেট ও ১,৩১,৪০০ টাকা। **১১; ১৬২৫৩১৯৯;** ২৮.০৫.২০২৫; লং লাইফ ল্যুব ও ফুয়েল অয়েল ফিল্টার; ১১৫০টি ও ১,৫৪,১০০ টাকা। **১২; ২৯২৫১৩১৪;** ০২.০৬.২০২৫; থ্রি-ফেজ লোকো-র জন্য মোটর সাসপেনসন ইউনিট; ৩১০ সেট ও ১৫,৬৯,২৮০ টাকা। **১৩; ২৯২৫০০১৬;** ০৪.০৬.২০২৫; ড্রাফ্‌ট গিয়ার ছাড়া হাই টেনসাইল ট্রানজিশন সিবি কাপলার; ৩৬২টি ও ৭,৮৯,৮১০ টাকা। **১৪; ২৫২৫১২৫৪;** ০৯.০৬.২০২৫; পিওএইচ মেইনটিন্যান্স শিডিউল; ৫৯ সেট ও ৭,৭১,১৯০ টাকা। **১৫; ২৫২৫৩৬১৭;** ১২.০৬.২০২৫; ফুট ইনসুলেটর ব্যতীত প্যান্টোগ্রাফ কমপ্লীট অ্যাসেম্বলি; ২২১টি ও ৫,৯০,৮৯০ টাকা। **১৬; ২৫২৫৩৬১৩;** ২০.০৬.২০২৫; ডব্লুএপি৪ লোকোমোটিভের জন্য হাইস্পীড প্যান্টোগ্রাফ; ৩৯টি ও ২,৭৮,০২০ টাকা। **১৭; ২৫২৫১২৫৩;** ২৬.০৬.২০২৫; মেইন কম্প্রেসর কমপ্লীট অ্যাসেম্বলি; ২২৫ সেট ও ১০,১৯,৫২০ টাকা। **১৮; ২৫২৫১২৬১;** ০৪.০৭.২০২৫; হিতাচি-র জন্য কার্বন ব্রাশ; ৪৩৬৫০ জোড়া ও ৪,১১,০৩০ টাকা। **১৯; ২৫২৫১২৯১;** ০৭.০৭.২০২৫; সাসপেনশন টিউব অ্যাসেম্বলি; ৪৪৮টি ও ৯,২৫,৯৭০ টাকা। **২০; ২৫২৫৩৬২১;** ১৫.০৭.২০২৫; প্যান্টোগ্রাফের জন্য মেটালাইজড কার্বন স্ট্রিপ; ৪৮৯৮ সেট ও ৬,৪২,৮৮০ টাকা। **২১; ২৯২৫৫০২৮;** ২১.০৭.২০২৫; ড্যাম্পারের সেট; ৩৫ সেট ও ২,১০,৯৬০ টাকা। **২২; ৩৮২৫১৫২৬;** ০২.০৬.২০২৫; ৪টি আইটেম সমন্বিত লাইনারের কিট ইত্যাদি; ৫৪০০ সেট ও ১,৬৭,৭১০ টাকা। **২৩; ৩৮২৫৩৯০৩;** ০৬.০৬.২০২৫; অ্যাডাপ্টার (ন্যারো জ), ক্লাস 'ই' (৬ ইঞ্চি x ১১ ইঞ্চি) ইত্যাদি; ১৭১১৬০টি ও ২০,০০,০০০ টাকা। **২৪; ৩৮২৫৩৯৩৪;** ২৪.০৬.২০২৫; এয়ার ব্রেক হোস কাপলিং সাপোর্ট ইত্যাদি; ১২০০০০টি ও ৪,৫০,২৯০ টাকা। **২৫; ৩৮২৫১৫৪৪;** ০৯.০৭.২০২৫; বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য কে-টাইপ কম্পোজিট ব্রেক ব্লক ইত্যাদি; ২০২০৭০টি ও ১৬,৫৩,৬২০ টাকা। **২৬; ৩৮২৫১৬১১;** ১৮.০৭.২০২৫; ৪২টি আইটেম সমন্বিত ডিস্ট্রিবিউটর ভাল্‌ভ (ওয়াগন)-এর কিট (কেইও টাইপ) ইত্যাদি; ৭০৮০ সেট ও ৪,০৪,৩৫০ টাকা। **২৭; ৩৮২৫৩৩৩৯;** ২৪.০৭.২০২৫; আপ-গ্রেডেডএইচটি-সিবিসি-এর জন্য ওয়াশার সহ নাকেল পিভট পিন ইত্যাদি; ৭৬০৮২টি ও ৫,৭৩,৬৭০ টাকা। **২৮; ৩৮২৫৩৯৬৫;** ৩১.০৭.২০২৫; ক্যাসনাব ২২ এইচএস বগি-র জন্য মডিফায়েড সেন্টার পিভট বটম (ফ্ল্যাট টাইপ) ইত্যাদি; ১৫৬০টি ও ২,৪৮,১৪০ টাকা। **২৯; ৮০২৫৩০৬০;** ১৩.০৬.২০২৫; ইলাস্টিক রেল ক্লিপ-এর জন্য গ্রিজ নং 'ও' গ্রাফাইটেড ইত্যাদি; ৩৭৭৬৫০ কেজি ও ৬,২৬,৫২০ টাকা। **৩০; আইএফ২৫৫২৪৭;** ০৯.০৬.২০২৫; বডি সাইড স্ট্যানচিওন; ৭৫০টি ও ২,৪৪,১৪০ টাকা। **৩১; ৫৬২৫১৬৮৫;** ২৩.০৬.২০২৫; ২ভি ৮০ এএইচ লো মেইনটিন্যান্স লেড অ্যাসিড সেকন্ডারি সেল ইত্যাদি সরবরাহ; ৫০০০টি ও ৩,৫৪,০৫০ টাকা। **৩২; ৫৬২৫১৬৮৪;** ০৯.০৬.২০২৫; ২ভি ২০০ এএইচ লো মেইনটিন্যান্স লেড অ্যাসিড সেকন্ডারি সেল ইত্যাদি সরবরাহ; ২৫৩৫টি ও ৩,২৭,৯৮০ টাকা। **৩৩; ৪৬২৫৩১০২;** ০৯.০৬.২০২৫; পোর্সেলিন স্টে আর্ম ইন্সুলেটর আর.আই. ৬০০০-২ (১০৫০ মিমি. সিডি) ইত্যাদি; ২৫০০টি ও ১,২২,১৩০ টাকা। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য ও তদপরবর্তী সংশোধনীর জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-151)**

মারদা কমার্শিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজিঃঅফিস- ১১, ক্রুকড লেন, প্রথম তলার রুম নং ৭ থানা- হেয়ার স্ট্রিট কলকাতা-৭০০০৬৯
কর্পোরেশনঃ ৮১, ফাংশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট পাটপরগঞ্জ, দিল্লি ১১০০৯২
সিআইএনঃএল৬৫৯২৯ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৮২৮০
ওয়েবসাইট- www.mchl.co.in, **ইমেল ঃ** info@mchl.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবংআর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

শেয়ারের তথ্য বাদে লক্ষ টাকায়

ক্রম নং	বিশদ বিবরণ	কোয়ার্টার শেষ ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	কোয়ার্টার শেষ ৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত	কোয়ার্টার শেষ ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	বছর শেষ ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	বছর শেষ ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১.	পরিচালনা থেকে মোট আয়	২৩.৩৯	১.৫৪	৩৪৫.৫১	১৯৩.৩০	৪০৭.৭৭
২.	এই সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং অথবাঅসাধারণ আইটেমের আগে)	০.২১	(২০.৭৭)	২২২.১৪	৮৪.৫৪	২৪৭.৬১
৩.	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি)(ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	০.২১	(২০.৭৭)	২২২.১৪	৮৪.৫৪	২৪৭.৬১
৪.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি)(ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	৩৪.৭৯	(২৫.২৪)	২৩৫.৬৬	৯৯.৪৪	২৬১.১৩
৫.	মোট সমন্বিত সময়কালের জন্য আয় সময়কালের জন্য লাভ(ক্ষতি)(করের পরে) এবংঅন্যান্য সমন্বিত সমন্বিত আয় (করের পরে)	৩৪.৭৯	(২৫.২৪)	৬৪৬.৮২	১৪৬.২১	৬৭২.২৯
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬
৭.	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ বাদে)	-	-	-	৪,৬২৯.৫৩	৪,৪৮৩.৩১
৮.	প্রতি শেয়ার আয় (প্রতিটি মুখ্য মূল্য১০ টাকা ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানের জন্য বার্ষিক নয়)					
	(ক) মৌলিক (টাকা)	০.৩৫	(০.২৫)	২.৩৬	০.৯৯	২.৬১
	(খ) মিশ্রিত (টাকা)	০.৩৫	(০.২৫)	২.৩৬	০.৯৯	২.৬১

দ্রষ্টব্যঃ উপরে উল্লিখিত তথ্যটি স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট'www.cse-india.com' এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট 'www.mchl.co.in'-এ পাওয়া যাবে।

মারদা কমার্শিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের জন্য
এসডি- দৌলত রাম আগরওয়াল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ডিআইএনঃ ০০৫৮৬৯৫৬

স্থানঃ নতুন দিল্লি
তারিখঃ১৩.০৫.২০২৫

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৬৩ সংখ্যা বুধবার ৩০ বৈশাখ ১৪৩২

সঠিক পথ ধরে হাঁটুন

নোবেল পাওয়ার পর শহরের কত জ্ঞানীগুণী মানুষ মিলে রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানাতে বিশেষ ট্রেনে করে শান্তিনিকেতন রওনা হলেন। অথচ তাঁরাই কদিন আগেও নিন্দায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন কবিকে। শান্তিনিকেতনে আমবাগানে পদ্মাসন তৈরি হল কবিকে বসাবার জন্য। জগদীশচন্দ্র বসুকে করা হল সভাপতি। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় বলে বসলেন, এই দেশ থেকে তিনি যে অপমান অবজ্ঞা পেয়েছেন তাই তাঁর যথার্থ প্রাপ্য। আজ বিদেশের সম্মান আসায় তাঁকে নিয়ে যাঁরা আনন্দ করছেন, সম্মান জানাচ্ছেন সেটিই বরং মিথ্যা। এর চেয়ে ওই অবজ্ঞা ও অসম্মানই সত্য। কারণ, এই সমাদরের বন্যা একদিন চলে যাবে। তখন কেবল শুকনো খড়কুটো পড়ে থাকবে। সত্য সত্যই, আর মিথ্যা মিথ্যাই। চিনির রসে ডোবানো মিথ্যা মিথ্যাই থেকে যায়। নিমের রসে ডোবানো সত্য সত্যই থাকে। মানুষের পেটে খাবার আর মনে শিক্ষার আলো থাকলে সে মানুষ কখনও যুদ্ধ করে না, সন্ত্রাসের খেলায় মাতে না, অন্যায়ের দিকে আঙুল তুলে কথা বলে। সঠিক শিক্ষা, সংস্কৃতির চর্চা, স্বনির্ভরতা মানুষকে সবরকম হীন চিন্তা থেকে সরাতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই আত্মশক্তির কথাই বলেছেন, স্বনির্ভরতার কথা বলে গেছেন, এ সবই তাঁর দেখানো পথ। যুদ্ধ শত্রু বাড়ায়, কমাতে পারে না। একটা যুদ্ধ যুযুধানদের অবস্থান চিনিয়ে দেয়, মনের ভিতরের অসুরের ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়ে তোলে। আর জঙ্গিপনার চাষ যে মাথার মধ্যে হয় তার সমূলে বিনাশ তাকে শরীরে মেরে ফেলে হয় না। বরং আরও বাড়ে। কিছুদিনের জন্যে মনে হয় সব শান্ত হল। কিন্তু ক্রোধের উপশম হল কী? ক্রোধ রক্তবীজের মত সংক্রমিত হয়ে প্রতিহিংসা প্রতিশোধের আগুন জ্বালে। তাই বাইরের মারের থেকে ভিতর থেকে বদল করাই একমাত্র পথ ছিল। ছিল....প্রশ্ন হল, কে করবে? যাদের হাতে সমাজের ভার তারাই তো নিজের নিজের স্বার্থে মানুষকে খেপিয়ে তুলে লেলিয়ে দিচ্ছে একে অপরের বিরুদ্ধে আর নিজেরা ফায়দা লুটছে। রবীন্দ্রনাথের কথা সেখানে বিষবৎ। ওসব শুনলেও সমস্যা। আর আমরা কিছু মানুষ ওদের সুতোয় নাচি, আর কেউ কেউ সব বুঝেও হয় চুপ করে মানিয়ে নিই অথবা পালিয়ে পালিয়ে ঘুরে বেড়াই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কারও মধ্যেই নেই। ওই সুতোয় নাচা কিম্বা মেনে আর মানিয়ে নেওয়া আর পালিয়ে বাঁচা - কোনোটাই তাঁর পথ নয়। আমাদের সত্যের চেয়ে মিথ্যা, সহজ আনন্দের চেয়ে সহজ লাভের দিকে ঝোঁক বেশি হল। আমরা ক্রমশঃ ওঁর থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আর যত দূরে সরে যাচ্ছি, নিজেরা হেরে যাচ্ছি, তাঁকেও হারিয়ে দিচ্ছি রোজ, অপমান করছি রোজ। ছবির গলায় মালা দিয়ে কয়েকটা গান গেয়ে, মুখস্ত কবিতা বলে ভাবছি, বেশ পুজো দিলাম। কত জন্মের পুণ্যে আমরা একজন রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলাম। কত জন্মের অভিশাপে আমরা বিন্দুমাত্র বুঝতেই পারলাম না, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কী করতে হয়, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কী করবো!... আসলে আমরা ঠিক পথ ধরে হাঁটতে পারছি না। পথ ঠিক থাকলে সেখান দিয়ে হাঁটা মনের দিক দিয়ে সঠিক করে নিতে হয়। নাহলে কিন্তু বিপদ বৃদ্ধি পেতে পারে। সেই কারণে ধীর গতিতে হাঁটা ভালো যা কচ্ছপ আমাদের শিকিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

সত্যজিতের প্রফেসর শঙ্কু

বছর পাঁচেক আগে আজকের দিনে আবাপ-তে লেখা। রায় সপ্তাহে মন্দ হবে না। পাঁচটি দেশের মহা মহাবিজ্ঞানীরা টমাস আলভা এডিসনের পরেই প্রফেসর শঙ্কুকে স্থান দিয়েছেন। শঙ্কুর ৩১ বছরে মোট ৪০ টি ডায়রিতে ধরা আছে তাঁর ৭২টি আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা। মজার ব্যাপার তাঁর আবিষ্কারের মধ্যে ২০টি আবিষ্কারই আদতে কোন ওষুধ বা বড়ি। কোন কোন ওষুধের নাম একটি অভিযানেই আছে, কোনটি আবার বিভিন্ন অভিযানে ফিরে ফিরে এসেছে। সবচেয়ে বেশি যে ওষুধটির নাম পাই সেটি হল মিরাকিউরল। 'প্রফেসর শঙ্কু ও ইজিপ্সীয় আতঙ্ক', 'শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান', প্রফেসর রন্ডির টাইম মেশিন' 'মানরো দ্বীপের রহস্য' ও শেষ শঙ্কু অভিযান 'স্বর্ণপর্ণী'তে এর কথা পাই। মিরাকল কিয়র ফর অল কমপ্লেন্টস থেকে এই নাম। স্বর্ণপর্ণী গাছের পাতা থেকে তৈরি এই বড়ি সর্বরোগহর। বিষের ক্ষমতাকেও অকেজো করে দিতে পারে। এতে আছে পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন, আয়রন, অ্যালিল সালফাইড আর এমন একটা উপাদান রসায়নে যার পরিচয় নেই। 'মহাকাশের দূত' অভিযানে বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ফীল্ডিং-এর চোখে স্পিটিং কোবরার বিষ লাগলে শঙ্কু তাতে মিরাকিউরল মলম লাগিয়েছিলেন, অর্থাৎ বড়ি ছাড়া মলম হিসেবেও এর ব্যবহার ছিল। দ্বিতীয় যে বড়িটির কথা একাধিকবার পাই, সেটি এয়ারকন্ডিশনিং পিল, যা জিভের তলায় রাখলে বা পকেটে রাখলে (দুই গল্পে দুই রকম বলা আছে) শরীর শীতকালে গরম, আর গরমকালে ঠাণ্ডা থাকবে। খিদে মেটানোর জন্য শঙ্কু বানিয়েছিলেন বটফলের রস থেকে বটিকা ইন্ডিকা, যার একটা বড়িতেই চব্বিশ ঘণ্টা কাজ দেয়। তেষ্টা মেটানোর জন্য আছে তৃষ্ণাশক বড়ি, টি-পিল আর কফি-পিল। ঘুম পাড়ানোর জন্য শঙ্কু মহাভারতের জৃম্ভনাস্ত্র থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি বড়ি বানান, সে কথা ব্যোমযাত্রীর ডায়রিতে জানা যায়, কিন্তু সেটাই প্রফেসর শঙ্কু ও খোকা-র ঘুমপাড়ানি সম্মোলিন কিনা, তা বলা মুশকিল। তবে ঘুমতাড়ানি ট্যাবলেটও কিন্তু তাঁরই আবিষ্কার। স্নায়ু সতেজ করার জন্য শঙ্কু তৈরি করেছেন তরল ওষুধ নার্ভিগার, মাথা পরিষ্কার রাখার জন্য সেরিব্রিল্যান্ট আর মানসিক অবস্থা কাটাতে নার্ভাইটা বড়ি। মানুষের ক্রমবিবর্তন প্রায় লক্ষগুন বাড়িয়ে দেয় তাঁর এভলিউটিন ওষুধটি এটি একজন মানুষকে ইনজেকশন করে দেওয়ার পাঁচ মিনিটের ভিতর তাঁর দশ হাজার বছরের বিবর্তনের চেহারা দেখা যায়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকবেন। তিনি না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বলতেন, মা পুজো করতে হবে। ভবতারিণী জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর মাধ্যকর্ষণের জোরে সবাই জগতে টিকে রয়েছে। না হলে এই পৃথিবীতে কেউই চিরকারে জন্য বসবাসহীন হতো। মা হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। মানবধর্মের জয় করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ

কালী ভক্ত রামপ্রসাদ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলবে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। মাতৃভক্তদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ মাতৃভক্তরা সব সময় সত্যের পূজারি। তারা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী। রামপ্রসাদ সব সময়ে মা শ্যামাকে নিয়ে গান রচনা করে চলতেন। শ্যামা মায়ের সেবা করতেন। শুধু রামপ্রসাদের নিজের সন্তানের মতো মা শ্যামা ভালোবাসতেন। শ্যামা মা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলতেন, রামপ্রসাদ আমার প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে আমার ভালো করে ঘুম হয় না। প্রতিদিন ভক্ত রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত শুনতেন মা কালী। রামপ্রসাদ তো একেবারে শ্যামা সঙ্গীত গান গেয়ে বিহ্বল হয়ে যেতেন। সাধক রামপ্রসাদ মনে মনে ভক্তিভরে গান লিখতেন এবং সুর দিয়ে গান রচনা করতেন।

নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল বাংলার বিখ্যাত চিকিৎসক বিজ্ঞানীকে তাঁর নাম উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী যিনি 'ইউরিয়া স্টিবামাইন' ওষুধ করেন

বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলায় বহু বিজ্ঞানী এবং বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন যারা চিকিৎসা জগতে এবং বিজ্ঞান জগতে একের পর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করে গিয়েছেন। কিন্তু তাদের নাম নোবেল কমিটিতে পাঠানো হলেও তারা নোবেল পুরস্কার লাভ করেননি। কেন তাঁরা নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হলেন তা নিয়ে কাউকে কোনও রকমভাবে

আলোচনা করতে দেখা যায় না। কিন্তু এইসব প্রতিভাবান টিকিৎসক বিজ্ঞানীদের অবিস্কার বিশ্বমানের ছিল এবং তা মানব সমাজের কল্যাণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। যেমন এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ডাক্তার দিলীপ মহলনাবিশের কথা। তিনি পেটের রোগ সারানোর জন্য ইলেকট্রোরাল মেডিসিন তৈরি করেছিলেন। পেটের রোগ হলেই ইলেকট্রেরাল জল থেকেই পেটের রোগ কমতে থাকবে। আর তার রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। কলেরার হাত থেকে রক্ষা পেতেই এই ইলেকট্রোরাল জল খেলেই রোগী একশো শতাংশ সুস্থ থাকে। আজকে সারা বিশ্বে ডাক্তার দিলীপ মহালনাবিশের আবিষ্কৃত ওষুধ একটি মাত্র পথ্যি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কলেরার রোগের ক্ষেত্রে। আসলে ভারতীয়দের বিদেশিরা ভালো নজরে দেখতে না। তারা এখনো ভাবে যে ভারতবর্ষ একটি পরাধীন দেশ হিসাবে বিশ্বের কাছে পরিচিত। সেই পরাধীন দেশের নাগরিকদের নোবেল পুরস্কার দেওয়ার আগে বেশ ভালো করে ভেবে দেখা উচিত। সেই কারণে ভারতীয়দের নোবেল পুরস্কার পাওয়া খুবই দুষ্কর হয়ে দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। অথচ এই ভারতে তৈরি হয়েছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের পথ। তৈরি হয়েছিল আয়.র্বেদ বিজ্ঞান। তখন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার চল শুরু হয়েছিল। ভারত তখন প্রাচীন কালের অবস্থিত। প্রাচীন ভারতের ভারতবাসী আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র তৈরি করে। বহু আয়ুর্বেদ শাস্ত্র রচিত হয়েছিল। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখতে এসেছিলেন হিউয়েন সাঙ এবং ফাহিয়েন। চিন থেকে তাঁরা এসেছিলেন। চিন থেকে এসে তাঁরা যেমন বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যায়ন করেছেন পাশাপাশি তাঁরা ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে অধ্যায়ন করেন এবং ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানকে চিন দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের ভেষজ বিদ্যা বহু প্রাচীন কাল থেকে চর্চিত হয়ে আসছে। আজকে গাছের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। বহু ভেষজ উদ্ভিত দুর্লভ হয়ে গিয়েছে। ফলে ভেষজ বিদ্যা ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতে ভেষজ বিদ্যাই ছিল চিকিৎসার উৎকৃষ্ট পথ। কিন্তু আধুনিক যুগে অ্যালোপাথি বিদ্যা প্রসার লাভ করেছে আবিস্কারের পথ ধরে। ফলে বহু নতুন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পথ তৈরি হচ্ছে।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন সরকারি মতে ৭ জুন, ১৮৭৫ সালে। আর তিনি স্বয়ং বলতেন যে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৩ সালে। বিহারের মুঙ্গের জেলার জামালপুরে। তবে সবাই তাঁর মতে বিশ্বাসী হয়ে জন্মদিনটা পালন করে সর্বত্র। এবারে তিনি দেড়শো বছর পার করলেন। চলে আসি ১৯৩৬ সালে যখন ভারতের মধ্য প্রদেশের ইন্দোরে ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৩তম অধিবেশন শুরু হতে চলেছে ২ থেকে ৪ জানুয়ারি। বিজ্ঞান বিভাগে দশটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা ও ভূগোল, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব বিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রাণী চিকিৎসা, শরীর বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান। সারা দেশ থেকে ৩২০ জন প্রতিনিধি এসে উপস্থিত হয়েছেন। অধিবেশন উদ্বোধন করলেন ইন্দোরের মহারাজ। তিনি বললেন, ভারতের প্রধান সমস্যা হল দারিদ্র। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে। এই অধিবেশনের প্রধান বক্তা ছিলেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা রাখলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন একজন বাঙালি প্রথিতযশা চিকিৎসক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। তিনি ভারতের চিকিৎসা সংক্রান্ত বক্তব্য তো রেখেছিলেনই তার সঙ্গে তিনি খাদ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তার এই সুদীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত শ্রোতার উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি তারপরে বললেন যে কালাজ্বর একটি ভয়ঙ্কর রোগ। বিশেষ করে ভারতের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে। এক সময় অ্যান্টিমনি নিষিদ্ধ হয়ে গেছিল, এতটাই যে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকেরা শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে তারা কোনওদিন অ্যান্টিমনি ব্যবহার করবে না। কিন্তু এখন দেখা গেল কালাজ্বরের এটাই প্রধান ওষুধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে কালাজ্বর দেখা দিয়েছিল সেখানে এই ওষুধ ব্যবহার করার ফলে কালাজ্বর কমে এসেছিল ১ বা ২ সাধারণভাবে। কোনও সন্দেহ নেই কালাজ্বর চিকিৎসায় ডাক্তার রজার্স কুইনাইন এবং টারটার এমেটিক এর অতিরিক্ত ডোজ প্রয়োগ করেছিলেন এদেশে। বর্তমান বক্তা এই রোগের চিকিৎসায় খুবই শীঘ্রই ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন সোডিয়াম অ্যান্টিমনিল ট্রারট্রেট। ফলে টারটার এমেটিক এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল। এই রোগের পরবর্তী ধাপের চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি ধাতব অ্যান্টিমনিকে ক্ষুদ্র কণাতে পরিবর্তন করে রোগীর শিয়ার প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসা করতে শুরু করলেন তার ফলে উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া গেল। পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পাওয়া গেল যে অ্যান্টিমনির কনাগুলি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে যেখানে কালাজ্বরের পরজীবীগুলি অবস্থান করছে সেখানে প্রবেশ করছে। কালজ্বরের পরজীবীদের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করেছে কনাগুলি এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে শুরু করেছে পরজীবীগুলি। অ্যান্টিমনি জৈব যৌগের ফলে ভারত থেকে কালাজ্বর পালাতে শুরু করলো। ১৯২০ সলে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে এই নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে শুরু করে। ১৯২১ সালের প্রথম দিকে বক্তা আবিস্কার করে ফেললেন ইউরিয়া অ্যান্টিমনি যোগ। এই আবিস্কার অ্যান্টিমনিয়াল যৌগ সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণাগুলিকে ভারতে এই রোগের চিকিৎসায় একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিল। এই ইউরিয়ার যৌগটির নাম হল 'ইউরিয়া স্টিবামাইন'। কলকাতার শিয়ালদহ এর নিকটে ক্যাম্পবেল হাসপাতাল ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। যেখানে গবেষনা করা হয়েছিল সেই ঘরটি আজও রয়েছে। কিন্তু তার ভিতরে গবেষণাগারের সমস্ত চিহ্নই উধাও হয়ে গিয়েছে। বক্তা আবিস্কার থেকে শুরু করে বক্তব্য পেশের সময় ধরলে ১৫ বছর কেটে গেছে। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল। অত্যন্ত সুখের কথা যে আজকে ভারতে কালাজ্বরের প্রধান চিকিৎসা হল ইউরিয়া স্টিবামাইন এবং এই রোগের শক্তিশালী প্রতিষেধকও বটে। এই চিকিৎসাই অসংখ্য রোগীর জীবন রক্ষা করতে সক্ষম। আসামে যেখানে ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৯৯ জন মারা যেত সেখনে ১৯২৩ সালে ৩২৮৫৯১ জনকে এই চিকিৎসা করার ফলে জীবন রক্ষা পেয়েছে ৩২৫০০০ জনের। কালজ্বরের চিকিৎসা রোগী স্বাভাবিক হলেও চামৈড়ার লিসম্যানয়েড এর চিকিৎসা সন্তোষজনক নয়। কালাজ্বর নামক একটি রোগের ওষুধ আবিস্কারক বক্তার নাম হল উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর বাবা ছিলেন নীলমণি ব্রহ্মচারী। তিনিও একজন চিকিৎসক ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে চাকরি করতেন। তাঁকে রোগীরা ধন্বন্তরী ডাক্তার বলে জানতা। মাতার নাম ছিল সৌরভসুন্দরী দেবী। ডাক্তার নীলমণি ব্রহ্মচারীদের আদি বাড়ি ছিল বর্ধমানের পূর্বস্থলী গঙ্গার ধারে। নীলমণিরা তিন ভাই- দাদা অক্ষয়কুমার চুঁচুড়াতে ওকালতি করতেন। ছোট ভাইয়ের নাম মধুসূদন। বংশের ইতিহাস থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর দাদার ছেলে গোপাল দীক্ষান্তে মুখোপাধায় পদবী ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী উপাধি ধারন করেছিলেন। সেই বংশের অষ্টম বংশধর হচ্ছেন ডাক্তার নীলমণি ব্রহ্মচারী। চিকিৎসা বিজ্ঞান রক্তের মধ্যে ছিল। তারই স্ফুরণ দেখতে পাওয়া গেল উপেন্দ্রনাথের মধ্যে। নীলমণি ব্রহ্মচারীর চার ছেলে কোনও কন্যা সন্তান ছিল না। চারজনের নাম শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, শ্যামাচরণ এবং ভবতারণ। উপেন্দ্রনাথ জামালপুর ইস্টার্ন রেলওয়েজ বয়েজ হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবি ছাত্র ছিলেন। সাহিত্য এবং বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। প্রথমে আর্টস বিভাগ থেকে পড়াশুনা করে বিএ পাশ করে ১৮৯৩ সালে তিনি হুগলি কলেজ থেকে গণিত এবং রসায়নে অনার্স নিয়ে পাশ করলেন। গণিতে তিনি প্রথম হয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন 'থোয়েটস পদক'। তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না গণিতকে গ্রহণ করবেন না রসায়নকে গ্রহণ করবেন। বাবার মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা ফলে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগে ভর্তি হলেন পাশাপাশি তিনি আবার কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে ভর্তি হলেন। ১৮৯৪ সালে তিনি লাভ করলেন রসায়ন বিদ্যায় এম.এ ডিগ্রি। প্রথম শ্রেণি লাভ করলেন। পেয়েছিলেন বিশ্ববিগ্যালয়ের পদক। সেই সময়ে তিনি দুইজন শিক্ষককে পেয়েছিলেন। একজন হচ্ছেন আলেকজান্ডার পেডলার এবং অন্যজন হচ্ছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই শিক্ষকদের তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ১৮৯৯ সালে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এল.এম.এস পাশ করেন তারপরে বছর তিনি এম. বি. ডিগ্রি লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি মেডিসিন এবং সার্জারিতে প্রথম হয়েছিলেন। লাভ করেছিলেন গুডিভ পদক এবং ম্যাকলয়েড পদক। ১৯০২ সলে তিনি এম.ডি. ডিগ্রি লাভ করলেন। ১৯০৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। উপেন্দ্রনাথ ১৮৯৯ সালে এলএমএস পাশ করেই প্রাদেশিক মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি স্যার জেরাল্ড বোমফোর্ডের হাউস ফিজিসিয়ান ছিলেন। ১৯০১ সালে বামফোর্ড তাঁকে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য পাঠান। সময়টা ১৯০১ সাল। তিনি প্যাথোলজি এবং মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক তো হলেনই তার সঙ্গে হলেন হাসপাতালের চিকিৎসকও। ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সুপার ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক স্যার রবার্ট নীল ক্যাম্বেল। প্রথমে বোমফোর্ড এবং পরে ক্যাম্পবেলের উৎসাহে তাঁর কাছে গবেষণার দ্বার খুলে গিয়েছিল। ১৯০৫ সালে তিনি ক্যাম্পবেল হাসপাতাল বর্তমানে নীলরতন মেডিকেল স্কুলে শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন। এবং তিনি ছিলেন ফার্স্ট ফিজিসিয়ান। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি মেডিকেল কলেজ টিকিৎসক হিসাবে যোগদান করেন। কালাজ্বর নামে রোগটি ইতিহাসের বহু দিন হলেও তার চরিত্র এবং স্বরূপ ধরা পড়ে বিশং শতাব্দীতে। কালাজ্বরের প্রকোপ দেখা দিতে শুরু করেছিল বাংলাদেশ, আসাম, বিহার, উড়িশা, মাদ্রাজ এবং খানিকটা বার্মাতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। বর্ধমানে এর নম ছিল 'বর্ধমান জ্বর' এবং দমদমে এর নাম ছিল 'দমদম জ্বর'। এক সময়ে রোগীর রক্ত থেকে পরজীবীও আবিস্কার হয়ে গেল। কুইনাইন খাইয়ে রোগের চিকিৎসা চলাতে শুরু করলেন। তার ফলে কালাজ্বর বন্ধ হতে খাকে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল রোগীরা রোগ ভলো হলেই চিকিৎসা করানো বন্ধ করে দিচ্ছে। তার ফলে বিপদ এসে আবার উপস্থিত হতে থাকে। উপেন্দ্রনাথ এমন চিকিৎসা করার উপায় বের করার সুযোগ খুঁজছিলেন যে একবার ওষুধ প্রয়োগ করলে রোগীর শরীরে আর কোনও কালাজ্বরের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাবে না। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছোট ঘরে বসে দিনরাত গবেষণা করতে শুরু করেছিলেন। ১৯১৯ সলে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেছিল যাতে তিনি এই রোগের চিকিৎসায় এগিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি খুব শীঘ্রই আবিস্কার করে ফেললেন 'প্যারা-অ্যামাইনোফিনাইল স্টিবিনিক অ্যাসিড'। এই যৌগটি ভবিষ্যতে কালাজ্বর চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯২২ সালে তিনি 'দ্য ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিকেল রিসার্চ পত্রিকা'য় উপেন্দ্রনাথ আটজন রোগীকে ইউরিয়া স্টিবামাইন দিয়ে চিকিৎসার সুফলের কথা লিখলেন। ক্যাম্পবেলের রোগীদের ওপরে এই ওষুধ প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। তার ফলে কালাজ্বরের রোগের প্রকোপ কমতে শুরু করলো। কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে যারা কালাজ্বর নিয়ে চিকিৎসা করতে শুরু করেছিলেন তার এই ওষুদের সম্পর্কে উচ্চাশা প্রশাংসা করলেন। কালাজ্বর দেখা দিত গায়ের চামড়ায় এক রকম গুটি যা কালাজ্বরের অংশ বলেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ১৯১৩ সলে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপরে ১৯১৯ সালে নোবেল কমিটির কাছে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নাম সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুই নোবেল পুরস্কার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছিল। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান 'নেচার' পত্রিকাকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়-"With the death on February 6 of Sir Upendranath Brahmachari, India lost one of her most distinguished medical scientists ..." (**তথ্যসূত্র ঃ 'উনিশ শতকের কয়েকজন বাঙালি)**

কলেজ স্ট্রিট রাস্তা থেকে পুরানো বই কেনার নেশাই ইন্দ্রনাথ মজুমদারকে বই প্রেমী করে

বিশেষ প্রতিবেদক

ইন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন একজন খ্যাতনামা গ্রন্থপঞ্জী, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রাহক এবং বিদগ্ধ প্রকাশক।

কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো দূর্লভ গ্রন্থের অন্যতম বড় সংগ্রাহক, সংরক্ষক, শীর্ষস্থানীয় বিক্রেতা ও সুবর্ণরেখা প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারী ছিলেন তিনি।

অবনীরঞ্জন রায়ের সঙ্গে কথাশিল্প পাবলিশিং হাউস নামে আরো একটি প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্দ্রনাথ মজুমদারের জন্ম ব্রিটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলার দশানী গ্রামে। তার পড়াশোনা রংপুরের মামারবাড়িতে। জন্মের পর তার ঠাকুরমা নামকরণ করেছিলেন মৃদুলকান্তি। খামখেয়ালি প্রকৃতির বালক বই পড়তে ভালবাসতেন। ঠাকুরমার দেওয়া 'মৃদুল' নাম তার পছন্দের হয়নি। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের গুণেই নিজের নাম পরিবর্তন করে ইন্দ্রনাথ রাখেন। পরবর্তী কালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য তাকে বলতেন, কলেজ স্ট্রিটের মটরু মিয়া।

তবে ইন্দ্রনাথের স্কুলের গণ্ডি পেরোনো সম্ভব হয় নি। তার পিতা কাজ করতেন কলকাতার ইছাপুরের রাইফেল ফ্যাক্টরিতে। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় চলে আসেন। স্থানীয় জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের শম্ভুনাথ মল্লিকের ঘনিষ্ঠ ও তার সংঘের স্বেচ্ছাসেবক হন। ফুটপাথ থেকে বই কিনে পাড়ার ছেলেপুলেদের পড়াতেন। ইছাপুরের 'অনুশীলন' নামের এক সমিতির লাইব্রেরি তৈরি করেন। সেই সূত্রেই ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী হয়ে প্রবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘোরেন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় অল্পস্বল্প লিখতে থাকেন। ধীরে ধীরে তিনি গ্রন্থাগারিকদের বৃত্তে পরিচিতি লাভ করেন।

শেষে শম্ভুনাথের আমন্ত্রণে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা অতুল্য ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের অভাবী ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য পাইকপাড়া যে বিধান ছাত্রাবাস স্থাপন করে ছিলেন সেখানে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে লাইব্রেরিয়ান কাম সুপারের কাজ পান।

একশত টাকা মাসিক মাইনাসহ থাকা-খাওয়া সব ফ্রি। রাজ্যের নানা জেলার মেধাবী ছাত্ররা যেমন, রাধারমণ চক্রবর্তী, ইতিহাসবিদ অলোক রায়, নকশাল নেতা, যেমন সন্তোষ রানা, অসীম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা ছিলেন ছাত্রাবাসের আবাসিক। রাজনৈতিক আন্দোলনের চাপে এবং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে বিধান ছাত্রাবাস বন্ধ হয়ে গেলে, জীবিকা নির্বাহে ইন্দ্রনাথ শুরু করেন পুরানো বই কেনা-বেচার ব্যবসা কলেজ স্ট্রিট সংলগ্ন মহাত্মা গাধী রোডের এক ভাঙাচোরা বাড়ির দোতলায়। নাম দেন সুবর্ণরেখা। তবে আগে থেকেই তার নিয়মিতই কলেজ স্ট্রিটে যাতায়াত ছিল।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে অবনীরঞ্জন রায়, অভিনেত্রী সীতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথ ভাবে কথাশিল্প পাবলিশিং হাউস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখান থেকেই নির্মাল্য আচার্য ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমে যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হত বাংলা সাহিত্য ত্রৈমাসিক, এক্ষণ। সেই সূত্রেই বহু বিশিষ্টজনের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে ইন্দ্রনাথের। এরা হলেন- নির্মাল্য আচার্য, শক্তি, সুনীল আর বেলাল চৌধুরী।

সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার ছিলেন নিঃসন্তান। পরে ইন্দ্রনাথ হয়ে যান তার সন্তানসম ও ঘনিষ্ঠ সহচর। কিন্তু কথাশিল্প-এর ব্যবসা ঠিক মত না চলার কারণে ইন্দ্রনাথ সুবর্ণরেখার মাধ্যমে নিজের ব্যবসার জন্য বাংলার তৎকালীন বইপোকাদের জেনে তিনি বই কেনা বেচা শুরু করেন। সব ধরনের পাঠকের চাহিদার ঠিক বুঝতে পারতেন আর তার সর্বোত্তম পাঠকের কাছে তার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বই-য়ের দুর্লভ হলেও ব্যবস্থা করে দিতেন। স্বাভাবিক কারণেই, আবাল্য পুস্তকপ্রেমী ও উদার মনোভাবের ইন্দ্রনাথের বন্ধুর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটে। তাদের মধ্যে ছিলেন- অমর্ত্য সেন, অশোক রুদ্র, অমিয় বাগচী, অশোক মিত্র, সোমনাথ হোড়, নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্দ্রনাথ মজুমদার শান্তিনিকেতনে 'সুবর্ণরেখা'-র একটি শাখা খোলেন।

পুস্তক কেনা-বেচা ছাড়াও ইন্দ্রনাথ মজুমদার প্রকাশ করেছেন বহু গ্রন্থ। তার 'সুবর্ণরেখা' হতে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় - মতি নন্দীর ক্রিকেট রেকর্ডস (১৮৭৬-১৯৬৬)। ইন্দ্রনাথ তার গুরু প্রতিম কমলকুমার মজুমদারের সমস্ত গ্রন্থ, সম্পাদিত পত্রিকা অঙ্ক ভাবনা এবং নির্মাল্য আচার্যের সম্পাদনায় এক্ষণ এর প্রকাশনা ও বিপণনের ব্যবস্থাপক ছিলেন। ইন্দ্রনাথ নির্মাল্য আচার্যের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। নির্মাল্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে, ইন্দ্রনাথ তার উদার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি নিজে তাকে বোম্বাইয়ের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। নির্মাল্য আচার্যের মৃত্যুর পরই এক্ষণ প্রকাশনা বন্ধ করে দেন।

'সুবর্ণরেখা' হতে উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হল- দ্য ট্রুথ ইউনাইডস্ এসেজেস্ ইন ট্রাইবিউটস্ টু সমর সেন (১৯৮৫) অশোক মিত্র রচিত গ্রাম বাংলার ইতিহাস (ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারস্ রচিত 'অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল') -এর বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক - অসীম চট্টোপাধ্যায়। জীবন পিয়াসা (আরভিং স্টোন রচিত 'লাস্ট ফর লাইভ') এর বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক- নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ - গৌতম ভদ্র রচিত মান ও নিশান - গৌতম ভদ্র রচিত ভারতীয় মহাবিদ্রোহ..।

পাঠকদের লেখা 'প্রমথনাথ বিশী'

বিশেষ প্রতিবেদক

নাটোর জেলার গর্ব স্বনামধন্য সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী। বিশী, প্রমথনাথ সাহিত্যিক, গবেষক। ১৯০১ সালের ১১ জুন নাটোরের জোয়াড়ি গ্রামে জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা নলিনীনাথ বিশী ছিলেন বৃহত্তর রাজশাহী জেলার মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট এবং প্রভাবশালী জমিদার কেশবনাথ বিশীর দত্তক পুত্র।

প্রমথনাথ ১৯১০ সালে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। মেধা, প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি, অধ্যয়ননিষ্ঠা, কবিপ্রতিভা ইত্যাদি গুণের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট তিনি অভিনয় শেখেন এবং পরে তাঁর লেখা কয়েকটি যাত্রাপালা শান্তিনিকেতনে অভিনীতও হয়।

প্রমথনাথ ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিক পাস করে সেখানেই শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ১৯২৭ সালে প্রাইভেটে পরীক্ষার্থী হিসেবে আইএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি. (১৯২৯) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বাংলায় এমএ (১৯৩২) ডিগ্রি লাভ করেন। রামতনু লাহিড়ী গবেষণা বৃত্তি (১৯৩৩-৩৬) নিয়ে গবেষণা করার পর ১৯৩৬ সালে তিনি রিপন কলেজে অধ্যাপক পদে যোগদান করেন।

দীর্ঘকাল রিপন কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৯৫০ সালে প্রমথনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে যোগদান করেন এবং রবীন্দ্র অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হয়ে ১৯৭১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। মাঝখানে চার বছর (১৯৪৬-৫০) তিনি আনন্দ বাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। প্রমথনাথ কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা (১৯৬২) এবং রাজ্যসভার সদস্য (১৯৭২) নির্বাচিত হন।

একজন সৃজনশীল লেখক ও মননশীল গবেষক হিসেবে প্রমথনাথ বিশীর সমান খ্যাতি আছে। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রধানত রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ (২ খন্ড, ১৯৩৯), রবীন্দ্র বিচিত্রা (১৯৫৫), রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ (২ খন্ড, ১৯৬২), রবীন্দ্র সরণী (১৯৬৬) প্রভৃতি গবেষণাগ্রন্থ তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। তিনি মধুসূদন ও বঙ্কিম সাহিত্যেরও একজন দক্ষ সমালোচক ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৯৫৪), বঙ্কিম সরণী (১৯৬৫) ও মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ (১৯৭৪) তাঁর এ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

গবেষণাগ্রন্থ ছাড়াও গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা এবং ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রেও প্রমথনাথ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কমলাকান্ত, বিষ্ণুশর্মা, অমিত রায়, মাধব্য ও স্কট টমসন ছদ্মনামে তিনি এসব লিখতেন। তাঁর রচিত উপন্যাস ও গল্পের মধ্যে কয়েকখানি প্রধান গ্রন্থ হলো জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার (১৯৩৮), কেশবতী (১৯৪১), গল্পের মতো গল্প (১৯৪৫), ডাকিনী (১৯৪৫), ব্রহ্মার হাসি (১৯৪৮), সিন্ধুদেশের প্রহরী (১৯৫৫), চলন বিল (১৯৫৭), অলৌকিক (১৯৫৭), কেরী সাহেবের মুন্সী।

রেলওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ এবং উদ্ভাবনে নতুন মানদণ্ড স্থাপন

মালিগাঁও, ১৩ মে ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙাইগাঁও (এনবিকিউ) ওয়ার্কশপ কোচ এবং ওয়াগন ওভারহলিং, পরিকাঠামোগত উদ্ভাবন এবং শক্তি দক্ষতার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উৎকৃষ্ট ফলাফল প্রদান করে আসছে। সাম্প্রতিক পদক্ষেপের ধারাবাহিকতা কার্যক্ষম নির্ভরযোগ্যতা, যাত্রীদের আরাম এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য ওয়ার্কশপের সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপের উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের মধ্যে একটি হলো ডি-ক্যাল কাটিং প্লটার মেশিন স্থাপন। এই মেশিনটি কোচের পাশে এবং শেষের ওয়ালে অক্ষর লেখার জন্য পূর্বে ব্যবহৃত প্রচলিত স্ক্রিন-প্রিন্টিং প্রক্রিয়াটিকে প্রতিস্থাপন করেছে। যদিও স্ক্রিন-প্রিন্টেড লেবেলগুলি সময়ের সাথে সাথে জীর্ণ এবং বিবর্ণ হয়ে যায়, ডি-ক্যাল সিস্টেমটি আরও স্থায়ী এবং নান্দনিকভাবে আকর্ষক বিকল্প প্রদান করে। এটি কেবল কোচগুলির দৃষ্টিনন্দনতাই উন্নত করে না বরং তাদের দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণের মানও উন্নত করে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ কোচগুলিতে ব্যবহৃত ইলেক্ট্রো-নিউম্যাটিক প্রেসারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেম (ইপিপিএফএস)- এর ওভারহলিং। এর আগে, এই প্রণালী রুটে ঘন-ঘন বিকল হতো এবং রেল মদদের মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যাত্রীদের কাছ থেকে অভিযোগ আসত। নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ এখন একটি ব্যাপক ওভারহলিং প্রক্রিয়া রূপায়ণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ওয়াটার প্রেসারাইজার ইউনিটকে সরানো এবং এর সার্ভিসিং-এর সাথে সাতে কন্ট্রোল প্যানেল, নন-রিটার্ন ভালভ এবং এয়ার ফিল্টারের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির পরীক্ষা করা। এর ফলে বিশেষ করে দীর্ঘ দূরত্বের অপারেশনের সময় ফ্লাশিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা এবং কার্যক্ষমতায় উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হচ্ছে। পরিবেশগত স্থায়ীত্বর দিকে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে, নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ১ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি রূফটপ সৌর প্রকল্প চালু করেছে। আবহাওয়া-সম্পর্কিত প্রত্যাহ্বানের সত্ত্বেও, গড় দৈনিক উৎপাদন আনুমানিক ৩৮৫০ কেডব্লিউএইচ, যা বার্ষিক উপাদন প্রায় ১৪০৫২৫০ কেডব্লিউএইচ। স্থানীয় বিতরণ কোম্পানির ৯.৩৯ টাকা প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ট্যারিফের তুলনায় ৪.৩০ টাকা প্রতি ইউনিটের বিদ্যুৎ ক্রয়ের সাথে, এই পদক্ষেপের ফলে ৭১.৫ লক্ষ টাকারও অধিক বার্ষিক সাশ্রয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা জ্বালানি খরচ হ্রাস এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের প্রতি নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ-এর প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। অতিরিক্তভাবে, ওয়ার্কশপটি আচ্ছাদিত ওয়াগনের জন্য একটি ইন-হাউস ছাদের লিক টেস্ট সুবিধা প্রস্তুত করেছে। এই শাওয়ার পরীক্ষার ব্যবস্থাটি ছাদের ছোটখাটো লিক এবং হেয়ারলাইন ক্র্যাক সনাক্তকরণ এবং তাকে ঠিক করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি লাভ করেছে। এখন ওয়াগনগুলিকে পিওএইচ (পর্যায়ক্রমিক ওভারহলিং)-এর আগে এবং পরে এই শাওয়ার পরীক্ষা করা হয়, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে কোনও ওয়াগন লিকেজের সাথে বাইর হয় না। এই পদ্ধতি বিশেষ করে প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় কাঠামোগত অখণ্ডতা নিশ্চিত করে এবং কার্গোকে সুরক্ষিত রাখে। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, কার্যকারীতার নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়ী পদ্ধিতর ক্ষেত্রে উচ্চ মানদণ্ড স্থাপন করে চলেছে। এই সাফল্যগুলি ভারতীয় রেলওয়ের আধুনিকীকরণ, উন্নত যাত্রী পরিষেবা এবং পরিবেশগত দায়িত্বের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে।

বিজ্ঞপ্তি

উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের কারণে, সিরিটি বার্নিং ঘাটে শবদাহ পরিষেবা ১৫ মে ২০২৫ থেকে ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। জনসাধারণের অসুবিধার জন্য আমরা দু ঃখিত।

বাবা ও শিশুকন্যার মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ মে ঃ ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছে বাবার মৃতদেহ! ওই ঘরেই খাটের উপর পড়ে রয়েছে সাতমাসের শিশুকন্যার নিথর দেহ। মঙ্গলবার সকালে বন্ধ ঘর থেকে বাবা ও শিশুকন্যার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে। মেয়েকে খুন করে কি ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন? সেই প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত ব্যক্তির নাম দীপক রায় (৩৪)। তিনি পেশায় একটি ঋণদান সংস্থার কর্মী ছিলেন। প্রসঙ্গত, গত তিনমাস আগে তাঁর স্ত্রী দীপা রায় আত্মঘাতী হয়েছিলেন বলে খবর। এভাবে একটি পরিবার শেষ হয়ে যাওয়ায় এলাকায় শোকের ছায়া। জানা গেছে, বছর দু'য়েক আগে সিঙ্গিমারির বাসিন্দা দীপক রায়ের সঙ্গে রামশাই এলাকার দীপার বিয়ে হয়েছিল। দু'জনের সুখের সংসার ছিল। গত সাতমাস আগে তাঁদের একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। যদিও সেই সন্তান শারীরিকভাবে অসুস্থ। তাই নিয়ে মা-বাবার মধ্যে দুশ্চিন্তাও ছিল। এই অবস্থায় মাস তিনেক আগে বাপেরবাড়িতে গিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন দীপা। পুলিশি তদন্তে সেই কথাই জানা যায়। জানা গেছে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর ওই শিশুকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন দীপক রায়। বাড়িতে দীপকের বৃদ্ধ বাবা-মায়ের কাছেই থাকছিল ওই কন্যা সন্তান। গত দু'দিন আগে দীপক মেয়েকে কলকাতা থেকে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। তাঁর ব্যবহারে কোনও বদল লক্ষ্য করা যায়নি। তারপর কী এমন হল? সেই প্রশ্নই উঠছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাতে স্বাভাবিকই ছিলেন দীপক রায়। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর নিজের ঘরে চলে যান। রাতে বাবার কাছেই ছিল মেয়ে। এদিন মঙ্গলবার সকাল হয়ে গেলেও ওই ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধই ছিল। ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। দরজা ভেঙে ঘরের ভিতর ঢুকলে প্রতিবেশীরা ওই ঘটনা দেখতে পান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধের দাবিতে আইএনটিইউসির বিক্ষোভ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ মে ঃ স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধের দাবিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানে মঙ্গলবার পাওয়ার হাউস পাড়ায় বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলো আইএনটিইউসি। কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের দাবি, সাধারণ মানুষের বাড়িতে তাদের অনুমতি ছাড়াই জোর করে স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। জেলা আইএনটিইউসির সভাপতি গৌরব সমাদ্দার জানিয়েছেন, কেউ যদি নিজে ইচ্ছুক না হন, তাহলে তাকে জোর করে স্মার্ট মিটার বসাতে বাধ্য করা উচিত নয়। এই বিষয়ে একটি আইনও রয়েছে সংবিধানে। গৌরববাবু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমন করে বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মিলে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে এই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে, যার ফল ভোগ করতে হবে আগামী দিনে সাধারণ মানুষকেই। স্মার্ট মিটার বসাতে হলে প্রথমে সরকারি অফিস থেকে শুরু করে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীর বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো হোক আগে। তারপর জনগনের বাড়িতে বসানোর কথা ভাবা উচিত। এই সমস্ত দাবি নিয়ে এদিন বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে মাইক লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেসের শ্রমিক ইউনিয়ন। যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেজন্য ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত। এদিন বিক্ষোভ শেষে প্রতীকি স্মার্ট মিটারের ব্যানারে জুতোর মালা পরিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এদিনের বিক্ষোভে পূর্ব বর্ধমান জেলা আইএনটিইউসি সভাপতি গৌরব সমাদ্দার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রবীর গাঙ্গুলী-সহ অন্যান্য কংগ্রেস ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব। প্রতিবাদীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের উপর স্মার্ট মিটার চাপিয়ে দেওয়ার এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন ভবিষ্যতেও চলবে। উল্লেখ্য, বেশ কয়েকদিন ধরেই স্মার্ট মিটার বসানোর জন্য বর্ধমানের বিভিন্ন বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মোবাইলে মেসেজ আসছে যা নিয়ে উৎকণ্ঠায় রয়েছে গ্রাহকরা। একদিকে ডব্লিউবিএসডিসিএল এর পক্ষ থেকে স্মার্ট মিটার বসানোর জন্য প্রচার চলছে অপরদিকে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এমন কি ক্রেতা সুরক্ষা এবং কল্যাণ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ও স্মার্ট মিটার বসানোর অসুবিধার কথা তুলে ধরা হচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্মার্ট মিটার সম্পর্কে আতঙ্কে ভুগছে বর্ধমানের বাসিন্দারা।

টাকা তছরূপের অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রাক্তন ম্যানেজার

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১৩ মে ঃ তিওরখালি কৃষি সমবায় উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড নামক একটি বেসরকারি ব্যাংকের লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপের অভিযোগে প্রাক্তন ম্যানেজারকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ জানায় গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্ত ম্যানেজারের নাম আব্দুল সইদ সরকার। তার বাড়ি নবদ্বীপ ব্লকের স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিওরখালি জুম্মা মসজিদ পাড়া এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে রবিবার বিকেলে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সোমবার ধৃত প্রাক্তন ম্যানেজার আব্দুল সইদের বিরুদ্ধে প্রতারণা সহ অন্যান্য ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করে পুলিশ। পাশাপাশি তদন্তের স্বার্থে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানালে বিচারক ৩ দিনের মঞ্জুর করেন। পুলিশ ও অভিযোগকারী সূত্রে জানতে পারা যায়, তিওরখালি কৃষি সমবায় উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড নামক বেসরকারি ব্যাংকে দীর্ঘদিন ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন আব্দুল সইদ সরকার। অভিযোগ ২০১৬ সালের পর থেকে ওই বেসরকারি ব্যাংকের কোনও অডিট হয়নি। এর জন্য ম্যানেজারকে দায়ী করেন বর্তমান পরিচালন সমিতির সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, তিওরখালি কৃষি সমবায় উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের ম্যানেজার হিসেবে আব্দুল সইদ সরকার ২০১৬ সাল থেকে বিভিন্নভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা তছরুপ করে। পাশাপাশি এই ব্যাংকের বহু গ্রাহককে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে লোন পাইয়ে যাওয়ার নামে কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ ওঠে ম্যানেজার আব্দুল সইদ সরকারের বিরুদ্ধে। ঊর্ধোতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানতে চাইলেও কোনও রকম সদুত্তর দিতে পারিনি অভিযুক্ত ম্যানেজার। পরে বিষয়টা পরিচালন সমিতির কাছে স্বীকারও করেন বলে জানান বর্তমান পরিচালন সমিতির সভাপতি মিরাজুল শেখ। সম্প্রতি বর্তমান পরিচালন সমিতির তরপে অভিযুক্ত ম্যানেজারকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর গত ১০ মে নবদ্বীপ থানায় অভিযুক্ত ম্যানেজার আব্দুল সইদ সরকারের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পরিচালন সমিতির সভাপতি মিরাজুল শেখ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে রবিবার বিকেলে অভিযুক্ত ম্যানেজার আব্দুল সইদ সরকারকে তিওরখালি জুম্মা মসজিদ পাড়া থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

জামালপুর ব্লক তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৩ মে ঃ জামালপুরের জাড়গ্রাম অঞ্চলে ব্লক তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভা অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার। মাধবপুর কমিউনিটি

হলে এই সভার আয়োজন করা হয়। এই সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জাড়গ্রাম অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি আলাউদ্দিন শেখ, শ্রমিক সংগঠনের অঞ্চল সভাপতি বিধান সর্দার, জেলা শ্রমিক সংগঠনের নেতা শেখ মুনতাজ, সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি ওয়াসিম সরকার, সুভাষ কোলে সহ অন্যান্যরা। মেহেমুদ খাঁন বলেন, আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। আজকের দিনেই ২০১১ সালের ১৩ মে ৩৪ বছরের বাম অপশাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল বাংলার মানুষ। বামফ্রন্টকে হারিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন বাংলার মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দিনটিকে স্মরণে রেকগেই এদিন জাড়গ্রাম অঞ্চলের প্রায় ৭০ টি টোটো এর রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া হলো। তিনি বলেন ব্লকের দলের সমস্ত শাখা সংঘঠন এক হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন জামালপুরে একদিন এই টোটো রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। এরপর ব্লকের সমস্ত অঞ্চলেই আলাদা করে সভা করে সমস্ত টোটো এর রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া হবে যাতে তারা সংগঠিতভাবে কাজ করতে পারে।

বিএআই সভাপতি চীনে সিআইসিইই ২০২৫ -এর প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন

দুর্গাপুর, ১৩ মে ঃ শ্রী রাজেন্দ্র সিং কম্বোহ, দ্য বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (বিএআই) এর সভাপতি আগামী ১৫ থেকে ১৮ মে, ২০২৫, চ্যাংশা আন্তর্জাতিক নির্মাণ সরঞ্জাম প্রদর্শনী (সিসেই) ২০২৫, চীন-এর মধ্যে একটি উচ্চ-স্তরের বিএআই প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দেবেন। দুর্গাপুর থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে চীন সফরে দুজন শ্রী অশোক চান্দক, বিএআই ভাইস-প্রেসিডেন্ট ২০২৪-২৫ এই প্রতিধিমন্ডলে শ্রী কম্বোহ সঙ্গে যাচ্ছেন। সিআইসিইই ২০২৫ হ'ল চীনের বৃহত্তম নির্মাণ সরঞ্জাম প্রদর্শনী, যা ৩০০,০০০ বর্গমিটার জুড়ে ১,৮০০ প্রদর্শককে বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং ৩০০,০০০ এরও বেশি পেশাদার দর্শকদের অঙ্কন করে। ইভেন্টটিতে ৩০ টি আন্তর্জাতিক ফোরাম এবং নির্মাণ প্রযুক্তিতে গ্লোবাল ইনোভেশনগুলি প্রদর্শনকারী ১০০ টি ব্যবসায় সম্মেলনও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। দ্য বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (বিএআই), দেশব্যাপী ২৫,০০০ এরও বেশি সদস্য সত্তা এবং ২৩০ টি প্লাস শাখা সহ ভারতের শীর্ষস্থানীয় নির্মাণ শিল্প সংস্থা হিসাবে স্থাপিত আছে। বিআইএর অংশগ্রহণ শিল্পের মানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে এবং নীতি উদ্ভাবনের প্রচারের প্রতি তার চলমান প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। International Federation of Asian and Western Pacific Contractors' Associations (আইএফএডাব্লুপিসি)এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বিএআই ১৮ টি এশিয়া- প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির মধ্যে যেমন অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, কোরিয়া, নেপাল, সিঙ্গাপুর, হংকং, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড, জাপান, ফিলিপাইনস এবং ফিলিপাইনস ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (BAI) এর সভাপতি শ্রী রাজেন্দ্র সিং কম্বোহ প্রতিনিধিত্বে চাংশা আন্তর্জাতিক নির্মাণ সরঞ্জাম প্রদর্শনী (CICEE) ২০২৫-এ এই সফর ভারতের নির্মাণ শিল্পে বিশ্বমানের মান নিশ্চিত করার, সমন্বয় প্রচার করার এবং নীতিগত উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের লোহার পাটা ভেঙে মৃত্যু ২ শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৩ মে ঃ ঝড়ের দাপটে বড়সড় বিপত্তি। বাঁকুড়ায় কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন দুই শ্রমিক। তাঁরা উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার সকালে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ করতে গিয়ে লোহার পাটাতন পড়ে ওই দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। ঘটনায় আরও এক শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে খবর। কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও দুর্ঘটনা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জেরে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়েছে। বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন অন্যান্য শ্রমিকরা। সোমবার রাতের দিকে ঝড়বৃষ্টি হয় বাঁকুড়া-সহ নানা জেলায়। তাতে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মীয়মাণ চিমনির সঙ্গে থাকা নির্মাণ সংস্থার একটি লোহার মাচা আলগা হয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকরা কাজ করতে যান। কাজের ফাঁকে বিশ্রামের জন্য ভেঙে পড়া ওই লোহার মাচাটির নিচে বসেছিলেন। সেইসময় আচমকা তা ভেঙে পড়ে দুই শ্রমিকের মাথার উপর। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁদের। জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম প্রেম সুন্দর ও কিষাণ পাল। প্রেমের বয়স ৩১ বছর, কিষাণ মাত্র ২১ বছরের। দু'জনেরই বাড়ি উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে। তাঁরা এখানে চুক্তিভিত্তিতে কাজ করতেন অর্থাৎ ঠিকা শ্রমিক ছিলেন।

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে 30.06.2024 & MSGL ,SPL 16 ,One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans up to 30.09.2024 and MSGB ,SME Suvarna & EMI due upto 31.03.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 31.03.2025 are also included in this auction পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্ত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 29.05.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

JHARGRAM DISTRICT - JHARGRAM: 4082001041, 4082001046, 4082001048, 4082001052, 4082001055, 4082001057, 4082001060, 4082001068, 4082001076, 4082001078, 4082001088, 4082001091, 4082001101, 4082001102, 4082001106, 4082001109, 4082001112, 4082001136, 4082001144, 4082001148, 4082001156, 4082001157, 4082001162, 4082001163, 4082001164, 4082001165, 4082001169, 4082001171, 4082001172, 4082001176, 4082001181, 4082001183, 4082001185, 4082001186, 4082001190, 4082001191, 4082001196, 4082001199, 4082001202, 4082001208, 4082001209, 4082001211, 4082001217, 4082001221, 4082001224, 4082001228, 4082001230, 4082001239, 4082001240, 4082001249, 4082001252, 4082001256, 4082001278, 4082001280, 4082001289, 4082001290, 4082001298, 4082001300, 4082001304, 4082001309, 4082001323, 4082001326, 4082001327, 4082001328, 4082001331, 4082001335, 4082001337, 4082001343, 4082001345, 4082001347, 4082001351, 4082001358, 4082001375, 4082001379, 4082001381, 4082001385, 4082001393, 4082001396, 4082001397, 4082001403, 4082001407, 4082001415, 4082001425, 4082001445, 4082001449, 4082001459, 4082001472, 4082001480, 4082001490, 4082001497, 4082001507, 4082001513, 4082001514, 4082001520, 4082001523, 4082001529, 4082001532, 4082001538, 4082001542, 4082001545, 4082001546, 4082001548, 4082001549, 4082001586, 4082001588, 4082001591, 4082001597, 4082001598, 4082001602, 4082001610, 4082001613, 4082001616, 4082001617, 4082001622, 4082001625, 4082001629, 4082001631, 4082001636, 4082001644, 4082001645, 4082001656, 4082001657, 4082001660, 4082001662, 4082001667, 4082001681, 4082001682, 4082001702, 4082001706, 4082001707, 4082001717, 408200430, 408200448, 408200455, 408200457, 408200461, 408200470, 408200471, 408200482, 408200488, 408200489, 408200492, 408200502, 408200507, 408200518, 408200524, 408200525, 408200532, 408200537, 408200544, 408200559, 408200565, 408200570, 408200573, 408200584, 408200588, 408200591, 408200594, 408200595, 408200596, 408200604, 408200605, 408200609, 408200616, 408200617, 408200620, 408200621, 408200622, 408200625, 408200628, 408200631, 408200632, 408200633, 408200634, 408200636, 408200642, 408200643, 408200645, 408200647, 408200648, 408200653, 408200658, 408200663, 408200665, 408200666, 408200671, 408200686, 408200689, 408200697, 408200703, 408200704, 408200705, 408200723, 408200727, 408200728, 408200733, 408200735, 408200736, 408200748, 408200749, 408200754, 408200765, 408200773, 408200782, 408200783, 408200784, 408200794, 408200796, 408200799, 408200801, 408200806, 408200813, 408200816, 408200818, 408200819, 408200820, 408200821, 408200824, 408200825, 408200826, 408200827, 408200828, 408200839, 408200845, 408200846, 408200848, 408200850, 408200854, 408200860, 408200866. **PASCHIM MEDINIPUR DISTRICT - BELDA:** 4263000662, 4263000684, 4263000697, 4263000715, 4263000717, 4263000748, 4263000751, 4263000776, 4263000827, 4263000844, 4263000857, 4263000859, 4263000865, 4263000867, [illegible] 407501674, 407501675, 407501676, 407501678, 407501681, 407501692, 407501699, 407501700, 407501703, 407501705, 407501707, 407501711, 407501714, 407501716, 407501717, 407501718, 407501722, 407501723, 407501727, 407501729, 407501730, 407501732, 407501735, 407501737, 407501738, 407501743, 407501747, 407501751, 407501757, 407501758, 407501759, 407501764, 407501768, 407501770, 407501775, 407501777, 407501781, 407501784, 407501785, 407501786, 407501802, 407501806, 407501807, 407501818, 407501825, 407501826, 407501847, 407501851, 407501852, 407501863, 407501893, 407501895, 407501900, 407501906, 407501909, 407501911, 407501913, 407501936, 407501942, 407501945, 407501948, 407501950, 407501955, 407501956, 407501971, 407501977, 407501992, 407502003, 407502005, 407502012, 407502018, 407502035, 407502036, 407502042, 407502044, 407502049, 407502050, 407502054, 407502055, 407502061, 407502062, 407502065, 407502078, 407502083, 407502092, 407502095, 407502099, 407502103, 407502109, 407502113, 407502120, 407502125, 407502126, 407502160, 407502161, 407502167, 407502168, 407502184, 407502192, 407502195, 407502204, 407502211, 407502217, 407502224, 407502232, 407502233, 407502270. **PURBA MEDINIPUR DISTRICT - NANDIGRAM:** 4306000926, 4306000945, 4306000957, 4306000974, 4306000978, 4306000996, 4306001012, 4306001015, 4306001020, 4306001037, 4306001044, 4306001045, 4306001046, 4306001090, 4306001125, 4306001126, 4306001141, 4306001142, 4306001185, 4306001199, 4306001207, 4306001218, 4306001229, 4306001238, 4306001252, 4306001262, 4306001267, 4306001275, 4306001320, 4306001325, 4306001344, 4306001347, 4306001354, 4306001401, 4306001407, 4306001413, 4306001433, 4306001434, 4306001451, 4306001461, 4306001472, 4306001473, 4306001482, 4306001486, 4306001487, 4306001526, 4306001529, 4306001559, 4306001575, 4306001576, 4306001584, 4306001601, 4306001605, 4306001608, 4306001628, 4306001650, 4306001656, 4306001664, 4306001665, 4306001676, 4306001681, 4306001683, 4306001695, 4306001700, 4306001702, 4306001703, 4306001706, 4306001707, 4306001723, 4306001749, 4306001760, 4306001761, 4306001768, 4306001782, 4306001787, 4306001793, 4306001813, 4306001822, 4306001823, 4306001855, 4306001878, 4306001900, 430600352, 430600381, 430600382, 430600394, 430600396, 430600402, 430600410, 430600411, 430600423, 430600424, 430600440, 430600448, 430600451, 430600467, 430600470, 430600480, 430600523, 430600525, 430600537.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 09.06.2025 at 10.00 am at **BELDA:** Ground Floor, Matri Bhavan, Dag No 2019, Vidyasagar Pally (Deuli), Belda, Opp Contai Bus Stand, Paschim Medinipur Dist, West Bengal-721424. **JHARGRAM:** First Floor Na 722/518 & 723(520/17) Main Road Jhargram Below Idbi Bank Raghunath Pur Hospital More Jhargram. Pin: 721507. **KHARAGPUR:** First Floor, 148/132, O T Road,Near Kamala Cabin Bus Stand, Oppositeallahabad Bank , Kharagpur, West Bengal , 721305. **NANDIGRAM:** First Floor,Plot No 243,Mouza-Godaibalbar,Vill,P.O,P.S-Nandigram,Near Bus Stand,Purba Medinipur,West Bengal,-721631.এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/19/WD-16/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work: **Repairing of street lighting system at APC Road, Bidhan Sarani and different places in Ward No.-16 under BR-II.** Estimated amount: ₹ **2,97,747.19.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : LTG/18/WD-15/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work: **Repairing of street lighting system at Vivekananda Road, Simla Road and different places in Ward No.-15 under BR-II.** Estimated amount: ₹ **2,98,310.57.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **24.05.2025 (12 Noon) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on & from **13.05.2025 (1 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : LTG/28/WD-32/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work: **Repairing of Bustee lighting arrangements system at Shree Krishno Colony Bustee and other places in Ward No.-32 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **1,49,306.12.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : LTG/14/WD-32/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work: **Repairing and maintenance of street light at CIT Road VIIM Scheme and other places in Ward No.-32 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **2,98,694.67.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : LTG/13/WD-14/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work: **Repairing and maintenance of street light at Muraripukur Road and other places in Ward No.-14 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **2,98,728.41.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : LTG/12/WD-13/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work: **Repairing and maintenance of street light at Gorapodo Sarkar Lane and other places in Ward No.-13 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **2,98,921.12.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **26.05.2025 (1 P.M.) (For Sl. No. 3 to 6).** The bid forms and other details are available on & from **13.05.2025 (4 P.M.) (For Sl. No. 3 to 6).**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD1/01/25-26
Name of the work: **Supply and delivery of LED fittings for Kashinath Dutta Road, Cossipore Road and different other places in Ward No.-01.** Estimated amount: ₹ **4,98,444.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **07 days.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/06/25-26
Name of the work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-08 under BR-I.** Estimated amount: ₹ **4,84,360.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/03/25-26
Name of the work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-02 under BR-I.** Estimated amount: ₹ **4,98,662.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD5/01/25-26
Name of the work: **Supply and delivery of LED fittings to replace old/damaged HPSV/MH/LED fittings at Bonomali Chatterjee Street, Manmatha Nath Dutta Road, and other different places in Ward No.-05 under BR-I.** Estimated amount: ₹ **4,98,200.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Time of completion: **15 days.** Last date & time of submission of bid: **24.05.2025 at 1.15 P.M. (For Sl. No. 7 to 10).** The bid forms and other details are available on & from **14.05.2025 at 5 P.M. (For Sl. No. 7 to 10).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 10).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, BR-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/15/WD27/IV/ZII/25-26
Name of the work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-27 under BR-IV.** Estimate amount: ₹ **4,99,670.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid (online): **27.05.2025 upto 2 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **16.05.2025 (2 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, KMC invites open e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/40
Name of the work: **Repairing and renovation of Park lighting system at Beltala Road near Beltala Girls School in Ward No.-72, BR-VIII.** Estimate amount: ₹ **1,27,890.24.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **26.05.2025 - 2 P.M.** Bid opening date for technical proposals (online): **27.05.2025 - 2 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **16.05.2025 (6 P.M.).**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/48
Name of the work: **Supply of services of electrical system operation and for routine upkeeping at A.J.C. Bose Road, Cathedral Road, Hospital Road, J.L. Neheru Road and D.L. Khan Crossing in Ward No.-63, under BR-VII.** Estimate amount: ₹ **4,51,140.00.** Earnest money: ₹ **9,200.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **21.05.2025 at 12 Noon.** Bid opening date for technical proposals (online): **21.05.2025 - 2 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **13.05.2025 (6 P.M.).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, BR-X, KMC invites e-tender online, two part bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/12/25-26
Name of the work: **Installation of lighting arrangement and other necessary work at Netaji Nagar 9 No. Pond in Ward No.-98, BR-X.** Estimated amount: ₹ **4,61,632.66.** Earnest money: ₹ **9,300.00.** Period of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/15/25-26
Name of the work: **Repairing works of street lighting arrangement at Tollygunge to Garia on NSC Bose Road areas under BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,98,645.79.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/19/25-26
Name of the work: **Repairing works of Bustee lighting arrangement at Sanghati Colony, Gandhi Colony and other slum areas in Ward No.-98 under BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,49,106.30.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/20/25-26
Name of the work: **Repairing works of Bustee lighting system at Kumar Para, Beni Bag Bustee areas in Ward No.-91, BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,49,706.24.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/21/25-26
Name of the work: **Repairing works of Bustee lighting system at Telipara Bustee areas in Ward No.-92, BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,49,756.74.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of completion of bid: **24.05.2025 up to 12 Noon (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **13.05.2025 from 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, BR-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTGV/122/25-26/PC (1st Call)
Name of the work: **Miscellaneous repairing work for street lighting system at Dhali Para, Pramod Nagar, Bangal Para and surrounding water logging areas in Ward No.-122.** Estimated amount: ₹ **4,88,398.63.** Earnest money: ₹ **9,770.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTGV/118/25-26/ILK (1st Call)
Name of the work: **Installation of LED sign boards of "I LOVE KOLKATA" in Bengali Language at Buroshibtala Main Road and S.N. Roy Road in Ward No.-118, KMC, BR-XIII.** Estimated amount: ₹ **4,81,436.70.** Earnest money: ₹ **9,630.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTGV/118/25-26/PC (1st Call)
Name of the work: **Miscellaneous repairing work for street lighting system at S.N. Roy Road, A.G. Road (Ghol Para), Mitali Math and surrounding water logging areas in Ward No.-118.** Estimated amount: ₹ **4,65,314.07.** Earnest money: ₹ **9,310.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTGV/118/25-26/51 (1st Call)
Name of the work: **Supply and delivery of outdoor emergency efficient LED street light fittings in Ward No.-118.** Estimated amount: ₹ **4,97,972.96.** Earnest money: ₹ **9,960.00.** Period of completion: **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTGV/115/25-26/GC (1st Call)
Name of the work: **Improvement of existing street lighting by installing of LED light fittings against damaged LED light fittings at surrounding areas of Naskar Para Road, Ajay Sanghati Club, Janaki Basu School and other areas in Ward No.-115, BR-XIII, KMC.** Estimated amount: ₹ **4,93,052.43.** Earnest money: ₹ **9,870.00.** Period of completion: **30 days.** Last date & time of submission of bid: **26.05.2025 (4 P.M.) (For Sl. No. 1 to 5).** Bid opening date for technical proposal: **28.05.2025 (11 A.M.) (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on & from **13.05.2025 (4 P.M.) (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Electrical), KMC invites e-tender online, two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/CRM/03/CRR/25-26
Name of the work: **Renovation the damaged electrical networks and different lighting accessories with allied works at Cossipore Mahasmashan.** Estimate amount: ₹ **1,97,720.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **8 days.** Last date and time of submission of bid: **22.05.2025 at 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **15.05.2025 (5 P.M.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(214/25-26)

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

সমুদ্রের জলে বিষাক্ত ছত্রাকের বিস্ফোরণ! দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় মৃত্যুমুখে ২০০ সামুদ্রিক প্রাণ

জলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে বিষ। যে জল বেঁচে থাকার আধার, এখন সেটাই হয়ে উঠেছে মৃত্যুকূপ! সম্প্রতি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার উপকূল জুড়ে অজস্র সামুদ্রিক জীবনের মৃতদেহ পড়ে থাকার করুণ ছবিটা বিষাক্ত ছত্রাকের অভিশাপকেই ইঙ্গিত করছে। সংরক্ষকদের মতে, সমুদ্রের জলে ওই ছত্রাকের বাড়বাড়ন্ত মাছেদের কাছে বিভীষিকাসম! দেখেশুনে তাঁরা বলছেন, অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙারু দ্বীপ যতটা বড়, ততটা জায়গা জুড়ে বিষের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে ওই ছত্রাক। ফলে বিপদ বাড়ছেই। এভাবে বংশবিস্তার করতে থাকলে সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র ছারখার হয়ে যাবে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র উপকূলে এক সপ্তাহ ধরেই ছবিটা চোখে পড়ছে। বালুভূমিতে ছড়িয়ে ছোট-বড় নানা আকারের মাছ, সামুদ্রিক জীবের নিথর দেহ। অন্তত সাড়ে চার হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে জলজ ছত্রাকের বিষাক্ত প্রভাব দেখা যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, জলের মধ্যে একটা বিষের চাদরের মতো এই ছত্রাক ছড়িয়ে পড়েছে। এতটাই তা জীবনধারণের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এক জায়গা থেকে অন্যত্র সাঁতার কেটে পর্যন্ত চলাচল

করতে পারছে না জলজ প্রাণীরা। ফলে হাঙর, মাছ-সহ বিভিন্ন প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠছে। চিন্তা দিনদিন বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা এই পরিস্থিতি দেখে অবাক। বলছেন, এমন পরিস্থিতি আগে দেখেননি তাঁরা। জলের মধ্যে একধরনের সর্বগ্রাসী ছত্রাক জন্ম নিয়েছে। যা এমন হারে বংশবিস্তার করছে, যা বিস্ফোরণের সমান। এই ছত্রাক শুধুই বিষ উৎপন্ন করে। সমুদ্রের জল থেকে অক্সিজেন শুষে নিতে থাকে, রং বদলে যায়। জলের আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা বেড়ে যায়। আরও অনেক ক্ষতিই হয়। গবেষক ভানেসা পিরোত্তা, ব্র্যাড মার্টিনরা বিশ্লেষণ করে জানাচ্ছেন, আসলে সমুদ্রের জলে নাইট্রোজেন বা ফসফরাসের পরিমাণ বেড়ে গেলে এই বিপদ ঘটে। ছত্রাক এমনভাবে জলের উপরিতল ঢেকে দেয় যে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। সালোকসংশ্লেষ ঘটাতে পারে না সামুদ্রিক উদ্ভিদের দল, অক্সিজেনের অভাবে হয় শ্বাসকষ্ট। ফলে ধীরে ধীরে মৃত্যু হয় তাদের। খাবারের অভাব ঘটে সামুদ্রিক প্রাণীদেরও। ভেঙে যায় জলের অভ্যন্তরের খাদ্যশৃঙ্খল। বাস্তুতন্ত্রের দফারফা ঘটে যায়। বিপদ রয়েছে আরও। মানুষের ক্ষেত্রেও বিপজ্জনক এই ছত্রাক। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার প্রশাসনের তরফে সাঁতারুদের বারণ করা হয়েছে, আপাতত সমুদ্রে যাতে সাঁতার না কাটে। এমনকী সৈকতও এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ, ছত্রাকে বিষে মানুষের ত্বকে জ্বালা ধরায়। আবার যেহেতু সমুদ্রে অক্সিজেনের পরিমাণও কমে যায়, তাই শ্বাসকষ্টও স্বাভাবিক। এসব কারণে সৈকত ভ্রমণ বা সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

আন্দামানে ভেঙে পড়ল সোভিয়েত আমলের রুশ মহাকাশযান

১৩ মে ঃ সেই মান্ধাতা আমলের তৈরি এক মহাকাশযান। বয়স ৫২ তো হবেই। কতদিনই বা আর কর্মক্ষম থাকবে? কাজের দিন ফুরিয়েছে বুঝে মহাকাশযানকে ধ্বংসের পথে পাঠিয়েছিল রাশিয়া। অঙ্ক কষে বের করা হয়েছিল তার 'শেষ সময়ও। সেই হিসেব অক্ষরে অক্ষরে না মিললেও, মোটামোটি একটা সময় আন্দামান দ্বীপের কাছে ভারত মহাসাগরে ভেঙে পড়ল লঝঝড়ে সেই মহাকাশযান। খবর নিশ্চিত করেছে রুশ মহাকাশ সংস্থা রসকসমস। তবে ধ্বংসের মুখে তা কোনও ক্ষতি করেনি বলেই দাবি মহাকাশ সংস্থার। সাগরের জলেই নিজেকে নিশ্চিহ্ন করেছে সে।

সেই সোভিয়েত আমলে তৈরি হয়েছিল কসমস ৪৮২ মহাকাশযানটি। সেটা ১৯৭২ সাল। প্রথমে শুক্র গ্রহ অভিযানের জন্য তাকে প্রস্তুত করা হয়েছিল। যানটির ওজন তখন ৫০০ কেজি। সমস্ত

পরীক্ষানিরীক্ষার পর তাকে পাঠানো হয় শুকতারার উদ্দেশে। কিন্তু মাঝপথে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। সময়ের আগেই তার ইঞ্জিনটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পৃথিবীর কক্ষপথেই সে আটকে যায়। এতদিন সেখানেই ছিল কসমস ৪৮২ স্পেসক্র্যাফট। বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে আগাম জানিয়েছিলেন, আয়ু ফুরিয়েছে তার, ১০ মে অর্থাৎ শনিবার মস্কোর সময় সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ভেঙে পড়তে পারে। ধ্বংসস্থল হবে আন্দানাম-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ৫৬০ কিলোমিটার পশ্চিমে ভারত মহাসাগরের কাছে। যদিও আশঙ্কা ছিল, ভূমির উপর কসমস ৪৮২ ভেঙে পড়লে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।০তবে সেসব হিসেবকে মোটের উপর অক্ষত রেখে সোভিয়েত আমলের মহাকাশযানটি সাগরেই ভেঙে পড়েছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ লাগোয়া ভারত মহাসাগরে তার ধ্বংসাবশেষ বিলীন হয়েছে। এই খবর নিশ্চিত করেছে রুশ মহাকাশ সংস্থা রসকসমস। বলা হয়েছে, কোনও ঝঞ্ঝাট ছাড়াই মহাকাশযান ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আশপাশের এলাকা বা পরিবেশের কোনও ক্ষতি হয়নি।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের কমিউনিটি ভবন উদ্বোধন

গোরক্ষপুর, ১৩ মে ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রীমতী সৌম্য মাথুর ১৩ মে, ২০২৫ তারিখে গোরক্ষপুরের বাউলিয়া রেলওয়ে কলোনিতে নবনির্মিত উৎসব কমিউনিটি ভবন উদ্বোধন করেন, অফিস সহকারী শ্রীমতী রামকেতকী ফলক উন্মোচন এবং ফিতা কেটে। এরপর, জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী সৌম্য মাথুর গোরখপুরের সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে নবনির্মিত লন টেনিস কোর্ট উদ্বোধন করেন এবং গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজার আবাসিক কমপ্লেক্স (গল্ফ কলোনি) এ অবস্থিত নবনির্মিত সার্যু রেস্ট হাউস উদ্বোধন করেন ফলক উন্মোচন এবং ফিতা কেটে। এই অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী দীনেশ কুমার সিং, প্রধান বিভাগীয় প্রধানগণ, রেল ভূমি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (আরএলডিএ) কর্মকর্তাগণ, রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।নবনির্মিত লন টেনিস কোর্টের উদ্বোধন উপলক্ষে, শ্রীমতী সৌম্য মাথুর অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী দীনেশ কুমার সিংয়ের সাথে টেনিস খেলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে টেনিস কোর্টের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এই উপলক্ষে, শ্রীমতি মাথুর বলেন যে খেলোয়াড়দের চাহিদার কথা মাথায় রেখে, গোরক্ষপুরের সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক মানের লন টেনিস কোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি পূর্বাঞ্চলের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের টেনিস কোর্ট। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যতে ভারতের শীর্ষ টেনিস খেলোয়াড়রা পূর্বাঞ্চল থেকে আসবেন।

Name Change

I. SAI BUDDIN MANDAL MY FATHER OLD NAME NABICADDIN MANDAL R/o SHYAMNAGAR PO GARAPATA PS HANSKHALI DIST NADIA. HAVE CHANGED MY FATHER NABICADDIN MANDAL TO LATE NABICHADDIN MONDAL(NEW NAME) AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE RENAGHAT COURT ON 13-5-25. MY FATHER NABICHADDIN MONDAL AND LATE NABICADDIN MONDAL IS SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SEKH AZHARUDDIN (OLD NAME) S/o- JAMIRUDDIN SK, RESIDENT AT, VILL-BAROBHEGE, PO-HARANAGAR, P.S-NAKASHIPARA, DIST-NADIA, 741137, I HAVE CHANGE MY NAME AZHARUDDIN SK (NEW NAME) I SHALL BE KNOWN AS AZHARUDDIN SK VIDE AFFIDAVIT BEFORE THE NOTRY AT KRISHNAGAR ON 13/05/2025. AZHARUDDIN SK AND SEKH AZHARUDDIN SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Golam Nabi Ali (Old Name) S/O– Kalo Sekh resident of Vill- Dahakula , Po-Dharmada , PS- Nakashipara , Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741138 do hereby decrale that I have changed my name from Golam Nabi Ali to Golam Nabi Sekh and hencefort I shall be known as Golam Nabi Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/05/2025 . My name Golam Nabi Sekh & Golam Nabi Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk Abdur Razzak (Old Name) S/o Sk Karam Ali Residing at Chata Kalikapur, Chatakalikapur, Thakurpukur Mahestola, District- South 24 Parganas, Pin - 700140 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Abdur Rajjak (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 008/2025 Dated 13-05-2025. Sk Abdur Razzak (Old Name) and Sk Abdur Rajjak (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sanjay Kumar Kanodia Kanoria (Old Name) S/o Ramgopal Kanoria Residing at Parijat Bldg, Flat-43, 24A, Shakespeare Sarani, Vtc+P.o - Circus Avenue District- Kolkata, Pin- 700017 West Bengal shall henceforth be known as Sanjay Kanoria (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10/2025 Dated 13-05-2025. Sanjay Kumar Kanodia Kanoria (Old Name) and Sanjay Kanoria (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kartick Sahoo alias Kartik Sahoo (Old Name) S/o Bhim Sahu Residing at Bhogpur, Bhogpur, Sub District - Panskura-II, District- Purba Medinipur, Pin- 721151 West Bengal shall henceforth be known as Kartik Sahu (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 12/2025 Dated 13-05-2025. Kartick Sahoo, Kartik Sahoo (Old Name) and Kartik Sahu (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Raju Sahu (Old Name) S/o Kartik Sahu Residing at Bhogpur, Vtc+P.o - Bhogpur, Sub District - Panskura-II, District- Purba Medinipur, Pin- 721151 West Bengal shall henceforth be known as Raju Sahoo (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 11/2025 Dated 13-05-2025. Raju Sahu (Old Name) and Raju Sahoo (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Basudev Mondal S/o Late Nidu Mondal Residing at Vill - Umapur, P.o - Chandamari, P.s - Chakdah, District - Nadia, Pin - 741245 West Bengal India shall henceforth be known as Basudeb Mondal. I declare that Basudev Mondal and Basudeb Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-05-2025.

Name Change

I, Rubab Hossain W/o Syed Shakir Hossain Residing at 52/1, Mofidul Islam Lane, P.o - Entally, P.s - Beniapukur, District - Kolkata, Pin - 700014 West Bengal India shall henceforth be known as Rubab Irm. I declare that Rubab Hossain and Rubab Irm is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-05-2025.

সুচিকিৎসা মাসিক পত্রিকা

Name Change

I, Sk Sujaur Rahman (Old Name) S/o Sk Abdur Rajjak Residing at Chata Kalikapur, Chatakalikapur, Thakurpukur Mahestola, District- South 24 Parganas, Pin - 700140 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sekh Sujaur Rahaman (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 009/2025 Dated 13-05-2025. Sk Sujaur Rahman (Old Name) and Sekh Sujaur Rahaman (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Noor Salam Khamaru (পুরাতন নাম) পিতা Mosaraf Khamaru ঠিকানা Iyarpur, P.o - Iyarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 743513 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 13-05-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nur Salam Khamaru (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nur Salam Khamaru (নতুন নাম) ও Noor Salam Khamaru (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Shila Mandal (old name) wife of Apurba Mondal, residing at Vill & P.O – Chickrand, P.S – Chanditala, Hooghly Rural, Pin: 712304, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Shila Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/05/2025. Shila Mandal (old name) and Shila Mondal (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohamad Mostafa Middya resident of Vill.Dhapdhara, P.O. Ankri Srirampur, P.S. Pursurah, Hooghly-712401 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Mohamad Mostafa Middya instead of Md. Mostafa Middya and my wife's actual name Tasnim Middya instead of Tasnim Begam which is wrongly recorded in my son's(Tousif Middya) Birth Certificate (No. 190, dt. 1.7.2010) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 13/05/2025. Mohamad Mostafa Middya and Md. Mostafa Middya both are the same and one identical person.

Name Change

I, UNUSH MONDAL (OLD NAME) S/O LATE ATIYAR RAHAMAN MONDAL, RESIDING AT VILL-SHAKDAHA,PO-SHAKDAHA JADABPUR, PS-SWARUPNAGAR, DIST-24 PARGANAS NORTH,PIN-743273,WEST BENGAL,INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS IUNUCH ALI MONDAL(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2025.UNUS MONDAL(OLD NAME) AND IUNUCH ALI MONDAL(NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SK ABDUL RAZZAQUE (OLD NAME) S/O LATE SK RAJAB ALI,RESIDING AT VILL & PO-CHATTA KALIKAPUR, PS-MAHESHTALA, DIST- 24 PARGANAS SOUTH, PIN-700140, WEST BENGAL, INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ABDUL RAZZQUE(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/05/2025.SK ABDUL RAZZAQUE (OLD NAME) AND SK ABDUL RAZZQUE(NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Suraman Sekh (Old Name) S/O– Amed Sekh resident of Vill-Hatpara Dakshi , Po-Hazarpur Nabagram , Ps- Kandi , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742137 do hereby decrale that I have changed my name from Suraman Sekh to Suman Sekh and hencefort I shall be known as Suman Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/05/2025. My name Suman Sekh & Suraman Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Ria Podder (Old Name) W/O–Debopriyo Sanyal resident of Vill-Bajar Road, Po-Nabadwip, PS- Nabadwip, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741302 do hereby decrale that I have changed my name from Ria Podder to Riya Poddar and hencefort I shall be known as Riya Poddar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/05/2025 . My name Riya Poddar & Ria Podder both are same and one identical person.

Name Change

I, Minaj Sekh (Old Name) S/O–Asraful Sekh resident of Vill-Maraghati , Po-Bhattabati , PS-Nabagram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742149 do hereby decrale that I have changed my name from Minaj Sekh to Minaj Sk and hencefort I shall be known as Minaj Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/05/2025 . My name Minaj Sk & Minaj Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Kanika Mondal (Old Name) W/O–Chiranjib Mondal resident of Haritala, PS-Hanskhali , Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741502 do hereby decrale that I have changed my name from Kanika Mondal to Kanika Mondal Roy and hencefort I shall be known as Kanika Mondal Roy (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/05/2025 . My name Kanika Mondal Roy & Kanika Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Alauddin Hossain Sk & Alaluddin Hossain Sekh (Old Name) S/O– Golam Nabi Sekh resident of Vill- Dahakula , Po-Dharmada , PS-Nakashipara , Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741138 do hereby decrale that I have changed my name from Alauddin Hossain Sk & Alaluddin Hossain Sekh to Alauddin Hossain Sekh and hencefort I shall be known as Alauddin Hossain Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/05/2025 . My name Alauddin Hossain Sekh (new name) & (old name) Alauddin Hossain Sk & Alaluddin Hossain Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Ajijul Seikh (Old Name) S/O–Haidar Ali Sk resident of Vill- Garabasa , Po-Daulatabad , PS- Daulatabad , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742302 do hereby decrale that I have changed my name from Ajijul Seikh to Ajijul Sk and hencefort I shall be known as Ajijul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/05/2025 . My name Ajijul Sk & Ajijul Seikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdur Rauf Rahaman Ali (Old Name) S/O– Golam Nabi Sekh resident of Vill- Dahakula , Po-Dharmada , PS- Nakashipara , Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741138 do hereby decrale that I have changed my name from Abdur Rauf Rahaman Ali to Abdur Rauf Rahaman Sekh and hencefort I shall be known as Abdur Rauf Rahaman Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/05/2025 . My name Abdur Rauf Rahaman Sekh & Abdur Rauf Rahaman Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Khalek Sekh & Khalek Sk (Old Name) S/O–Sahaman Shekh resident of Vill-Kutubpur , Po-Kashimnagar , PS- Murarai , Dist-Birbhum, West Bengal, Pin- do hereby decrale that I have changed my name from Khalek Sekh & Khalek Sk to Abdul Khaleque Shekh and hencefort I shall be known as Abdul Khaleque Shekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/05/2025 . My name Abdul Khaleque Shekh (new name) & (old name) Khalek Sk & Khalek Sekh both are same and one identical person.

সংঘর্ষবিরতি ভাঙতে সিন্ধুর জলকে অস্ত্র করল পাকিস্তান!

নয়াদিল্লি, ১৩ মে ঃ অপারেশন সিঁদুরে নাক কাটা গিয়েছে, তবুও শোধরানোর নাম নেই পাকিস্তানের। চারদিনের লড়াইয়ের পর দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি সম্পন্ন হলেও তা ভাঙতে ফের তৎপর শাহবাজ সরকার। সম্প্রতি এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী জানালেন, সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে যদি সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে এই ঘটনাকে যুদ্ধ হিসেবে দেখা হবে। সমস্যায় পড়তে পারে দুই দেশের সংঘর্ষবিরতি। অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি হলেও সিন্ধুর জল নিয়ে অনড় অবস্থান ভারতের। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সিন্ধুর একফোঁটা জলও পাকিস্তানকে দেওয়া হবে না। সোমবার রাতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও স্পষ্টভাবে পাকিস্তানকে সে বার্তা দিয়ে দিয়েছেন। কড়া সুরে মোদি বলেন, রক্ত ও জল একসঙ্গে বইবে না। পহেলগাঁও হামলার পরই স্থগিত হয়েছে সিন্ধু জলচুক্তি। বর্তমান সংঘর্ষবিরতিতে পাকিস্তান আশা করছিল ভারতের সঙ্গে আলোচনায় এই স্থগিতাদেশ হয়তো তুলে নেবে মোদি সরকার। তবে 'রক্ত ও জল একসঙ্গে বইবে না' বলে যে বার্তা মোদি দিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট যে সিন্ধু জলচুক্তি থেকে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারে পুরোপুরি তালা লাগিয়ে দিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই ডামাডোলের মাঝেই সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাক মন্ত্রী ইশক দার বলেন, যদি ভারত সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে সদর্থক পদক্ষেপ না করে, তা হলে তা যুদ্ধ বা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করবে পাকিস্তান। এই ধরনের পরিকল্পনা সংঘর্ষবিরতির উপর হামলা হিসেবে দেখবে পাকিস্তান। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হতে চলা আগামী বৈঠক সিন্ধু জলচুক্তির উপরেই হওয়া উচিত বলে জানান পাক মন্ত্রী। শুধু তাই নয়, জম্মু ও কাশ্মীর ইস্যুতেও মুখ খোলেন ইশক দার। কাশ্মীর সমস্যাকে সীমান্তে উত্তেজনার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে পাক বিদেশমন্ত্রী বলেন, কাশ্মীর সমস্যার যদি কোনও সদর্থক সমাধান না হয় তাহলে ওখানে স্থায়ী শান্তি আসা কঠিন। যদিও ইশক দার ভারতের সঙ্গে সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে আলোচনার কথা বললেও, গতকালই মোদি ঠিক করে দিয়েছেন পাকিস্তানের সঙ্গে ঠিক কোন ইস্যুতে আলোচনা হবে। আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশের সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার যে বার্তা ভারতকে গোটা বিশ্ব দিচ্ছে সে প্রসঙ্গে মোদি বলেন, বিশ্বকে বলব, পাকিস্তানের সঙ্গে যদি কোনও কথা হয়, তাহলে সেটা হবে সন্ত্রাস বন্ধ নিয়ে। কথা যদি হয় তবে তা হবে শুধুমাত্র পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই।

আমেরিকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ২ ভারতীয় পড়ুয়ার

১৩ মে ঃ আমেরিকার ল্যানকাস্টারে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জন ভারতীয় পড়ুয়ার। মৃতদের নাম সৌরভ প্রভাকর (২৩) এবং মানব প্যাটেল (২০)। নিউ ইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁদের দেহ যত দ্রুত সম্ভব ভারতে ফেরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, মৃতেরা ওহাইয়োর ক্লিভল্যান্ড স্টেট বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।পেনসিলভেনিয়া পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গত শনিবার সকাল সাতটা নাগাদ কোকালিকো টাউনশিপের (পূর্ব) কাছে তাঁদের গাড়িটি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের একটি গাছে ধাক্কা মারে। এরপরই সেটি ছিটকে গিয়ে সামনের একটি সেতুতে সজোরে আঘাত করে। চালকের আসনে ছিলেন সৌরভ। অন্যদিকে, মানব তাঁর পাশেই বসেছিলেন।ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কিন্তু কী কারণে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সৌরভ এবং মানব ছাড়াও তাঁদের গাড়িতে অন্য এক যুবক ছিলেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আপাতত সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন। তবে যুবকের পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। সৌরভ এবং মানবের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জেরেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই দুর্ঘটনার পরই নিউইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাসের তরফ থেকে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে।

লিয়েন্ডার পেস কে মর্যাদাপূর্ণ পি. সি. চন্দ্র পুরস্কার ২০২৫ দিয়ে সম্মানিত করা হল

কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা টেনিস

খেলোয়াড় শ্রী লিয়েন্ডার পেস কে ৩২ তম পি. সি. চন্দ্র পুরস্কার ২০২৫ দিয়ে সম্মানিত করা হল। ৩২ তম পি. সি. চঃন্দ্র পুরস্কার। পি. সি. চন্দ্র গ্রুপ-এর উদ্যোগে প্রবর্তিত এই সম্মাননা বিভিন্ন ক্ষেত্রের অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি জানায় এবং প্রতিষ্ঠাতা শ্রী পূর্ণ চন্দ্র চন্দ্রের দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান জানায়।এই পুরস্কারের সঙ্গে ₹২০ লক্ষ টাকার করমুক্ত সম্মান রাশি প্রদান করা হয়, এবং এটি দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সম্মান হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রতিষ্ঠাতার জন্মদিনে প্রতি বছর এই পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। ১৯৯৩ সালে সূচিত হওয়ার পর থেকে এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন বহু জাতীয় ব্যক্তিত্ব, যেমন-গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ, নোবেলজয়ী শ্রী কৈলাশ সত্যার্থী, প্রখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী আশা ভোঁসলে, ডাঃ দেবী শেঠি, শ্রী কপিল দেব, উস্তাদ আমজাদ আলি খান, শ্রীমতী মেরি কম, শ্রী সোমনাথ এস প্রমুখ।এই বছরের পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রী লিয়েন্ডার পেজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় টেনিসের এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি, যার ঝুলিতে রয়েছে ১৮টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা ও একটি অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক। ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন উকর্ষ সাধন এই পুরস্কারের মূল ভাবনা প্রতিফলিত করে।অনুষ্ঠানে পি. সি. চন্দ্র জুয়েলার্স-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী উদয় কুমার চন্দ্র বলেন, খেলাধুলায় শ্রী লিয়েন্ডার পেসের তুলনাহীন অবদানের জন্য তাঁকে সম্মান করতে পারা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। পি. সি. চন্দ্র পুরস্কার তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, যাঁরা সমাজে অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন, আর আজকের এই সন্ধ্যা আমাদের প্রতিষ্ঠাতা মূল্যের প্রতিচ্ছবি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সুবীরানন্দজি, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পি. সি. চন্দ্র গ্রুপ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী অরুণ কুমার চন্দ্র, পি. সি. চন্দ্র জুয়েলার্স-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী উদয় কুমার চন্দ্র, এবং চন্দ্র'স গ্রিন প্রোজেক্টস লিমিটেড-এর ডিরেক্টর শ্রী অভিজিৎ লাহা, গণমাধ্যম প্রতিনিধিগণ, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং শ্রদ্ধেয় গ্রাহকবন্দদ, যাঁদের নিরন্তর সমর্থনই এই গ্রুপের সাফল্যের মূল ভিত্তি।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, কিয়েভের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব পুতিনের

১২ মে ঃ ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষবিরতির পর এবার কি থামবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ? দীর্ঘ তিন বছর ধরে যুদ্ধ চলার পর অবশেষে মুখোমুখি ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আগামী ১৫ মে ইস্তানবুলে আলোচনায় বসতে চেয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। তারপর থেকে একাধিক উদ্যোগ সত্ত্বেও মুখোমুখি বসে যুদ্ধ থামানো নিয়ে আলোচনা করতে

রাজি হননি দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। এহেন পরিস্থিতিতে শনিবার গভীর রাতে পুতিন বলেন, ইউক্রেনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে আগ্রহী রাশিয়া। যুদ্ধের কারণগুলি সমূলে উখাত করার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ফেরানো-এই দুই লক্ষ্য নিয়েই আলোচনায় বসতে চান পুতিন। তিন বছর পেরিয়ে গিয়েছে। হামলা পাল্টা হামলায় একে অপরকে রক্তাক্ত করছে রাশিয়া-ইউক্রেন। প্রাণ হারাচ্ছেন নিরীহ মানুষ। দু'দেশের সংঘাতের বলি নিষ্পাপ শিশুরাও। জো বাইডেনের জমানায় মস্কোর অভিযোগ ছিল, রণক্ষেত্রে কিয়েভকে মদত দিচ্ছে আমেরিকা। কিন্তু এখন ক্ষমতায় ফিরেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বদলে ফেলেছেন হোয়াইট হাউসের রুশনীতি। ইউক্রেনকে তুলোধোনা করতেও ছাড়ছেন না। কিন্তু তিনি চান, এই যুদ্ধ এখনই থামুক। কিন্তু শত চেষ্টা করেও এখনও তিনি দু'দেশের মধ্যে শান্তি ফেরাতে পারেননি। প্রসঙ্গত, জেলেনস্কির আগে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ। তিনিই ছিলেন ক্রেমলিনের 'চোখের মনি'। তাঁর শাসনকালে দু'দেশের সম্পর্ক এতটা তিক্ত ছিল না। চলত দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধও। এই প্রাক্তন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টকেই ফের কিয়েভের মসনদে বসাতে চেয়েছিল মস্কো। কিন্তু ক্ষমতায় আসেন জেলেনস্কি। তিনি ইউরোপীয় বিশ্বের সঙ্গে সখ্য বাড়াতেই রাশিয়া-ইউক্রেনের সম্পর্ক একেবারে খাদে পড়ে যায়। তারপর ২০২২ সালে যুদ্ধ শুরু হয়। তারপর দীর্ঘ চেষ্টা সত্ত্বেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানো যায়নি। এবার কি পুতিনের ডাকে তা সম্ভব হবে কি। প্রশ্ন উঠছে।

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

The Forest Friendly Company

রেজি. অফিসঃ ৯ ফিয়ার্স চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১

ফোন নং.ঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪, ফ্যাক্স নং.ঃ (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫

ইমেলঃ corp@duroply.com, ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in

সিআইএনঃ এল২০২১১ডব্লুবি১৯৫৭পিএলসি০২৩৪৯৩

নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর উদ্ধৃতি ৩১শে মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(টাকা লক্ষে)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	১০৬৩৪.৬০	৮৪৪৫.৮৪	৩৭১৭৯.১৫	৩২৩৪২.৩০
২	সাধারণ কর-পূর্ব কার্যকলাপ থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি)	৬২৪.৫৫	(২২৬.১০)	৬৮৫.৭৫	১০০.০০
৩	সাধারন কর-পরবর্তী কার্যকলাপ থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি)	২৭৩.৪৫	(১২৩.৩৭)	৭৭৭.০০	১০০.৭৫
৪	সময়কালের জন্য মোট সমন্বিত আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য সমন্বিত আয় (কর-পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	২৫১.৯৪	(১৬২.৯৮)	৭২২.৬৪	৪৯.৮৯
৫	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	৯৮৬.৫৯	৯৮৬.৫৯	৯৮৬.৫৯	৯৮৬.৫৯
৬	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)			১২৩৬৭.৯৯	১১৬৫৭.৮৬
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য) (বার্ষিক নয়) [টাকায়]				
	মিশ্র	৪.২২	(১.৪৩)	৭.৮৮	১.১৫
	মৌলিক	৩.৮৩	(১.৪২)	৭.১৬	১.২৫

মন্তব্যঃ

১. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.duroply.in-এ পাওয়া যাবে।

২. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১৩ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৩. ৩১শে মার্চ ২০২৫ এবং ৩১শে মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত বছরের পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

৪. আর্থিক ফলাফলগুলি ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ৩৪ - অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক প্রতিবেদন, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তিপ্রাপ্ত, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধি, ২০১৫ এর সাথে পঠিত হয়, এবং ভারতে সাধারণত গৃহীত অন্যান্য অ্যাকাউন্টিং নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৫. অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দের মাধ্যমে ইক্যুইটি শেয়ার এবং ওয়ারেন্ট ইস্যুঃ

ক. প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারের অভিহিত মূল্যের ১১,৭৭,৩৩৬টি ইক্যুইটি শেয়ার, যার মূল্য ২০৩/- টাকা, প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারের মোট মূল্য ২৩৮৯.৯৯ লক্ষ টাকা।

খ. ৯,৮৫,২২০টি ওয়ারেন্ট, যার প্রতিটিতে ১০/- টাকার ১ (এক) ইক্যুইটি শেয়ার সাবস্ক্রাইব করার অধিকার রয়েছে, যার মোট মূল্য ২১৯৯৯.৯৯ লক্ষ টাকা, প্রতি ওয়ারেন্টের মোট মূল্য ৫০.৭৫ টাকা, যার পরিমাণ ওয়ারেন্ট সাবস্ক্রিপশন অর্থের জন্য ২৫ শতাংশ প্রতি ওয়ারেন্টের ইস্যু মূল্যের ৭৫ শতাংশ, যার পরিমাণ ১৫০০/- লক্ষ টাকা, তার অবশিষ্ট পরিমাণ ১৮ মাসের মধ্যে যেকোনো সময় ওয়ারেন্ট বরাদ্দের তারিখ থেকে এক বা একাধিক কিস্তিতে অর্থাৎ ২৭শে মার্চ ২০২৪ তারিখে প্রদেয় হবে। ওয়ারেন্টের বিপরীতে প্রাপ্ত পরিমাণ ফলস্বরূপ ইক্যুইটি শেয়ারের ইস্যু মূল্যের সাথে সমন্বয় / সেট অফ করা হবে।

৬. ব্যতিক্রমী বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত আবগারি শুল্ক ফেরত, যা ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখের আদেশ অনুসারে, কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগ-ডিব্রুগড় কর্তৃক জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে বছরে প্রাপ্ত প্রাপ্য অগ্রিম, যা ৩১৪.৬৪ লক্ষ টাকা, তাও অন্তর্ভুক্ত।

৭. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ পুনঃগোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
স্বা/-
অখিলেশ চিতলাঙ্গিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৩১২০৪৭৪

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩ই মে, ২০২৫

নাম পরিবর্তন

আমি Rabiul Hossein Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Panchkari Mandal ঠিকানা Vill - Ramnagar, P.o - Kumari Ramnagar, P.s - Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 13-05-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rabiul Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rabiul Mandal (নতুন নাম) ও Rabiul Hossein Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Viral Shah (Old Name) S/o Rashmikant Shah Residing at Flat-1B, Rajrajeshwari Appartment, 8B Rammoy Road, Paddapukur, P.o - Bhawanipore, District - Kolkata, Pin- 700025 West Bengal India shall henceforth be known as Viral Rashmikant Shah (New Name). I declare that Viral Shah (Old Name) and Viral Rashmikant Shah (New Name) is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-05-2025.

Name Change

, Minal Shah (Old Name) W/o Viral Rashmikant Shah Residing at Flat-1B, Rajrajeshwari Appartment, 8B Rammoy Road, Paddupukur, P.o - Bhawanipore, District - Kolkata, Pin- 700025 West Bengal India shall henceforth be known as Minal Viral Shah (New Name). I declare that Minal Shah (Old Name) and Minal Viral Shah (New Name) is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-05-2025.

রেকর্ড ভিড় দীঘায়, জগন্নাথধামে জনপ্লাবন! হিমশিম নিরাপত্তারক্ষীদের

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ১৩ মে ঃ একদিকে ভারত-পাক সংঘাতের আবহ, সেই সঙ্গে চাঁদিফাটা রোদ, তা সত্ত্বেও দিঘায় জগন্নাথ দর্শনে লম্বা

লাইন। চারদিনের টানা ছুটিতে মন্দিরে জনপ্লাবন। রেকর্ড ভিড় সমুদ্র সৈকত দীঘায়। পিছিয়ে নেই এই সার্কিটের মন্দারমণি, তাজপুরও। গত শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ছিল টানা চারদিনের ছুটি। ফলে দারুণ ব্যবসা হয়েছে বলে দাবি হোটেল ব্যবসায়ীদের। ভিড় ছিল জগন্নাথ মন্দিরেও। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছেন জগন্নাথ মন্দিরের সামনে। কারণ, একটু রোদের তাপ বাড়লে পাথরে পা রাখা যাচ্ছে না। তাতেও ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীদের। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে নিরীহ পর্যটকদের উপরে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের গুলি চালানোর ঘটনা ঘিরে উত্তাল দেশ। দুই পড়শি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের আবহে পর্যটকরা উত্তর ভারতের পাহাড়-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করার আশা শিকেয় তুলে রাতারাতি নজর ঘুরিয়েছেন নিজের রাজ্যের পর্যটনের দিকে। দেশের এই আবহে টানা বাইরে থাকাটা ঠিক মনে করছেন না অনেকেই। তাই পাহাড় থেকে দ্রুত নামছেন পর্যটকরা। এখন জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দিঘা শুধু বেড়ানোর জায়গায় নেই, তীর্থক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। ৩০ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে দীঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর থেকেই পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়তে শুরু করে। শুরুর দিকে পর্যটকদের আগ্রহ ছিল নতুনভাবে তৈরি হওয়া মন্দির দর্শনে। এখন নিত্যপুজো দেওয়ার জন্য সকাল থেকে চোখে পড়ছে লম্বা লাইন। দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে পুজোর দায়িত্বে থাকা ইসকনের কলকাতা শাখার ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস বলছেন, শেষ চারদিনে ৫ লক্ষের বেশি পুণ্যার্থী দীঘায় জগন্নাথ দর্শন করেছেন। এখনও পর্যন্ত একটাই ভোগের দোকান থাকায় দর্শনার্থীদের সমস্যা হচ্ছে। তবে ওঁরা অন্য দোকান থেকেও ফল-মিষ্টি কিনে এনে ভোগ দিতে পারেন। এখনও পুরো ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। একটু সময় লাগবে। তারপরেই সমস্যাগুলো মিটে যাবে। দীঘা- শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম-সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, এমনিতেই সপ্তাহান্তে ভিড় বাড়ে দীঘায়। তবে সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে নিরাপদ দীঘা এবং মন্দারমণির সৈকতে পর্যটকদের ব্যাপক ভিড় হয়েছে। হোটেল হাউসফুল হয়েছে। তবে এই ব্যাপক ভিড়ের পিছনে জগন্নাথ দর্শনের উদ্দেশ্য রয়েছে। জগন্নাথ প্রভুর কৃপায় দীঘার ব্যবসায়ীরা খুশি। মন্দারমণির এক হোটেলের মালিক বলেন, দীর্ঘ কয়েক বছর পরে গরমের ছুটিতে মন্দারমণিতে পর্যটকদের ভিড় বেড়েছে। গরম কিছুটা কম হলে হয়তো সেই ভিড় আরও বেশি হত।

পুনরায় বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৩ মে ঃ আবারও সামসেরগঞ্জে বোমা উদ্ধার। এবার সামসেরগঞ্জের পূর্ব দেবীদাসপুরের একটি আমবাগান থেকে দুই বালতি তাজা বোমা উদ্ধার করলো জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। সোমবার রাতেই উদ্ধার করা হয় বোমাগুলো। মঙ্গলবার সকালে খবর জানাজানি হতেই এলাকাজুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। জায়গা ঘিরে রেখেছে পুলিশ। খবর দেওয়া হয়েছে বোম স্কোয়াড টিমকে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি কাবেরী দত্ত স্বামী দীপক কুমার দত্ত সাং আনন্দনগর, পশ্চিম শান্তিনগর, নিশ্চিন্দা, হাওড়া।
বিশ্বরঞ্জন গায়েন, পিতা গদাধর গায়েন এর নিযুক্ত আমমোক্তার (১) মদন সামন্ত পিতা লক্ষণ সামন্ত (২) হারু সামন্ত পিতা- গোবর্দ্ধন সামন্ত এর নিকট A.D.S.R, হাওড়া অফিসে 625/12 আমোক্তা নিযুক্ত করেন, যার মৌজা, চকপাড়া, হাল দাগ ১৪৪ জমি ০.০১৭৪ শতক, দলিল নং 10825 Date 28.10.2021 A.D.S.R. Howrah দলিলমূলে ক্রয় করি যার কেস নং. MN/ 2025/0503/4242 কাহারো কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল এ্যান্ড এল.আরও অফিসে আপীল করতে পারেন।

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice are invited vide NIT No.: 8/MGP/ XVFC /2025 (2 nos Crematorium) Dated **13.05.2025.** Bid Submission Start Date (Online)-**13.05.2025 (18.00 hrs)**, Closing Date (Online): **21.05.2025 (13.00 hrs).** Bid Opening Date (Online): **21.05.2025 (13.00 hrs).** Please look for details on **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Thanking You.

Sd/-
Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

লামডিং মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসআর.ডিইই/এলএমজি/০৮ অফ ২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল/এলএম/২৫-২৬/০৫। কাজের নামঃ** লামডিং মণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন ত্রুতিপূর্ণ ট্রান্সফর্মারের রিওয়াইণ্ডিং/মেরামত, পুনঃনির্মাণ, পরীক্ষণ কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৫৮,৯১,২৮৪.৪৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,২৯,৫০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০২-০৬-২০২৫** তারিখের **১১.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ০২-০৬-২০২৫** তারিখের **১১.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী **০২-০৫-২০২৫** তারিখের **১১.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জি এণ্ড সিএইচজি, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিবেবায়"

১৩২/২৭ কেভি স্ট্যাণ্ডবাই পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. আরটি_৮_টিআরডি_১২_২০২২-২৩ তারিখঃ ০৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেণ্ডার আহ্বান করছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. আরটি_৮_টিআরডি_১২_২০২২-২৩। কাজের নামঃ** টিএসএস/কাটিহারে সিঙ্গল ফেজ ২১.৬/৩০.২৪ এমভিএ, ওএনএএন/ওএনএএফ, ১৩২/২৭ কেভি স্ট্যাণ্ডবাই পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৯৪,১১,৩৪৯.৮৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৮৮,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৬-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ০৩-০৬-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিবেবায়"

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN - L01132WB1893PLC000742
রেজি. অফিস ঃ ১৫ বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ২২৪৮ ৭৬৮৫, ২২১০- ০৫৪০, ফ্যাক্স ঃ ৯১- ৩৩-২২১০- ০৫৪১
ইমেলঃ info@tonganitea.com, ওয়েবসাইট ঃ www.tonganitea.com,

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৫ পরীক্ষিত	বর্ষ থেকে তারিখ পরিসংখ্যান ৩১.০৩.২৫ পরীক্ষিত	পূর্ব বর্ষে ৩ মাস শেষ হয়েছে ৩১.০৩.২০২৪ পরীক্ষিত
১.	মোট কারবার থেকে আয়	৫৮.৮৬	৯২৪.৬৮	৪৩.০৫
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অসাধারণ আইটেম)	(১৮৪.৫০)	৬৪.০৯	(১৩৭.১২)
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (ট্যাক্সের আগে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১৮৪.৫০)	৬৪.০৯	(১৩৭.১২)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) (ট্যাক্স পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১৯২.৭৬)	৫৫.৮৩	(১৩৯.০৫)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় সময়কাল [লাভ সমন্বিত / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)]	(১৯৩.০১)	৫৫.৫৮	(১৩৬.১৯)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস মূল্য ১০ /- টাকা প্রতি)	১৮.৫৮	১৮.৫৮	১৮.৫৮
৭.	অন্যান্য মূলধন (Ind AS অনুযায়ী)	১২৪৭.০৯ তারিখ ৩১.৩.২৫	১২৪৭.০৯ তারিখ ৩১.৩.২৫	১২৪৭.০৯ তারিখ ৩১.৩.২৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- প্রতিটি) ক) মূল খ) মিশ্র	(১০৩.৭৫) (১০৩.৭৫)	৩০৫৫ ৩০৫৫	(৭৪.৮৪) (৭৪.৮৪)

বিঃদ্রঃ
ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টকে উপলব্ধ এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটঃ www.cse-india.com। এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://tonganitea.com/ pdf/safr_mar_2025.pdf।
খ) উপরোক্ত নিরীক্ষিত ফলাফলগুলি ১৩ই মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং অনুমোদিত হয়েছে।

তারিখঃ ১৩ মে, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

স্বা / - মনোজ কুমার দাগা
চেয়ারম্যান
DIN:00123386

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানে নতুন বিপত্তি! রাস্তায় নেমেছেন শতাধিক মহিলা

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১৩ মে ঃ ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে চরম বিক্ষোভ। মঙ্গলবার সকাল থেকে বিক্ষোভ শুরু করেছেন জমি দিতে অনিচ্ছুক বাসিন্দারা। বিক্ষোভকারীদের বোঝাতে ঘাটালে চলছে প্রশাসনিক বৈঠক। অন্যদিকে, ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের বিরুদ্ধে গলায় প্লাকার্ড ঝুলিয়ে আন্দোলনে সামিল শিলাবতী নদীর পাড়ে বসবাসকারী শতাধিক মহিলা। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের বিরুদ্ধে ঘাটাল ও দাসপুরে একাধিকবার বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে। তাঁদের দাবি, উন্নয়নের নামে আদতে ঘাটালবাসীদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান তাঁরা। ঘাটাল পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ড কৃষ্ণনগর এলাকার শতাধিক মহিলা বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। তাদের দাবি, মাস্টারপ্ল্যান হোক কিন্তু ঘরবাড়ি, দোকান সব বাঁচিয়ে। রাজ্য বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ার পর শুরু হয়েছে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কাজ। বিক্ষোভ থামাতে যে বৈঠক হচ্ছে, সেখানে ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, জেলা সেচ দফতরের আধিকারিক উত্তম হাজরা, মাস্টারপ্ল্যান মনিটারিং কমিটির সদস্য তথা জেলা পরিষদের কৃষি ও সেচ কর্মাধক্ষ্য আশিস হুদাইত, ঘাটালের মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, দাসপুরের বিধায়ক। এই বিষয়ে জেলা সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি বলেন, অনেক মানুষ জেলাশাসকের কাছে তাদের সমস্যার কথা বলে এসেছেন। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে এই আলোচনা চলছে।

দীর্ঘক্ষণ রেলগেট পড়ে থাকায় যাত্রী হয়রানি, সরব এলাকার মানুষ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ মে ঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগর বেলেডাঙ্গা রেলগেট, বর্তমানে এই রেলগেট নিয়েই বহু চর্চা। জনবহুল রাস্তা তৎসহ জেলা হাসপাতালের একমাত্র আসার পথ এই রেলগেটের উপর দিয়েই। তবে দীর্ঘক্ষণ রেলগেট পড়ে থাকার কারণে কখনো যাত্রী হয়রানি কখনো বা রোগীরা সময়মতো পৌঁছাতে পারছেন না হাসপাতালে। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে রোগীর পরিবারদের। একাধিকবার এই রেল গেটের কাছে আন্ডার ৫ কিনবা ওভারব্রিজের দাবি করেছিলেন শহরবাসী। ভোট এসেছে ভোট গেছে, প্রতিশ্রুতি মিললেও কাজ হয়নি কোন। অপরদিকে যানজট বেড়ে যাওয়ার কারণে নিত্যদিন বেড়েই চলেছে মানুষের হয়রানি। সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সকলেই আজ এই রেলগেট নিয়ে হয়েছেন সরব। দ্রুত সুরাহা করুক রাজ্যের সরকার কিংবা কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। নিত্যদিনের হয়দানী থেকে মুক্তি পাক রোগীর পরিবার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ও নিত্যযাত্রীরা। তবে ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আবারও রাজ্য সরকার এবং কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র কে কটাক্ষ করতে চাননি বিজেপি। তাদের দাবি সাংসদ হওয়ার পর থেকে একাধিকবার তিনি এই বিষয়টি জানলেও কোন পদক্ষেপ তিনি নেননি অপরদিকে ব্যবসায়ীদের জন্য কথা বলে লোকসভায়। অতি দ্রুত যদি এই সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়বে সরকারের উচিত সাধারণ মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করার কিন্তু বর্তমানে তারা করছেন না। এই নিয়ে বিজেপি একাধিকবার আন্দোলন করলেও সরকার কোনো রকম পদক্ষেপ নেয়নি। তবে ভবিষ্যতে বিজেপি আরো বড় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের চাহিদা কিভাবে পূরণ করা যায় তার জন্য লড়াই করবে। অপরদিকে তৃণমূলের দাবি বিগত দিনে তাপস পাল বর্তমান সংসদ মহুয়া মৈত্র দুজনেই এই সমস্যার কথা -রেল দফতরকে জানিয়েছে কিন্তু রেল দপ্তর উদাসীন তাই সাধারণ মানুষের অসুবিধা এবং এলাকার যানজট বাড়ছে এবং দিনকে দিন বাড়বে। অবিলম্বে রেল দপ্তর যদি কিছু না করে তাহলে সত্যিই সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে।

চিতার হামলায় জখম ৩, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ মে ঃ জলপাইগুড়ির রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলাবাড়ি - লালবাড়ি গ্রামে চিতাবাঘের হামলায় এক পুলিশ কর্মী সহ-জখম হয়েছেন তিনজন। তাঁদের মধ্যে একজনকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকি দু'জনকে দক্ষিণ হাঁসখালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চিতাবাঘটি একটি পাট খেতে ছিল বলে জানা গেছে। আচমকাই সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশ কর্মীদের আক্রমণ করে। এরপর মঙ্গলবার দুপুরের দিকে চিতাবাঘটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করে তাকে নিয়ে যান বনকর্মীরা।

ভয়ংকর কালবৈশাখীর দাপটে ক্ষতিগ্রস্থ ৮ টি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৩ মে ঃ ভয়ংকর কালবৈশাখী ঝড়ের দাপটে ক্ষয়ক্ষতি কালনা ২ নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অকাল পৌষ, বড়ধামাস, আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েত সহ ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। কালনা ২ নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালা গ্রামে কালবৈশাখী ঝড়ের দাপটে ইলেকট্রিকের পোল ভেঙ্গে যায় এবং বেশ কিছু জায়গায় ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে যায় ফলে অন্ধকারে গ্রাম্য এলাকা ডুবে যায়। পাশাপাশি গোপালদাসপুর, বড়ধামাস পঞ্চায়েতের বিরুহা, বাড়ডেলিয়া সহ একাধিক জায়গায় ইলেকট্রিকের পোল ভেঙে গিয়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ফলে কালনা দু'নম্বর ব্লক এলাকায় ঘন অন্ধকার নেমে আসে, মঙ্গলবার বিকাল চারটে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত বৈদ্যপুর গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই এর তথ্য অনুযায়ী শুধু গ্রামে পোল ভাঙ্গে ছাপ বৃষ্টি অসংখ্য জায়গায় তার ছিঁড়ে যায় বলে অফিস সূত্রে জানা গেছে। কালনা দু'নম্বর কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে ফসলের তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বোরো ধান ঝেড়ে ফেলেছে চাষিরা ফলে বোরো ধানের ক্ষয়ক্ষতি তেমন হয়নি তিল এবং পাটের পক্ষে এই ঝড়ের সাথে সাথে শিলাবৃষ্টি ক্ষতি হয়নি বরং উপকার হয়েছে বলেই কৃষি দপ্তর সূত্র থেকে জানা যায়। সোমবার কালবৈশাখীর দাপটে অসংখ্য গাছ ভেঙে গিয়ে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় গাছ কেটে সরিয়ে ফেলা হয় ফলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যায়। ঝড়ের দাপটে বেশ কিছু কাঁচা টিনের বাড়ি ঘর ভেঙে যায়। হতাহতের খবর নেই। বৈদ্যপুর গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই। এবং পাতিলপাড়া সাব স্টেশনের কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রচেষ্টাই এবং সার রাত কাজ করায় বিদ্যুৎ সংযোগ পায় মানুষজন।

ভুয়ো ফোন কলে চাকরির প্রতিশ্রুতি!

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৩ মে ঃ ভুয়ো ফোন কলে হাসপাতালে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে এক যুবককে হয়রানির অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের কালনায়। পুরো ঘটনার জেরে কালনা মহকুমা হাসপাতালে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মঙ্গলবার। জানা গেছে, কালনা থানার অন্তর্গত অকালপোষ গ্রামের বাসিন্দা কিশোর মালিককে একটি অজানা নম্বর থেকে ফোন করে জানানো হয়, তাকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে কাজ দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টস নিয়ে তিনি হাসপাতালে এক নম্বর গেটের সামনে উপস্থিত হন। এরপর ওই নম্বরে ফোন করলে একবার এক রকম, আবার একবার আরেক রকম কথা বলা হয়। পরবর্তীতে তাকে বলা হয়, এক সপ্তাহ পরে আবার আসতে। এই ঘটনায় বিভ্রান্ত ও ক্ষুব্ধ কিশোর মালিক কালনা মহকুমা হাসপাতালের সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই বিষয়ে হাসপাতালের সহকারী সুপার গৌতম বিশ্বাস জানান, হাসপাতালের পক্ষ থেকে কখনও এভাবে কাউকে ফোন করে নিয়োগ করা হয় না। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। আমরা ওই অভিযোগপত্র পুলিশের কাছে ফরোয়ার্ড করব, যাতে সঠিক তদন্ত হয়।

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY
HOWRAH
E-TENDER NOTICE
wbtenders.gov.in

E-tenders are invited from the bonafide/reliable contractors vide Notice no- : **NIT-336,dated-08.05.25 (EO JBPUR). 07 no of works**
Publication Date-**14.05.25**
(E-NIT) **Fund-MSDP & BEUP**

SD/-EO JBPUR, Howrah

OFFICE OF THE THE PRADHAN
PUNCHA GRAM PANCHAYAT
Vill.+P.O.: Puncha, P.S.: Puncha, Dist.: Purulia (W.B.)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পুঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সকল জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র গ্রাম পঞ্চায়েতে সম্পূর্ণ চুক্তির ভিত্তিতে শূন্যপদে একজন **TAX-COLLECTOR** (Memo No. 2070/PN/O/III/ 24-78/04 dated 27/05/2005 of the Deputy Secretary to the Government of West Bengal অনুসারে। নিয়োগ করা হবে। যোগাতা যাচাইয়ের জন্য মেরিট ও গ্রামপঞ্চায়েতের উন্নয়ন মূলক কাজে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা বিবেচিত হবে।
শর্তাবলীঃ (১) পুঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। (২) নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির তারিখে নূন্যতম ২৫ বছর বয়স হতে হবে (সর্বাধিক বয়স ৪৫ এর উর্দ্ধে নয়)। (৩) নুন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা কোন স্বীকৃত বোর্ড বা কাউন্সিল থেকে মাধ্যমিক বা তার সমতুল্য পাশ।
আর্থিক সুযোগ সুবিধাঃ রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট হারে ভাতা প্রদান করা হবে (মাসিক ৭৫০.০০ টাকা।। এছাড়াও আদায় করা ট্যাক্সের উপর নির্ধারিত হারে কমিশন পাওয়া যাবে।
নিয়োগ সংক্রান্ত সুচিঃ (১) আবেদন পত্র জমা দেওয়া যাবে আগামী ইং ০৮.০৫.২০২৫ তারিখ হইতে ২২.০৫.২০২৫ পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ১১টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত (ছুটির দিন বাদে)। (২) আগামী ২৩.০৫.২০২৫ বেলা ২টার সময় আবেদনপত্র স্ক্রুটনি। (৩) আগামী ২৪.০৫.২০২৫ বেলা ১১টা হইতে বৈকাল ৪টা পর্যন্ত এডমিট কার্ড ইস্যু। (৪) আগামী ২৫.০৫.২০২৫ দুপুর ১২টা হইতে সাক্ষাৎকার।
আবেদন পদ্ধতিঃ আবেদন করতে হবে সাদা কাগজে। আবেদন পত্রে নিজের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা জন্মতারিখ শিক্ষাগত যোগ্যতা ই-মেলআইডি ও মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে (BIO-DATA) সঙ্গে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের করের হালরসিদ, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমানপত্রের স্বপ্রত্যায়িত কপি দিতে হবে।

স্বা/- **প্রধান, পুঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েত**

Cooch Behar Municipality
CORRIGENDUM

Following changes have been made for **Tender Id: 2025_MAD_844124_1**, e-bid submission end date - **27-05-2025 e-Bid opening date - 29-05-2025** Details information will be available from the website -
(i) http://wbtenders.gov.in
(ii)www.coochbeharmunicipality.com

Sd/-
Chairman, Cooch Behar Municipality.

NOTICE

Notice is hereby given that Share Certificate No. 9166 , Folio No. 00005646, Face Value of Rs.2/- each, shares bearing Distinctive Nos. 5465311 - 5466310 for 1000 Shares of **Graphite India Limited.** having its Registered Office at **C 101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083, Maharashtra**, registered in the name of **Lt. Partho Sarothy Datta** lost/ misplaced. Related Diary had been lodged with Alipore P.S. vide G.D.Entry No.620 dt. 10.05.2025.
Any person having any objection to the issue of duplicate Share Certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) as aforesaid is requested to lodge his/her/their objection within 15 days from the date of the publication.
Name, Address & Contact No.
Samjukta Datta
19/2 Dover Road,
Ballygunge, Kolkata
West Bengal.
M - 9903282008

3 rd CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/ DKM/CP/e-NIT-03/2025-26** Bid submission closing date (Online) - **22/05/2025** instated of **13/05/2025** and Bid Submission opening date (Online) **26/05/2025 instated of 15/05/2025**. Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No- 72/SGP/SBM(G)/2025-26, Date: 13.05.2025

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for 13(Thirteen)Nos. different works. Last date of Submission of Tender **21.05.2025 at 14.00 Hrs**. Time & Date for opening of Technical Bids on **23.05.2025 at 14.30 Hrs**. For details visit GP office of any working days or visit **website: https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

RITES LIMITED
(A Government of India Enterprise)
Shikhar, Plot No.1, Sector-29, Gurugram – 122001
CIN No: L74899DL1974GOI007227
RITES THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

Engagement of professionals for the following post(s) / discipline(s) through interview at RITES Office / Online.

VC No.	Individual Consultant Post	No. of post(s)	Consolidated Payment for Services (in Rs. P.M.)	Mode & Date of Interview
YP/10/25	Equipment Planning Expert (International)	01	2,25,000/-	Mode: Online / Physical Date: 22nd to 23rd May, 2025
YP/11/25	Tender Document Specialist (Equipment)	01	2,15,000/-	
YP/12/25	Financial Management Specialist (National)	01	2,10,000/-	

For details regarding how to apply, venue, selection process and other T&Cs., candidates may see the detailed advertisement posted on RITES website **www.rites.com** under Career Section. (Last date of receipt of online application is **23.05.2025, 11:00 AM**)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এনআইটি/০২/২৫/৩২ তারিখঃ ১৩.০৩.২০২৫। প্রিন্সিপাল চীফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রম নং., টেন্ডার নং., বিবরণ এবং ইএমডি** যথাক্রমেঃ (১) **০৬২৫১০৫০;** স্পেসিফিকেশন নং. আইএসঃ ১৭৩৮৮-২০২০ ইত্যাদি অনুসারে ২২৯ x ১৪০ সেমি আকারের সাদা পলি ভাস্ত্রা বেডশীট সংগ্রহ; ₹ ৩,২৫,৪২০; (২) **০৮২৪৫০৩৩এ;** সিঙ্গেল ফেজ ইত্যাদির সরবরাহ, ইনস্টলেশন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং-এর সংগ্রহ; ₹ ১,৩১,৯২০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ক্রম নং. ১ ও ২-এর জন্য ২৮.০৫.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৩) **১৫২৫৫০২৫;** রোটারি স্ক্রু ইলেকট্রিক্যাল ড্রাইভেন এয়ার কম্প্রেসার সরবরাহ, ইনস্টলেশন এবং কমিশনিং, ক্যাপ- ৫০০ সিএফএম, ১০ কেজি/সেমি২; ₹ ৩,৫৪,১৮০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ০২.০৬.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৪) **১৪২৫৫০৭২;** ৪৮ ফাইবার আর্মার্ড অপটিক্যাল ফাইবার কেবল যা আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১১০/২০২০ সংশোধন-০- এর অনুরূপ অথবা টেন্ডার খোলার তারিখ পর্যন্ত সর্বশেষ যদি থাকে; ₹ ২০,০০,০০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৪.০৬.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৫) **১০২৫১১৪২;** মোমেন্টারি কন্ট্যাক্ট স্যুইচ লিমিট; ₹ ১,০৯,০৪০; (৬) **১১২৪১৮০১এ;** আইসিএফ হেড স্টক কমপ্লিট ইত্যাদি; ₹ ২,৮১,২৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ক্রম নং. ৫ ও ৬-এর জন্য ০৫.০৬.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৭) **২০২৫১১৫৬;** ট্র্যাকশন মোটরের জন্য ব্রাশ হোল্ডার অ্যাসেম্বলি (এলএইচ); ₹ ১,০৫,৫৬০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯.০৬.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৮) **১০২৫৫০১৩;** স্ট্যাটিক কনভার্টার (এসআইভি); ₹ ৪,১৩,০০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪.০৬.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে;(৯) **১০২৫১০৯১;** হাই টেনসিল ট্রানজিশন সি.বি. কাপলার-এর ব্যবস্থা; ₹ ৮,৭৪,৩৮০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ০২.০৭.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১০) **১০২৫২২৫৭;** এয়ার আউটলেট নেট (সিএনসি মেশিনযুক্ত) ইত্যাদি সহ এন্ড ফ্রেম ডিই অ্যাসেম্বলি; ₹ ২,১৬,৮১০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩.০৭.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ক্রম নং. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত প্রতিটির জন্য ₹ ০.০০। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত সমস্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট ঃ **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাদের টেন্ডার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ জানতে অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটটি দেখুন।

STORES-10/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/ BR-IV, KMC invited e-tender online percentage rate two bid system for the following Works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/026/E132/25-26/UTTARAN
Name of the Work: **Repairing of Uttaran Latrine at 14, W.C.Banerjee Street,1,Ramesh Dutta Street and other places in Uttaran (Bustee) area in Ward No.-26 under Br.-IV**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 3,48,755.00;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00;** Period of Completion: **40 days;**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/026/E134/25-26/UTTARAN
Name of the Work: **Repairing of collapsed pit, catch pit, S.W. Pipe at 356, 328 Rabindra Sarani and other places in Uttaran (Bustee) area in Ward No.-26 under Br.-IV;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,48,671.00;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **40 days;** Last date and time of Submission of bid**: 20.05.2025 - 11 a.m. [For Sl. No. 1& 2]** The tender will be opened on**: 22.05.2025 - 11 a.m. [For Sl. No. 1& 2]**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/21/3/25-26/R
Name of the Work: **Repairing of paver block footpath disturbed by Lighting Department for laying of their cable at Nimtalla Ghat Street from Strand Road to 5, Nimtalla Ghat Street in Ward No.-21**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,10,085.00;** Earnest Money: **Rs. 2,210.00;** Period of Completion: **10 days;**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/IV/038/007/2025-2026/R
Name of the Work: **Restoration of Road Surface (along Brindaban Mallick Lane) from Amherst Street to Vidyasagar Street and Gopal Bose Lane to Heramba Das Lane disturbed by Water Supply Department in Ward No.-38**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,14,653.39;** Earnest Money: **Rs. 2,300.00;** Period of Completion: **21 days;**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/31/25-26/R
Name of the Work: **Repairing of I.P., concrete passage and footpath at 1, 36, 95A Balaram Dey Street and other places in Ward No.-25 under Br-IV**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,63,755.00;** Earnest Money: **Rs. 9,300.00;** Period of Completion: **40 days;** Last date and time of Submission of bid**: 22.05.2025 - 11 a.m. [For Sl. No. 3 to 5].** The tender will be opened on**: 24.05.2025 - 11 a.m. [For Sl. No. 3 to 5].** The bid forms and other details are available on and from **13.05.2025 (5 p.m.)** from the Website **: https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 5].**

The Executive Engineer (Civil)/ BR-IX, KMC invited e-tender online percentage rate two bid system for the following Works:

(1) NIT No.: KMC/IX/071/019/2025-2026/R
Name of the Work: **Restoration of paver block at Sambhunath Pandit Street from Gate of Police Hospital to Premises No. 83/1 and surrounding areas in Ward No. -71**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,71,168.34;** Earnest Money: **Rs. 3,500.00;** Period of Completion: **30 days;**

(2) NIT No.: KMC/IX/071/024/2025-2026/R
Name of the Work: **Restoration of Road surface and IP footpath at 58/3, Kansari Para Road,17/B Harish Mukherjee Road and different area in Ward No. -71**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,99,976.49;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **60 days;** Last date and time of Submission of bid**: 20.05.2025 - 12 noon [For Sl. No. 1& 2]** The tender will be opened on**: 22.05.2025 - 12 noon [For Sl. No. 1& 2].** The bid forms and other details are available on and from **10.05.2025 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No.: KMC/IX/077/002/2025-2026/US
Name of the Work: **Repairing of bustee I.P.S. passage at 3/H/22, 3/H/18, B. K. Road,11/H/10, M.M.Ali Road,1/1, Ekbalpore Road and its surrounding area in Ward No.-77**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,99,868.74;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **60 days;**

(4) NIT No.: KMC/IX/082/004/2025-2026/R
Name of the Work: **Development of Mayor's Clinic at 29/5, Chetla Central Road by setting up cubicals for use of Polyclinic at 4th and 5th floor in Ward No.-82**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,99,984.24;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **30 days;**

(5) NIT No.: KMC/IX/082/003/2025-2026/D
Name of the Work: **Restoration of I.P. Passage at 17, P.G.Lane, 29, Chetla Road, 49, J.M.Lane and adjacent area disturbed by CESC in Ward No.-82**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,99,813.94;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **45 days;**

(6) NIT No.: KMC/IX/074/007/2025-2026
Name of the Work: **Maintenance of Road side Garden at Alipore Road, National Library Avenue for one year in Ward No.-74;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 3,95,472.00;** Earnest Money: **Rs. 8,000.00;** Period of Completion: **365 days;**

(7) NIT No.: KMC/IX/074/013/2025-2026
Name of the Work: **Improvement of footpath by relaying paver block along Belvedere Road from 11, Belvedere Road upto crossing of Alipore Road in Ward No.-74**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,99,364.20;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **60 days;** Last date and time of Submission of bid**: 24.05.2025 - 12 noon [For Sl. No. 3 to 7].** The tender will be opened on**: 26.05.2025 - 12 noon [For Sl. No. 3 to 7].** The bid forms and other details are available on and from **14.05.2025 (5 p.m.) [For Sl. No. 3 to 7].** The Website **: https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 7].**

The Executive Engineer (Civil)/ BR-XV, KMC invited e-tender online percentage rate two bid system for the following Works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/140/004/2025-2026/R
Name of the Work: **Removal of silt from Nikashi Drain at Satghara, Satghara Bye Lane (near Durga Mandir), Rama Hotel, Mullick Para and surrounding area in Ward No.-140, Br.-XV**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,95,600.45;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **120 days;**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/140/005/2025-2026/R
Name of the Work: **Removal of silt from Drainage system of different location of Khaldhari and Kanthal Beria Lane/Bye Lane and its surrounding area in Ward No.-140, Br.-XV**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,91,062.33;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **120 days;** Last date and time of Submission of bid**: 24.05.2025 - 11 a.m. [For Sl. No. 1& 2]** Date and time of opening of tender**: 26.05.2025 - 11 a.m. [For Sl. No. 1& 2].** The bid forms and other details are available on and from **15.05.2025 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/135/012/2025-2026/R
Name of the Work: **Removal of silt from G. R. Road Northern Portion surface drain N/H/No. B-9 to B-174 etc. in Ward No.-135, Br.-XV**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,96,628.09;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **120 days;**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/018/2025-2026/R
Name of the Work: **Removal of silt and slush from surface drain and sewer Line at T. G. Road and surrounding area. in Ward No.-133, Br.-XV**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,97,167.69;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **120 days;**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/134/021/2025-2026/R
Name of the Work: **Removal of silt and slush from surface drain at Bangla Basti, Shahi Asthabol etc. area near Premises No. G34, G46, F22 etc. in Ward No.-134, Br.-XV**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,98,021.03;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **120 days;**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/134/012/2025-2026/R
Name of the Work: **Renovation of Floor and Miscellaneous works at Tresury Department within BR-XV Office Premises in Ward No.-134**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,63,411.31;** Earnest Money: **Rs. 9,300.00;** Period of Completion: **90 days;** Last date and time of Submission of bid**: 27.05.2025 - 11 a.m. [For Sl. No. 3 to 6]** Date and time of opening of tender**: 29.05.2025 - 11 a.m. [For Sl. No. 3 to 6].** The bid forms and other details are available on and from **17.05.2025 (5 p.m.) [For Sl. No. 3 to 6].**

(7) NIT No.: KMC/XV/135/011/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of paver block passage with ancillary works at Dhankheti Uttaran area N/H/ No. G-200, G-197, G-10, G-174 etc in Ward No.-135, Br.-XV**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,99,841.82;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **120 days.**

(8) NIT No.: KMC/XV/141/009/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of drainage system at Bagdipara Road bye lane (Uttaran Area) near Premises No. Z-5/582/2, Z-5/225/3, etc. in Ward No.-141, Br.-XV**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,98,166.77;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **180 days.**

(9) NIT No.: KMC/XV/141/010/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of C.C. Passage at Riverside Road bye lane (Uttaran Area) near Premises No. Z-3/382/C, Z-3/322/5, etc. in Ward No.-141, KMC, Br.-XV**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,97,779.06;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **180 days.**

(10) NIT No.: KMC/XV/141/008/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of C.C. Passage at Riverside Road bye lane (Uttaran Area) near Premises Nos. Z-3/522/2, Z-3/483/1 etc. in Ward No.-141, Br.-XV**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,98,891.56;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **180 days.**

(11) NIT No.: KMC/XV/133/016/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of the Work: **Removal of Silt & Slush from surface drain and sewer line at Akshay Kanan and D. M. Bagan Lane in Ward No.-133, Br.-XV under Uttaran Service**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,98,945.51;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **120 days.** Date of uploading of NIT & other documents (online): **17.05.2025 - 12 noon. [For Sl. No. 7 to 11].** Documents download/sell start date and time (online): **17.05.2025 - 4 p.m. [For Sl. No. 7 to 11].** Documents download/sell end date and time (online): **27.05.2025 - 4 p.m. [For Sl. No. 7 to 11].** Bid submission start date and time (online): **17.05.2025 - 4 p.m. [For Sl. No. 7 to 11].** Bid submission closing date and time (online): **27.05.2025 - 4 p.m. [For Sl. No. 7 to 11].** Bid opening date and time for technical proposals (online): **29.05.2025 - 4 p.m. [For Sl. No. 7 to 11]**. The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 11].**

216/25-26

রোহিত-বিরাটের পর টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের পথে মহম্মদ শামি!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেটে আরেকটি বড় ধাক্কার সম্ভাবনা। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির পর এবার প্রবীণ পেসার মহম্মদ শামির টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায়ের গুঞ্জন শুরু হয়েছে। খবর অনুযায়ী, ফিটনেস সমস্যার কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে শামিকে দল থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে। ২০২৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপে অ্যাকিলিস টেন্ডন ইনজুরির পর থেকে শামি তার পুরনো ফর্মে ফিরতে পারেননি, যা তার টেস্ট ক্যারিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিসিসিআই সূত্র জানায়, শামি এখন আর দলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জায়গা পাওয়ার জায়গায় নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে এসেও তিনি ছন্দ ফিরে পাননি। আইপিএল পারফরম্যান্স টেস্ট দল নির্বাচনে বিবেচিত না হলেও, শামির বোলিংয়ে সমস্যা স্পষ্ট। তার রান-আপে ধারাবাহিকতার অভাব, বল উইকেটকিপার পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। সংক্ষিপ্ত স্পেলের পর তাকে ড্রেসিংরুমে ফিরতে হচ্ছে বিশ্রাম নিতে। ২০২৪ সালে পুরোটা সময়

মাঠের বাইরে কাটানো শামি ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে ফিরেছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং চলমান আইপিএলে খেললেও, টেস্টের মতো দীর্ঘ ফরম্যাটে তার ধারাবাহিকতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। নির্বাচকরা একই সঙ্গে জসপ্রীত বুমরাহর কাজের চাপ নিয়ন্ত্রণে সতর্ক। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে পিঠের চোট থেকে সেরে ওঠা বুমরাহর উপর অতিরিক্ত চাপ এড়াতে চান তারা। পরিকল্পনা ছিল শামি এবং বুমরাহর মধ্যে একজনকে প্রতি টেস্টে খেলানো। কিন্তু শামির ফিটনেস সংকট এবং বুমরাহর বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা নির্বাচকদের জটিলতায় ফেলেছে। সূত্র জানায়, বুমরাহ যদি একটি টেস্টে বিশ্রাম নেন এবং শামি সেই ম্যাচে নিজেকে টেনে নিতে না পারেন, তবে দলের জন্য এটি বড় সমস্যা। শামির সমস্যা বোঝার চেষ্টা চলছে। শামির এই ফিটনেস সংকট এবং সিনিয়র ক্রিকেটারদের অবসর ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। শামির অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা টেস্টে ভারতের পেস আক্রমণের মূল শক্তি ছিল। কিন্তু তার বর্তমান শারীরিক অবস্থা দলের পরিকল্পনায় অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। নির্বাচকরা এখন তরুণ পেসারদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন। যারা টেস্ট ফরম্যাটে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করতে পারেন। শামি কি তার ফিটনেস ফিরে পাবেন, নাকি টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় নেবেন, তা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। ইংল্যান্ড সিরিজের আগে নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

বিরাটের ছেড়ে যাওয়া 'চার' নম্বরে খেলবেন কে?

উত্তরের খোঁজে দিশেহারা বোর্ড

মুম্বই, ১৩ মেঃ বিরাটের ছেড়ে যাওয়া আসন আজ 'শূন্য'। তা 'পূর্ণ' করবেন এমন 'বীর' কোথায়? আপাতত এই প্রশ্নেই দ্বিধাদীর্ণ বিসিসিআই। টেস্ট ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং লাইন আপে চার নম্বর পজিশনকে নিজের সিংহাসনে পরিণত করে ফেলেন বিরাট। সেই কুর্সির দায়ভার তাঁর হাতে তুলে দেন আরেক ক্রিকেট কিংবদন্তি-সচিন তেন্ডুলকর। ২০১৩ সালে ক্রিকেটকে চিরবিদায় জানান সচিন। তারপর থেকে নম্বার চার আর কোহলি যেন সমার্থক হয়ে উঠেছে। বিরাটের আচমকা অবসরে কার্যত অন্ধকারে নির্বাচকরা। দিনকয়েক বাদেই কঠিন ইংল্যান্ড সফরের জন্য দল নির্বাচন। সেখানে ওপেনিং জুটি কারা হবেন, মিডল অর্ডারের দায়িত্ব কাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে-এমন একগুচ্ছ প্রশ্ন দল বাছাইয়ের মিটিংয়ে উঠতে চলেছে। যার উত্তর খুব সহজে মিলবে বলে মনে হয় না। এর প্রধান কারণ, চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্কা রাহানের মতো অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানদের ক্রমশ অস্তাচলে চলে যাওয়া। দুজনের কেউই অবসর নেননি। কিন্তু বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে তাঁদের দলে জায়গা জোটেনি। টিম ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কুপোকাত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু কোচ গম্ভীর এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর তারুণ্যকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিকল্পনা থেকে সরে এসে অভিজ্ঞ পূজারা, রাহানেদের উপর আস্থা রাখবেন বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে শুভমান গিল, যাকে আগামী দিনের অধিনায়ক হিসেবেও প্রোজেক্ট করার চেষ্টা চলছে, তাঁকে চার নম্বরে খেলানো হতে পারে। যদিও এই পরিকল্পনা সহজে নেওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। কারণ, কেরিয়ারে হয়

ওপেন নয়তো তিন নম্বর পজিশনেই সচরাচর খেলতে দেখা গিয়েছে গিলকে। তাঁকে মিডল অর্ডারে খেলানো শুরু করেন রাহুল দ্রাবিড়। অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর শুভমান চারে নামতে সম্মতি জানান। মূলত, কোহলির বিকল্প হিসেবেই তাঁকে ওই জায়গায় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন দ্রাবিড়। সম্মতি ছিল নির্বাচকদেরও। এখন কি খুব সহজে ফের একবার অস্বস্তিকর জায়গায় খেলতে রাজি হবেন গিল? বিশেষ করে, যখন ভাবী অধিনায়ক হিসেবে তিনি চর্চিত হচ্ছেন, তখন ক্ষমতা দেখিয়ে মুখের উপর 'না' বলবেন না তো? এই নিয়ে ধোঁয়াশায় নির্বাচকরা। আর এমন সম্ভাবনার কথা আরও উস্কে দিয়েছেন ডব্লিউ ভি রমন। একদা অনূর্ধ্ব-উনিশের কোচ। শুভমানকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। রমনের বক্তব্য, ''শুভমান এখনও পর্যন্ত তার কেরিয়ারের প্রায় পুরোটা জুড়েই হয় ওপেনে নয়তো তিন নম্বরে নেমেছেন। অন্যদিকে কেএল রাহুল দলের অন্যতম অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান। এই মুহূর্তে আমাদের সচিন বা কোহলির মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড় নেই। এমন অবস্থায় দলের অভিজ্ঞ ব্যাটারকেই চারে নামার দায়িত্ব দেওয়া উচিত।'' একই মত পোষণ করেছেন প্রাক্তন নির্বাচক দেবাং গান্ধী। তাঁর যুক্তি, কেএল রাহুল বরাবর দলে নিজের জায়গা পাকা করা নিয়ে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁকেই চারে নামানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সাই সুদর্শন খেলতে পারেন ওপেনে। গিল মিডল অর্ডারে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। 'ইন্ডিয়া এ' টিমের হয়ে আগেও এই ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাঁকে। অধিনায়ক হলে দায়িত্বের বোঝা এমনিতেই বাড়বে। তাই চার নম্বর পজিশনে কেএল রাহুলই যোগ্য ক্যান্ডিডেট। সাফ দাবি দেবাংয়ের।

'রো-কো' জুটির ওয়ান ডে ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ে গাভাসকর

মুম্বই, ১৩ মেঃ বিশ্বকাপ জিতে টি-২০ থেকে অবসর নিয়েছিলেন দুজন। এবার পাঁচ দিনের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটকেও বিদায় জানালেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। পড়ে রইল ওয়ান ডে। যাবতীয় প্রশ্ন আর বিতর্কের মধ্যে এবার জমতে শুরু করেছে সংশয়-তাহলে কি আগামী বিশ্বকাপের আগে একদিনের ক্রিকেটকেও আলবিদা জানাবে এই জুটি? গোটা প্রসঙ্গ নিয়ে অবশ্য খুব একটা আশা দেখছেন না প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর। যিনি মনে করেন, সাতাশের মহাযুদ্ধের আগেই বিশ্বক্রিকেট থেকে চিরতরে সরে দাঁড়াবেন বিরাট, রোহিত দুজনই। আর এর পেছনে মূল ইস্যু হিসেবে তুলে ধরেছেন শারীরিক সক্ষমতা ও ফিটনেস। টেস্ট নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও ওয়ান ডে-তে বিরাট, রোহিত দুজনেই ভাল ফর্মে রয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রান পেয়েছেন। দলে এই নিয়ে কোনও অসন্তোষও নেই। নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে আইসিসি ট্রফি জেতার পর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রোহিত জানিয়ে দেন, তিনি কোথাও যাচ্ছেন না। দেশের হয়ে একদিনের ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাবেন তিনি। পরে বিরাট একটি অনুষ্ঠানে মাইক হাতে ইঙ্গিতের সুরে হলেও সাফ সাফ জানিয়ে দেন, তাঁর আগামী লক্ষ্য টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ফের একবার বিশ্বকাপে নামা। যদিও এই নিয়ে খুব একটা আশাবাদী নন গাভাসকর। সংশয়ের গলায় তাঁর মন্তব্য, ''কোহলি, রোহিত দুজনেই ক্রিকেটের এই ফর্ম্যাটে দুরন্ত পারফর্মার। কিন্তু আমার মনে হয় নির্বাচকরা ২০২৭ বিশ্বকাপের দিকে চেয়ে রয়েছেন আর ভেবে চলেছেন- ওরা কি সেই সময় দলে জায়গা করে নিতে পারবে? যেভাবে এতদিন দলের হয়ে খেলে এসেছে, সেভাবে খেলে যাবে? নির্বাচক কমিটির মাথায় এই চিন্তাটাই ঘুরপাক খাবে। তারপর যদি তারা মনে করে, দুজনে ততদিন ধরে খেলে যাওয়ার উপযুক্ত, তবেই টিমে জায়গা পাবেন রোহিত আর বিরাট।''

জিমে নিজেকে ফিট রাখছেন বোরহা হেরেরা

পানাজি, ১৩ মেঃ দুরন্ত পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে এবারের ফুটবল সিজন শেষ করেছে এফসি গোয়া। ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপে দলের আহামরি ফল না থাকলেও ধীরে ধীরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। তবে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের শুরুটা খুব একটা ভালো ছিল না মানোলো মার্কুয়েজের ছেলেদের। আটকে যেতে হয়েছিল প্রথম কয়েকটি ম্যাচে। তবে সময় যত এগিয়েছে ততই অনবদ্য ছন্দে ধরা দিয়েছিল গোয়া শিবির। একের পর এক ম্যাচে সহজেই এসেছিল জয়। স্বাভাবিকভাবেই টুর্নামেন্টের অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে লিগ শিল্ড জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল গোয়া। কিন্তু সেটা বজায় থাকেনি শেষ পর্যন্ত। প্রতিপক্ষ

সকল দলকে টেক্কা দিয়ে অনায়াসেই দ্বিতীয়বারের জন্যই সেটা জয় করে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যা নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল সকল সমর্থকদের। এই ধাক্কা কাটিয়ে টুর্নামেন্টের লিগ কাপ জয়ের পরিকল্পনা ছিল দলের। কিন্তু আটকে যেতে হয়েছিল সেমিফাইনালে। ফের স্বপ্নভঙ্গ। নিজেদের ভুল ত্রুটি শুধরে নিয়ে কলিঙ্গ সুপার কাপে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা ছিল দলের সকল ফুটবলারদের। সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। খালিদ জামিলের শক্তিশালী জামশেদপুর এফসিকে পরাজিত করে চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছিল এফসি গোয়া। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি সমর্থকরা। বর্তমানে সিজন শেষ। দেশে ফিরে গিয়েছেন অধিকাংশ বিদেশি ফুটবলার। তবে এখন থেকেই নতুন মরসুমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার বোরহা হেরেরা। কিছু ঘণ্টা আগেই নিজের সোশ্যাল সাইটের স্টোরিতে একটি ভিডিও আপলোড করেন এই তারকা। যেখানে জিমের মধ্যে দিয়ে নিজেকে ফিট রাখার কাজ করছেন এই তারকা। বলাবাহুল্য, আগের মরসুমের মাঝামাঝি সময় থেকেই গোয়া দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বোরহা। সময় যত এগিয়েছে তাঁর সক্রিয়তা নজর কেড়েছে সকলের। এবার ও বজায় থেকেছে সেই ধারা। একের পর এক ম্যাচে সহজেই পেয়েছেন গোল। এমনকি সুপার কাপের ফাইনালে দুইটি গোল করেছিলেন এই মিডিও। স্বাভাবিকভাবে তাঁর সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর পথে এগিয়ে যায় ম্যানেজমেন্ট। পরবর্তীতে সিজনে আদৌ কতটা সক্রিয়তা দেখান সেটাই দেখার।

ক্লাব বিশ্বকাপে নিষিদ্ধ ১৫ হাজার আর্জেন্টাইন সমর্থক

১৫ হাজারের বেশি মানুষের একটি তালিকা বুয়েনস আইরেসে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের কাছে হস্তান্তর করেছেন আর্জেন্টিনার নিরাপত্তা মন্ত্রী পাত্রিসিয়া বুলরিচ। তাদের সবার পরিচয়- 'উগ্র ফুটবল সমর্থক।' যুক্তরাষ্ট্রে আগামী মাসের ক্লাব বিশ্বকাপে স্টেডিয়ামগুলোয় নিষিদ্ধ থাকবেন এই তালিকায় থাকা আর্জেন্টাইন সমর্থকেরা।

বুয়েনস আইরেস, ১৩ মেঃ আর্জেন্টিনার নিরাপত্তামন্ত্রী প্যাট্রিসিয়া বুলরিখ গতকাল বুয়েনস আইরেসে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসে একটি তালিকা জমা দেন। এটি ১৫ হাজার সহিংস আর্জেন্টাইন ফুটবল সমর্থকদের তালিকা। ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে এই সমর্থকদের স্টেডিয়ামে নিষিদ্ধ করা হবে। ৩২ দল নিয়ে নতুন সংস্করণে আগামী ১৪ জুন যুক্তরাষ্ট্রে ক্লাব বিশ্বকাপ শুরু হয়ে শেষ

হবে ১৩ জুলাই। আর্জেন্টিনা থেকে বোকা জুনিয়র্স ও রিভার প্লেট এবারের ক্লাব বিশ্বকাপে অংশ নেবে। টুর্নামেন্ট শুরুর প্রায় এক মাস আগেই সহিংস সমর্থকদের তালিকা জমা দিলেন আর্জেন্টিনার এই নিরাপত্তামন্ত্রী। সাংবাদিকদের বুলরিখ বলেছেন, ''এই তালিকায় রয়েছেন ১৫ হাজারের বেশি মানুষ, যাঁদের স্টেডিয়ামে নিষিদ্ধ করা হবে। আমাদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আর্জেন্টিনার স্টেডিয়ামে অপরাধমূলক কাজ করা সহিংস কেউ এই আয়োজনে (ক্লাব বিশ্বকাপ) থাকতে পারবেন না।'' 'ট্রিবিউনা সেগুরা' নামে একটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে সহিংস সমর্থকদের এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর সাহায্যে আর্জেন্টিনার স্টেডিয়ামে নিষিদ্ধ হওয়া সমর্থকদের চিহ্নিত করা হয়েছে। বুলরিখ যোগ করেন, ''এই সরকারের শুরু থেকে ১ হাজার ৩২৮টি ম্যাচে ৪০ লাখের বেশি মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছে ট্রিবিউনা সেগুরা। আমরা গ্রেপ্তারি পরোয়ানাসহ ১ হাজার ১৬৬ জনকে চিহ্নিত করেছি এবং স্টেডিয়ামে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিতে ৪০টির বেশি প্রশাসনিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'' ক্লাব বিশ্বকাপে 'সি' গ্রুপে বোকা জুনিয়র্সের প্রতিদ্বন্দ্বী বায়ার্ন মিউনিখ, অকল্যান্ড সিটি ও বেনফিকা। 'ই' গ্রুপে রিভার প্লেটের প্রতিদ্বন্দ্বী উরাওয়া রেড ডায়মন্ডস, মন্টেরি ও ইন্টার মিলান।

প্রথা ভেঙে সাম্বা ফুটবলের দায়িত্বে ইতালিয়ান কোচ আনসেলত্তি

রিও ডি জেনেরিও, ১৩ মেঃ পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দেশ। সাম্বার তালে সবুজ গালিচায় যুগের পর যুগ ধরে ফুল ফুটিয়ে বিশ্ব ফুটবলকে মাতিয়ে রেখেছে ব্রাজিল। কিন্তু ২০০২ সালে সেই যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল সেলেকাওরা, তারপর থেকেই ব্রাজিল ফুটবলের সূর্য অস্তমিত। এমনকি এরপর আর একবারও ফাইনালে উঠতে পারেনি লাতিন আমেরিকার এই ফুটবল পাগল দেশ। তবে ব্যর্থতা ব্রাজিলের পিছু না ছাড়লেও, দেশীয় কোচেই কিন্তু ভরসা রেখেছিল পেলের দেশ। একের পর এক প্রাক্তন ফুটবলারও কোচ হিসাবে এসেছেন, কিন্তু সাফল্য মেলেনি। ব্রাজিলের বিভিন্ন ক্লাব থেকে তিতে বা দারিভাল জুনিয়রদের মতো কোচদেরও জাতীয় দলের

দায়িত্ব দেওয়া হয়েছ, কিন্তু ফলাফল সেই একই। আসলে ফুটবল মানচিত্র বলছে, বর্তমানে ব্রাজিলের কোচদের দাপট নেই বললেই চলে। ইতালি, ইংল্যান্ড, স্প্যানিশ বা ফরাসি ও জার্মান কোচদের দাপটে ব্রাজিলের চানক্যরা এখন পথ হারিয়েছেন। এবার স্বয়ং ব্রাজিলও তাদের প্রথা ভেঙে বিদেশি কোচের দিকেই ঝুঁকল। অবশ্য প্রথম ইঙ্গিতটা এসেছিল ২০২২ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের হতাশাজনক হারের পর থেকেই। গুঞ্জন চলছিল রিয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আনসেলত্তির হাতেই সঁপে দেওয়া হতে পারে সেলেকাও ফুটবলারদের দায়িত্ব। এরপর গুঞ্জন বেড়েছে, কিন্তু আনচেলেত্তি রিয়াল সংসারেই থেকে গিয়েছেন। অবশেষে নানা উত্থান-পতন কাটিয়ে ব্রাজিল-আনসেলত্তি নাটকের যবনিকা পতন হল ভারতীয় সময় অনুযায়ী সোমবার রাতে। সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হল, ব্রাজিল ফুটবল দলের নতুন হেড স্যার হচ্ছেন কার্লো আনসেলত্তি। ক্লাব ফুটবলের এই মহাগুরু হাত ধরেই ব্রাজিল ঘোচাতে চাইছে দুই দশকের বেশি সময় ধরে বিশ্বকাপ জিততে না পারার আক্ষেপ। সাম্বার দেশের কোচ হিসাবে আনসেলত্তির চুক্তি ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত। আগামী মাসে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে পেরু ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল। ওই দুই ম্যাচে কোচের হটসিটে আনসেলেত্তিকেই দেখা যাবে। ব্রাজিল ফুটবল সংস্থার পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, কোচ হিসাবে নির্ধারিত বেতন তো পাবেনই এই বিদগ্ধ ইতালিয়ান কোচ, পাশাপাশি আরও বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধাও পাবেন তিনি। ১৪ মাসের জন্য দায়িত্ব নেওয়া আনসেলত্তিকে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন বেতন হিসাবে মাসে প্রায় ৭ লক্ষ ডলার করে দেবে। বেতনের পাশাপাশি আনসেলত্তির জন্য থাকছে পারফরম্যান্স বোনাসও। যদি ব্রাজিল ২০২৬ বিশ্বকাপ জিততে পারে, তবে বেতনের পাশাপাশি বাড়তি প্রায় ৫৫ লক্ষ ডলার বোনাস পাবেন অভিজ্ঞ এই কোচ। পাশাপশি জানা গিয়েছে, বেতন ও বোনাসের বাইরে আরও বেশ কিছু সুবিধা পাবেন আনসেলত্তি। স্যান্তিয়াগো বার্নাব্যু ছাড়ার পর আনসেলত্তি চলে আসবেন রিও ডি জেনেরিওতে। সেখানে তাঁকে একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট দেওয়া হবে এবং এই অ্যাপার্টমেন্টের পুরো টাকাও পরিশোধ করবে ব্রাজিল ফুটবল কর্তৃপক্ষ। রিওতে আনসেলত্তি থাকলেও তাঁর পরিবার ও বন্ধুরা সবাই থাকেন ইউরোপে। এই দূরত্ব ঘোচানোর জন্য আনসেলত্তিকে আরও একটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। সিবিএফের কাছ থেকে তিনি পাবেন বিদেশ ভ্রমণের জন্য একটি প্রাইভেট জেট। পাশাপাশি থাকবে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিমা ও জীবন বিমার সুবিধাও। এদিকে জানা গিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার ব্রাজিলের কোচের দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়ে আনসেলত্তি বিস্তারারিত জানাবেনরিয়াল-মায়োর্কা লিগ ম্যাচের আগে এই সাক্ষাকার দেবেন তিনি। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাজিল দলের দায়িত্ব বুঝে নিতে ২৬ মে আনসেলত্তি ব্রাজিলে যাবেন বলে জানা গিয়েছে। দায়িত্ব নেওয়ার পর পেরু এবং ইকুয়েডর ম্যাচের জন্য বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলও ঘোষণা করবেন তিনি। এখন দেখার ৬৫ বছরের এই ইতালিয়ান কোচের হাত ধরে ব্রাজিল ফুটবলের সুদিন ফেরে কি না।

টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের পর স্ত্রীর সঙ্গে বৃন্দাবনে বিরাট

বৃন্দাবন, ১৩ মেঃ সোমবার টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন বিরাট কোহলি। মঙ্গলবার তাঁকে দেখা গেল বৃন্দাবনে। সঙ্গে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা এবং দুই সন্তানও রয়েছেন। তাঁরা প্রেমানন্দ গোবিন্দ শরণ মহারাজের আশ্রমে গিয়েছেন। মাঝেমধ্যেই কোহলি এবং তাঁর পরিবার বৃন্দাবনে যান। এর আগেও বিভিন্ন ধর্মস্থানে দেখা গিয়েছে তাঁদের। মঙ্গলবার কোহলিকে দেখা যায় সাদা রঙের জামা পরে। তাঁর মুখে ছিল মাস্ক। অনুষ্কার মুখেও মাস্ক ছিল। একটি সাদা গাড়ি করে বৃন্দাবনের রাস্তায় তাঁদের দেখা গিয়েছে। পরে তাঁদের দেখা যায় আশ্রমে। সেখানে প্রেমানন্দ মহারাজের উপদেশ শোনেন কোহলি এবং অনুষ্কা। সেই সময় অনুষ্কার চোখে জল দেখা যায়।

মেডিকেল সিস্টেমের দিকে বাড়তি নজর লাল-হলুদের, কী বললেন বিভাস আগরওয়াল?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মেঃ শেষ ফুটবল মরসুমে একেবারেই ছন্দে ছিল না ইমামি ইস্টবেঙ্গল। বহু প্রত্যাশা নিয়ে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ শুরু করলেও কাজের কাজ তেমন কিছুই হয়নি। ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে। তারপর ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শুরু থেকে জয় পাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। ধাক্কা খেতে হয়েছিল একাধিক ফুটবল ম্যাচে। স্বাভাবিকভাবেই যার প্রভাব পড়েছিল দলের পয়েন্ট টেবিলে। এমন পরিস্থিতিতে দলের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন গতবারের সুপার কাপ জয়ী স্প্যানিশ কোচ। তারপর থেকেই দলের দায়িত্ব পালন করে আসছেন অস্কার ব্রুজন। যার হাত ধরে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল লাল-হলুদ শিবির। তাই একটা সময় সুপার সিক্সে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল সমর্থকরা। যদিও সেটা খুব একটা সহজ ছিল না। বিশেষ করে ঘরের মাঠে শক্তিশালী চেন্নাইয়িন এফসির কাছে পরাজিত হওয়ার পর প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে গেলেও ক্ষীণ আশা ছিল দলের কাছে। কিন্তু

এক্ষেত্রে দলের ফুটবলারদের চোট আঘাতের পাশাপাশি আরও একাধিক সমস্যা নিয়েই লড়াই করতে শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে বেঙ্গালুরু এফসির কাছে ঘরের মাঠে পয়েন্ট নষ্ট করায় আইএসএলের চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে থাকার স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছিল ময়দানের এই প্রধানের। এমন পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল সমর্থকদের। কিন্তু এবার কলিঙ্গ সুপার কাপে সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ছিল ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে শক্তিশালী কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যায় মশাল ব্রিগেড। এক কথায় যা চমকে দিয়েছিল সকলকে। তবে এবার দলের পারফরম্যান্স খুব একটা ভালো না হলেও অনেক আগে থেকেই নতুন সিজনের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। সেইমতো গত কয়েক সপ্তাহ ধরে উঠে আসতে শুরু করেছিল একাধিক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারের নাম। তবে শুধুমাত্র খেলোয়াড় চূড়ান্ত করাই নয়। ফুটবলারদের ফিটনেসের দিকে ও নজর দিতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। সেই অনুযায়ী গত সোমবার উভয় পক্ষের কর্তাদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকের আয়োজন হয়েছিল ইমামি হাউসে। সেখানে ফিটনেসের কথা ও উঠে আসে ব্যাপকভাবে। আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইমামি কর্তা বিভাস আগরওয়াল বলেন, ''ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল দলের জন্য রিহ্যাব এবং ট্রেনিং সেন্টার তৈরি করতে চলেছে ইমামি। আমরা আমাদের মেডিকেল টিমকে নতুন ভাবে সাজাচ্ছি। দলের হেড ফিজিওকে ইতিমধ্যেই বদল করা হয়েছে। আমরা আশা রাখি এই সিজনে যে চোট আঘাতের সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেটা অনেকটাই মিটবে।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com